গঠনতন্ত্র	গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংশোধন
১. **নামঃ** বাংলা- **বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি** **ইংরেজি-** Library Association of Bangladesh (LAB)	**কোন সংশোধনী নেই**
২. **কার্যালয়ঃ** সমিতির প্রধান কার্যালয় হবে ঢাকা।	২. *কার্যালয়ঃ সমিতির প্রধান কার্যালয় হবে ঢাকা।* *ল্যাব-ইলিস ভবন* *৯৯/২, শ্যামলী হাউজিং (২য় প্রকল্প), আদাবর-মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।* *ফোন: ০১৯৭৩-০২০২৬৬, ০১৭১৩-০২০২৬৬, ০১৭১৬-১৫১৫৩৫* ***ই-মেইল: libraryassociation.bd56@gmail.com,*** *ওয়েসাইট:* ***www.lab.org.bd***
৩. **ক্যালেন্ডার বছরঃ** সমিতির অফিসিয়াল বছর হবে জানুয়ারি-ডিসেম্বর।	**কোন সংশোধনী নেই**
	(৪) সমিতির একটি স্লোগান থাকবে। (নতুন নম্বর হবে)
৪. **প্রিলিমিনারিজ/প্রাথমিক শর্তসমূহ ঃ** **ক.** এ্যাক্ট সংক্রান্ত সকল নিয়মাবলী বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি-এর জন্য প্রযোজ্য হবে। **খ.** গঠনতন্ত্রে যতক্ষণ না কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচ্য হবে। **গ.** সমিতি বলতে বোঝাবে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি বা লাইব্রেরি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সকল কার্যাদি, যার উপর সমিতির গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়েছে। **ঘ.** অধ্যাদেশ বলতে (Voluntary Social Welfare Agencies (Regulation Control) ord. 1961 (46 of 1961))	*৪. প্রিলিমিনারিজ/প্রাথমিক শর্তসমূহ ঃ* *ক থেকে চ কোন সংশোধনী নেই*

১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ বুঝাবে। ঙ. নিয়মকানুন বলতে গঠনতন্ত্রের ধারা উপধারাকে বুঝাবে এবং এক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়ন, পরিবর্তন কিংবা সমাজের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করবে। চ. গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞান বলতে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কার্যাবলী, তথ্যায়ন, সেবাকার্যক্রমসহ তথ্যবিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার এবং আর্কাইভস সংক্রান্ত কাজ বুঝাবে।	
৫. **সমিতির অবস্থান/মান** ৫.১ গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি দেশের জাতীয় সমিতি হিসেবে নিয়োজিত থাকবে। ৫.২ সমিতি একটি বেসরকারি, অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। ৫.৩ সমিতির কার্যাবলী গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ের সকল ধরনের শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকবে। ৫.৪ সমিতি অবশ্যই দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আইনগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। ৫.৫ সমিতি পেশাজীবী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করবে। ৫.৬ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে এবং দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পেশাজীবীদের জন্য সমিতি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। ৫:৬.১ ধারার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমিতি একটি ইনস্টিটিউট পরিচালনা করবে। ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এ্যান্ড ইনফরমেশন সাইন্স (ইলিস) সমিতি কর্তৃক পরিচালিত একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। ৫.৭ তথ্য বিতরণ, পরামর্শ ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।	৫. সমিতির অবস্থান/মান ৫.১ কোন সংশোধনী নেই ৫.২ কোন সংশোধনী নেই ৫.৩ কোন সংশোধনী নেই ৫.৪ কোন সংশোধনী নেই ৫.৫ কোন সংশোধনী নেই ৫.৬ কোন সংশোধনী নেই ৫.৬.১ কোন সংশোধনী নেই ৫.৭ কোন সংশোধনী নেই *৫.৮ দেশের সকল ধরনের গ্রন্থাগারিকতা পেশার মানোন্নয়ন এবং পেশাজীবীদের উন্নয়নে কাজ করবে। (সংযুক্ত হবে)*

	(৬.) *ভিশন ও মিশন* *ভিষন:* *দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা ব্যবস্থা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ও এক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারি ভূমিকা পালন করা।* *মিশন:* ➢ *জাতীয় উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা খাতের কার্যকর ও অপরিহার্য ভূমিকা সম্পর্কে সরকারসহ সমাজের সকল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এক্ষেত্রের উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা;* ➢ *দেশের নাগরিকদের জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি ও পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা;* ➢ *দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার ক্ষেত্রে পেশাজীবীদের দক্ষতাও মানসিকতাকে আন্তর্জাতিক মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।*
৬. **সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** ৬.১ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত সেবার সকল ধরনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন। ৬.২ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কাজের অনুমোদন ও উন্নয়ন সাধন। ৬.৩ অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের মানুষের মাঝে পেশাগত কাজের বিস্তার ঘটানো। পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করা। ৬.৪ দেশের ভিতর ও বাইরে অবস্থিত একই ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতিগুলোর সাথে একযোগে কাজ করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করা। ৬.৫ পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কর্মদক্ষতা, পরিবেশ এবং কাজের অবস্থা ও নিজস্ব অবস্থানের উন্নয়ন ঘটানো এবং দেশ ও বহির্বিশ্বের মানুষের নিকট তাদের পরিচিত করে তোলা।	৬. **সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** ৬.১ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ***শিক্ষা এবং পেশা*** সংক্রান্ত সেবার সকল ধরনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন। ৬.২ কোন সংশোধনী নেই ৬.৩ অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের মানুষের মাঝে পেশাগত কাজের বিস্তার ঘটানো এবং পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করা। ৬.৪ কোন সংশোধনী নেই ৬.৫ কোন সংশোধনী নেই ৬.৬ কোন সংশোধনী নেই

৬.৬ পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মান মনিটর ও মূল্যায়ন করা এবং বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।	৬.৭ *গ্রন্থাগারিকতা পেশায় সমিতির একটি এক্রিডিটেশন কাউন্সিল হিসেবে কাজ করবে। (সংযুক্ত হবে)*
৭. **সমিতির মনোগ্রাম** ৭.১ অর্ধবৃত্তের মাঝে একটি খোলা গ্রন্থের ছবি থাকবে। ৭.২ বাম পাশে 'পড়' ও ডান পাশে 'Read' শব্দ লেখা থাকবে। ৭.৩ মনোগ্রামের উপরে ও নীচে সমিতির নাম, প্রতিষ্ঠা বছর উল্লেখ থাকবে।	৭. (কোন সংশোধনী নেই)
৮. **সমিতির কাজ** ৮.১ সমিতি পরিচালনার নিয়মনীতি নির্ধারণ করা। ৮.২ সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। ৮.৩ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম মনিটর ও তত্ত্বাবধায়ন করা। ৮.৪ পেশাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা এবং সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা/ডিগ্রি প্রদান করা। ৮.৫ পেশাগত দক্ষতা, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা। ৮.৬ গবেষণার ব্যবস্থা এবং গবেষণা কাজের রিপোর্ট, জার্নাল ও গ্রন্থ প্রকাশ করা। ৮.৭ পেশাজীবীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা। ৮.৮ সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করা। ৮.৯ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সমিতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। ৮.১০ গ্রন্থাগার ব্যবহারকে জনপ্রিয় করা এবং মানুষের মাঝে বই পড়ার	৮. **সমিতির কাজ** ৮.১ কোন সংশোধনী নেই। ৮.২ সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা/***স্থাপন ও সমন্বয় সাধন*** করা। ৮.৩ কোন সংশোধনী নেই। ৮.৪ পেশাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা এবং সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা/ ***ও অন্যান্য*** ডিগ্রি প্রদান করা। ৮.৫ কোন সংশোধনী নেই। ৮.৬ কোন সংশোধনী নেই। ৮.৭ ***পেশাজীবীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন করা।*** ৮.৮ কোন সংশোধনী নেই। ৮.৯ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ***সমিতির*** সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। ৮.১০ গ্রন্থাগার ব্যবহারকে জনপ্রিয় করা এবং মানুষের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। ***(স্লোগান যুক্ত করা যেতে পারে)*** ৮.১১ কোন সংশোধনী নেই। ৮.১২ কোন সংশোধনী নেই।

<table>
<tr>
<td>অভ্যাস গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৮.১১ পেশাগত ও জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা/ পুরস্কার প্রদান করা।
৮.১২ দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান মনিটর ও মূল্যায়ন করা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং নীতির উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নে সাহায্য করা।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৯. সমিতির একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি কাউন্সিল থাকবে।</td>
<td>৯. সমিতির একটি সাধারণ পরিষদ, একটি কাউন্সিল ও একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।
৯.১ সাধারণ পরিষদ :
সমিতির সকল ধরণের সদস্যগণ সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>৯.২ কাউন্সিল :
সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে (যাদের ভোটাধিকার রয়েছে) কাউন্সিল গঠিত হবে।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>৯.৩ উপদেষ্টা পরিষদ :
সমিতির ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। উপদেষ্টা পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>ক্র.</th><th>পদবি</th><th>সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>ক.</td><td>ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>খ.</td><td>রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>গ.</td><td>জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>ঘ.</td><td>বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সদ্য বিদায়ী সভাপতি</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>ঙ.</td><td>ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>চ.</td><td>গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ের সাবেক শিক্ষার্থী যাঁরা বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে কর্মরত তাঁদের হতে দুই জন (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)</td><td>০২</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td>০৭</td></tr>
</table>
* ক্রমিক ক থেকে ঙ পর্যন্ত নির্ধারিত ছকের কোন সদস্য যৌক্তিক কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে তাঁর পূর্বের পদধারী দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।</td>
</tr>
</table>

১০. সাধারণ পরিষদ-এর সদস্য পদ সরকার স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা, স্নাতক (সম্মান), এম.এ বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারী এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক (পাস) কোর্স ডিগ্রিধারী যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি শর্ত সাপেক্ষে কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সমিতির [এবং সাধারণ পরিষদের] সদস্য হতে পারবেন। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ যাঁরা ইতিমধ্যে তিন বৎসর লাইব্রেরিতে চাকুরি করেছেন তাঁরাও আজীবন সদস্য হতে পারবেন। প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যদের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবেন। সদস্যকে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করতে হবে। সমিতির সদস্যবৃন্দ সমিতির নিয়ম বহির্ভূত কোন ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।	**১০. *সমিতির সদস্য পদ*** *সমিতির আজীবন সদস্য, পৃষ্ঠপোষক সদস্য, দাতা সদস্য, ফেলো সদস্য, প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য এবং এসোসিয়েট সদস্য থাকবে।*
১০.১ পৃষ্ঠপোষক সদস্য সমিতির সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে যে কোন পদস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ সমিতির পৃষ্ঠপোষক হতে পারবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের ভোটাধিকার থাকবে না।	**১০.১ পৃষ্ঠপোষক সদস্য** কোন সংশোধনী নেই।
	১০.১.১ *জীবন সদস্য* *সরকার স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, এমফিল, পি.এইচ.ডি, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক (পাস কোর্স), ডিপ্লোমা এবং যাঁরা সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করেছেন তাঁরা টাকা ২০০০ (দুই হাজার) হারে চাঁদা পরিশোধ করে কাউন্সিলের অনুমোনক্রমে সমিতির জীবন সদস্য হতে পারবেন। তবে সার্টিফিকেট কোর্সধারীদের জন্য সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে তিন বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।* *ল্যাব-র জীবন সদস্য হলে উক্ত সদস্য কেন্দ্রীয়/ বিভাগ/জেলা/উপজেলা সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং সকলক্ষেত্রে ভোটার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, আদালাভাবে কেন্দ্রীয়/ বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কোন সদস্য/ভোটার হওয়ার প্রয়োজন নেই। (নতুন নম্বর সংযুক্ত হবে)*
১০.২ দাতা সদস্য সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এককালীন ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সমিতি বরাবরে দান করে সমিতির	**১০.২ দাতা সদস্য** সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এককালীন ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সমিতি বরাবরে দান করে সমিতির দাতা সদস্য হতে পারবেন, **তবে**

	দাতা সদস্য হতে পারবেন।		*তাঁর/তাঁদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।*
১০.৩	**ফেলো** গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে এমএ ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি যদি কমপক্ষে ১০ বছরের কর্মদক্ষতায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং গবেষণামূলক জার্নালে কমপক্ষে ৫টি প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকেন তবে সমিতি তাকে ফেলোশিপ প্রদান করবে।	১০.৩	**ফেলো** গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি যদি কমপক্ষে ১০ বছরের কর্মদক্ষতায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং গবেষণামূলক জার্নালে কমপক্ষে ৫টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তবে সমিতি তাকে ফেলোশিপ প্রদান ***করতে পারবে।***
১০.৪	**আজীবন সদস্য** সরকার স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা, স্নাতক (সম্মান), এম.এ বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারী, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক (পাস) কোর্স ডিগ্রিধারী এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ যাঁরা ইতিমধ্যে তিন বৎসর লাইব্রেরিতে চাকুরি করেছেন তাঁরা টাঃ ২০০০.০০ (দুই হাজার টাকা এককালীন চাঁদা পরিশোধ করে শর্ত সাপেক্ষে কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সমিতির আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন।	১০.৪	কোন সংশোধনী নেই।
১০.৫	**প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য** গ্রন্থাগার আছে এমন ধরনের প্রতিষ্ঠান যা গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজে অবদান রাখে, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক যার গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা/এম এ ডিগ্রি আছে, তিনি বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনিত ব্যক্তি ২০,০০০,০০ (বিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করে প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সমিতির সংবিধানের আলোকে সংবিধান প্রণয়ন করে তা ল্যাব কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ল্যাব কাউন্সিলকে জ্ঞাত না করে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে না। তবে ভোটাধিকার ব্যতীত কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে ল্যাবের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।	১০.৫	**প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য** *গ্রন্থাগার আছে এমন ধরনের প্রতিষ্ঠান যা গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজে অবদান রাখে, এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এককালীন ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করে প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সমিতির গঠনতন্ত্রের আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন করে তা কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। তবে ভোটাধিকার ব্যতীত ল্যাব-র সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।*
১০.৬	**এসোসিয়েট সদস্য** বাংলাদেশ বা বহির্বিশ্বের যে কোন স্থানে অবস্থানরত যে কোন পদস্থ ব্যক্তি, যিনি ইতোমধ্যেই সমিতির জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ ভূমিকা পালনের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং যার এম এ ডিগ্রিসহ ২বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁকে এসোসিয়েট সদস্য	১০.৬	**এসোসিয়েট সদস্য** *বাংলাদেশ বা বহির্বিশ্বের যে কোন স্থানে অবস্থানরত যে কোন পদস্থ ব্যক্তি, যিনি ইতোমধ্যেই সমিতির জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ ভূমিকা পালনের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং যার স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁকে ভোটাধিকার ব্যাতিত এসোসিয়েট সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে।*

	হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এসোসিয়েট সদস্যকে বার্ষিক ২০০ টাকা চাঁদা জমা দিতে হবে।		
১০.৭	**সাধারণ সদস্য** বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক তিনি যদি সরকার স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা, স্নাতক (সম্মান), এম.এ বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারী, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক (পাস) কোর্স ডিগ্রিধারী এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ যাঁরা ইতিমধ্যে তিন বছর লাইব্রেরিতে চাকরি করেছেন তাঁরা টা ৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা চাঁদা পরিশোধ করে শর্ত সাপেক্ষে কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সমিতির সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি শুধু ভোটাধিকারের সুযোগ পাবেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন না। সাধারণত জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বার্ষিক ৫০০ টাকা চাঁদা জমা দিতে হবে। ঐ বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা জমা দিতে ব্যর্থ হলে কোন নির্দেশনা ছাড়াই তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। নিয়ম অনুযায়ী বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে পুনরায় সদস্য হওয়া যাবে। তবে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাঁদার টাকা জমা না দিলে তিনি ভোটাধিকার হারাবেন। ৩মাস পূর্তি সাপেক্ষে ভোটাধিকার প্রদান করা হবে।		*১০.৭ সাধারণ সদস্য থাকবে না, বিলুপ্ত হবে।*
১১.	**সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা** ১১.১ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান। ১১.২ যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ। ১১.৩ সমিতির সাধারণ সদস্য পদের জন্য প্রস্তাবনা। ১১.৪ কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে কম দামে সমিতির প্রকাশনাসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ। ১১.৫ সেমিনার সিম্পোজিয়ামসহ সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।	১১.	**সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা** ১১.১ কোন সংশোধনী নেই। ১১.২ ***অন্যান্য বিধিবিধান ঠিক থাকলে*** যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ। ১১.৩ কোন সংশোধনী নেই। ১১.৪ ***সমিতির প্রকাশনাসহ সকল ধরনের সেবা গ্রহণ।*** ১১.৫ সেমিনার সিম্পোজিয়ামসহ সকল ***ধরনের*** জাতীয় ও ***আন্তর্জাতিক*** অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।
১২.	**সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কাজ** ১২.১ সমিতির কাউন্সিল নির্বাচন করা।	১২.	**সাধারণ পরিষদের *দায়িত্ব ও কর্তব্য*** ১২.১ ***অন্যান্য বিধি বিধান ঠিক থাকলে সমিতির*** কাউন্সিল নির্বাচন করা।

	১২.২ সমিতির নিয়মনীতি প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমিতির বিধিমোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগ করা। ১২.৩ বিশেষ অবস্থায় কাউন্সিলের নিয়ম পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা। ১২.৪ সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ যদি মনে করেন কার্যকরী কাউন্সিল যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অক্ষম, সেরকম বিশেষ পরিস্থিতিতে কাউন্সিল বাতিল ঘোষণা করা। ১২.৫ কাউন্সিলের সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত যে কোন ধারা বা উপধারা সংযোজন বা বাতিল করা।		১২.২ কোন সংশোধনী নেই। ১২.৩ কোন সংশোধনী নেই। ১২.৪ সাধারণ পরিষদের ***৬০% (ষাট) ভাগ*** সদস্যবৃন্দ যদি মনে করেন কার্যকরী কাউন্সিল যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অক্ষম, সেরকম বিশেষ পরিস্থিতিতে কাউন্সিল বাতিল ঘোষণা করা। ১২.৫ কোন সংশোধনী নেই।
১৩.	**পরিচালনা এবং অফিস কার্যাদিঃ** পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ সমিতির কর্তৃপক্ষ বা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ১৩.১ কাউন্সিলের যে কেউ মারা গেলে বা পদত্যাগ করলে কিংবা বিশেষ পরিস্থিতিতে পদ শূন্য হলে কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত কোন কাউন্সিলর পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বপর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। ১৩.২ কাউন্সিল সমিতির বিভিন্ন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন কমিটির উপর দায়িত্ব দিতে পারবে।	১৩.	*অফিস পরিচালনা ও কার্যাবলী:* ***১৩.১ সমিতির অফিস ও অন্যান্য কার্যাদি পরিচালনার জন্য কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয় (অব.) এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যাক কর্মচারী থাকবেন। যারা কাউন্সিলের দৈনন্দিন কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং কাউন্সিল কর্তৃক সময়ে সময়ে গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন করবেন। (নতুন সংযুক্ত হবে)*** **১৩.১.১** কাউন্সিলের যে কেউ মৃত্যুবরণ বা পদত্যাগ করলে কিংবা বিশেষ পরিস্থিতিতে পদ শূন্য হলে কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত কোন কাউন্সিলর পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বপর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। ***(১৩.২)*** ***১৩.২ কাউন্সিল সমিতির বিভিন্ন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন কমিটি বা উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে। (১৩.৩)***
১৪.	**কাউন্সিল-এর গঠন** কাউন্সিলের সময়সীমা ৩ বছর। জানুয়ারি হতে বছর শুরু হবে। গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাউন্সিল সদস্যদের সমন্বয়ে ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করবেন। সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে নিম্নোক্ত রূপে কাউন্সিল গঠিত হবে। ১৪.১ সভাপতি — ১ জন ১৪.২ সহ-সভাপতি — ৩ জন ১৪.৩ মহাসচিব — ১ জন ১৪.৪ কোষাধ্যক্ষ — ১ জন ১৪.৫ যুগ্ম-মহাসচিব — ১ জন ১৪.৬ সাংগঠনিক সম্পাদক — ১ জন ১৪.৭ গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক — ১ জন	১৪	**কাউন্সিল-এর গঠন** কাউন্সিলের সময়সীমা ***হবে ৪*** বছর ***(*যা পরবর্তী গঠিত কাউন্সিল থেকে কার্যকর হবে)।*** জানুয়ারি হতে বছর শুরু হবে। গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাউন্সিল সদস্যদের সমন্বয়ে ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করবেন। সাধারণ পরিষদের সদস্যদের ভোটে নিম্নোক্ত ভাবে কাউন্সিল গঠিত হবে। ১৪.১ সভাপতি — ১ জন ১৪.২ সহ-সভাপতি — ৩ জন ১৪.৩ মহাসচিব — ১ জন ১৪.৪ কোষাধ্যক্ষ — ১ জন ১৪.৫ যুগ্ম-মহাসচিব — ১ জন ১৪.৬ সাংগঠনিক সম্পাদক — ১ জন ১৪.৭ ***আইসিটি, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক*** — ১ জন

১৪.৮ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক — ১ জন ১৪.৯ কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়) — ৫ জন ১৪.১০ কাউন্সিলর (বিভাগীয়) — ৭ জন (ভবিষ্যতে কোন বিভাগ সৃস্টি হলে ঐ বিভাগের জন্য কাউন্সিলর (বিভাগীয়) একটি পদ সৃষ্টি হবে।)	***১৪.৮ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক — ১ জন*** ১৪.৯ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক — ১ জন ১৪.১০ কাউন্সিলর (কেন্দ্রিয়) — ৬ জন ১৪.১১ কাউন্সিলর (বিভাগীয়) — ৮ জন * কাউন্সিলর (কেন্দ্রিয়) ৬ জনের মধ্যে ৩জন সাধারণ এবং ১জন কলেজ, ১জন বিদ্যালয়, ১জন মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবেন। (ভবিষ্যতে কোন বিভাগ সৃষ্টি হলে ঐ বিভাগের জন্য কাউন্সিলর (বিভাগীয়) একটি পদ সৃষ্টি হবে। ***যাকে চলমান কাউন্সিল মনোনয়ন দিতে পারবেন***)
১৫. কাউন্সিল-এর ক্ষমতা এবং দায়িত্ব	**১৫. কাউন্সিল-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য**
১৫.১ প্রোগ্রাম ঠিক করা, বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নেয়া এবং সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।	১৫.১ ***কর্মসূচি প্রণয়ন*** ও বিভিন্ন ***প্রকল্প গ্রহণ*** এবং সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।
১৫.২ পরবর্তী নির্বাচনের জন্য সাধারণ পরিষদের সদস্যদের তালিকা তৈরি এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা।	১৫.২ কোন সংশোধনী নেই।
১৫.৩ সমিতির সংবিধান অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা।	১৫.৩ ***সমিতির গঠনতন্ত্র*** অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা।
১৫.৪ ফান্ডের ব্যবস্থা করা, সেসব সংরক্ষণ, অডিট করানো, সদস্যদের সামনে অডিট ও একাউন্টের রিপোর্ট প্রকাশ করা ইত্যাদি।	১৫.৪ ***সমিতির তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী নিরীক্ষণ করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা।***
১৫.৫ প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ এবং কাউন্সিলের বিভিন্ন সেশনের আয়োজন করা।	১৫.৫ কোন সংশোধনী নেই।
১৫.৬ প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী কাউন্সিলের জন্য নির্বাচনের আয়োজন এবং বিভিন্ন অপশনের/পছন্দের মাধ্যমে কাউন্সিলের শূন্যপদ পূরণ করা।	১৫.৬ প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী কাউন্সিলের জন্য নির্বাচনের আয়োজন ***এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মাধ্যমে*** কাউন্সিলের শূন্যপদ পূরণ করা।
১৫.৭ সমিতির কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন কমিটি এবং উপ-কমিটি গঠন করা।	১৫.৭ কোন সংশোধনী নেই।
১৫.৮ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ক সমিতিকে পথ-প্রদর্শন এবং ঢাকার বাইরে ও ভিতরে গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে	***১৫.৮ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য এসোসিয়েশনকে পথ-প্রদর্শন এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সমিতির প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে উৎসাহিত করা।*** ***১৫.৮.১ সমিতি গ্রন্থাগারিকতা পেশার এক্রিডিটেশন কাউন্সিল হিসেবে কাজ করবে। (নতুন নম্বর সংযুক্ত হবে)*** ১৫.৯ কোন সংশোধনী নেই।

উৎসাহিত করা এবং সমিতির বিরুদ্ধে কোন বিষয়কে নিরুৎসাহিত করা ।

১৫.৯ সমিতির বৈধতা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে সমিতিকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সমিতি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্টতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৫.১০ ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এ্যান্ড ইনফরমেশন সাইন্স (ইলিস) পরিচালনা এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রোগ্রাম পরিচালনা করা।

১৫.১১ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নিউজলেটার, জার্নাল, গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রকাশনা নিয়মিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫.১২ সমিতির সাধারণ সভার আয়োজন করা । তাছাড়াও সেমিনার, কনফারেন্স, বিভিন্ন আলোচনা সভা, ইত্যাদি পেশাগত পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

১৫.১৩ সম্পদ এবং অন্যান্য জিনিসের সংযোজনের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান, পরিচালনা কিংবা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সমিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৫.১৪ কাউন্সিলের সকল সদস্য এবং অফিস কর্মচারীবৃন্দের সকল ধরণের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা।

১৫.১৫ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের যে কোন ধরনের অনৈতিক ও সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্বাচিত কাউন্সিলারদের মধ্যে যদি কেউ সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ঐ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৫.১০ কোন সংশোধনী নেই।

১৫.১১ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ***সংশ্লিষ্ট*** নিউলেটার, জার্নাল, গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রকাশনা নিয়মিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫.১২ ***সমিতির সাধারণ সভার আয়োজন করা। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, সেমিনার, সিম্পজিয়াম, কনফারেন্স, ওয়ার্কসপসহ পেশাগত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।***

১৫.১৩ কোন সংশোধন নেই।

১৫.১৪ কাউন্সিলের সকল সদস্য এবং অফিস কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা।

১৫.১৫ সাধারণ পরিষদের সদস্যদের যে কোনো ধরনের অনৈতিক ও ***সমিতির গঠনতন্ত্রের*** পরিপন্থী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে যদি কেউ ***সমিতির গঠনতন্ত্রের*** পরিপন্থী কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তবে সেক্ষেত্রেও ঐ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৫.১৬ কোন সংশোধনী নেই।

১৫.১৭ কোন সংশোধনী নেই।

১৫.১৬ সমিতির অডিট ও একাউন্ট নিরীক্ষা করার জন্য সমিতির সদস্যদের বাইরে থেকে কিছু উপযুক্ত লোক বা স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানকে অডিটর হিসেবে নিয়োগ দান করা। ১৫.১৭ সমিতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	
১৬. **সমিতির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব** ১৬.১ **সভাপতি:** সমিতির প্রধান নির্বাহী হিসাবে সভাপতি কাজ করবেন। সভাপতির কর্তব্য এবং দায়িত্বসমূহ হলোঃ- ক. গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী সমিতি এবং কাউন্সিল পরিচালনা করা। খ. সমিতির সাধারণ সভা এবং কাউন্সিল সভাসহ সকল সভায় সভাপতিত্ব করা। গ. সমিতির পক্ষ হয়ে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করা। ঘ. ১২ধারা অনুযায়ী কাউন্সিল কর্তৃক তৈরিকৃত/বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্য ঘোষণা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঙ. সমিতির উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সমিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	১৬. ***সমিতির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ*** ১৬.১ **সভাপতি** ক. ***সমিতির প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করবেন। (নতুন সংযুক্ত হবে)*** ক.১. গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী ***সমিতি*** এবং কাউন্সিল পরিচালনা করা। খ. ***সমিতির কাউন্সিল এবং সাধারণ সভাসহ সকল*** সভায় সভাপতিত্ব করা। গ. ***সমিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করা এবং সমিতির উন্নয়ন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয় সংরক্ষণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।*** ঘ. ***১২ ধারা অনুযায়ী কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত/বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্য ঘোষণাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।*** ঙ. কোন সংশোধনী নেই।
১৬.২ **সহ-সভাপতি** ক. তিনজন সহ-সভাপতি প্রাপ্ত ভোটের ঘরিষ্ঠতা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতার অধিকারী থাকবেন। খ. সহ-সভাপতি কাউন্সিল সভায় অংশ গ্রহণ ও সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। গ. সমিতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	১৬.২ **সহ-সভাপতি** ক. তিনজন সহ-সভাপতি প্রাপ্ত ভোটের ***সংখ্যাগরিষ্ঠতা/জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তালিকায় আগে বা পরে*** থাকবেন। খ. কোন সংশোধনী নেই। গ. কোন সংশোধনী নেই। **ঘ.** ***কাউন্সিল কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করবেন। (নতুন সংযুক্ত)***
১৬.৩ **মহাসচিব** মহাসচিব কাউন্সিলের সিদ্ধান্তক্রমে প্রধান নির্বাহী হয়ে কাজ করবেন। মহাসচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ হলো:- ক. সমিতি এবং কাউন্সিলের মধ্যকার সকল ধরনের যোগাযোগ	১৬.৩ **মহাসচিব** **ক.** ***মহাসচিব কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রধান হিসেবে কাজ করবেন।*** খ. সমিতি এবং ***কাউন্সিলের সদস্যদের*** সাথে সকল ধরনের যোগাযোগ রক্ষা এবং

রক্ষা এবং সমিতির সকল দলিল দস্তাবেজ দেখাশুনা ও সংরক্ষণ করা।	সমিতির সকল দলিল/কাগজপত্র দেখাশুনা ও সংরক্ষণ করা।
খ. সমিতির নিয়মিত কাউন্সিল ও অন্যান্য সভাসমূহের আয়োজন করা এবং সভার কার্যবিবরণী ৭ দিনের মধ্যে প্রণয়ন করে কাউন্সিল সদস্যদের নিকট পেশ করা।	গ. কোন সংশোধনী নেই।
গ. কাউন্সিল সভায় কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা।	ঘ. ***কাউন্সিল সভায় কার্যবিবরণী পাঠ এবং তা সংশোধন ও বিয়োজন করে কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা।***
ঘ. সদস্যবৃন্দের তালিকা তৈরি এবং তা নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।	ঙ. ***সমিতির সকল ধরনের সদস্যের*** তালিকা তৈরি এবং তা নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
ঙ. নিয়মিত অফিস কার্যাদি পরিচালনা এবং সমিতির সকল ধরনের কার্যাদি, যোগাযোগের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করা।	চ. নিয়মিত অফিস কার্যাবলী পরিচালনা এবং ***সমিতির*** সকল ধরনের কার্যাবলী, যোগাযোগের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করা।
চ. সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের উপর লক্ষ্য রাখা এবং তদারকি করা।	ছ. ***সমিতি কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের তদারকি করা।***
ছ. সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং সভাপতির অনুমোদনক্রমে সমিতির সাধারণ সভা ও কাউন্সিলের সভাসমূহের আয়োজনের জন্য এজেন্ডা তৈরি করা।	জ. ***সভাপতির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং সভাপতির অনুমোদনক্রমে সমিতির কাউন্সিল, সাধারণ সভা ও অন্যান্য সভাসমূহের আয়োজন ও তার আলোচ্যসূচি তৈরি করা।***
জ. সমিতির কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত বোর্ড অব লাইব্রেরি এডুকেশনের সভাসহ বিভিন্ন ধরনের কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা করা। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও অর্পিত কাজগুলো পরিচালনা করা।	ঝ. ***সমিতির কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত বোর্ড অব লাইব্রেরি এডুকেশনের সভাসহ বিভিন্ন ধরনের কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও অর্পিত কাজগুলো পরিচালনা করা।***
ঝ. সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি, অডিট ও একাউন্টের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি, প্রকাশ ও প্রচার করা এবং অডিটকৃত হিসাব বিবরণী বার্ষিক সাধারণ সভায় বিতরণ করা।	ঞ. ***সমিতির বার্ষিক বাজেট তৈরি***, অডিট ও একাউন্টের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি, প্রকাশ ও প্রচার করা এবং অডিটকৃত হিসাব বিবরণী বার্ষিক সাধারণ সভায় বিতরণ করা।
ঞ. কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া জরুরী কোন প্রয়োজনে মহাসচিব ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তী কাউন্সিল সভায় উক্ত খরচের হিসাব অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।	ট. কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া জরুরী কোন প্রয়োজনে মহাসচিব ***২০০০০ (বিশ হাজার)*** টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তী কাউন্সিল সভায় উক্ত খরচের হিসাব অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
ট. কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত যে কোন পরিমাণ টাকা খরচ করতে পারবেন। তবে খরচের হিসাব পরবর্তী	ঠ. কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে ***বাজেটের*** অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা খরচ করতে পারবেন। তবে খরচের হিসাব পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
	ড. ***কাউন্সিল কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করবেন। (নতুন সংযুক্ত)***

	সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।		
১৬.৪	**কোষাধ্যক্ষ** কোষাধক্ষ্যের দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ - ক. সমিতির ফান্ডের ইন-চার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং সমিতির একাউন্ট দেখাশুনা করা। খ. সমিতির প্রকাশনাসমূহ বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা। গ. কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া যাতে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকার বেশি খরচ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ঘ. রশিদবই রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং যথাসময়ে তা মহাসচিব বরাবরে উপস্থাপন এবং ভাউচারের ভিত্তিতে বিভিন্ন খরচ পরিচালনা করা। ঙ. ছয় মাসের মধ্যে কাউন্সিলের নিকট নিয়মিত ফান্ডের স্টেটমেন্ট প্রদান এবং বছর শেষে একটি অডিট রিপোর্ট কাউন্সিলে পেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। চ. কোষ্যধ্যক্ষ সর্বোচ্চ ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নগদ রাখতে পারবেন। ছ. সমিতির স্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জ. মহাসচিবের অনুমোদনক্রমে সকল বিল ভাউচার পরিশোধ করা। ঝ. মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য একজন কর্মী নিয়োগ দেয়া যাবে।	১৬.৪	**কোষাধ্যক্ষ** ক. কোন সংশোধনী নেই। ***খ. সমিতির বার্ষিক বাজেট তৈরি, অডিট ও একাউন্টের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি, প্রকাশ ও প্রচার করা এবং অডিটকৃত হিসাব বিবরণী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা।*** গ. কোন সংশোধনী নেই। ঘ. কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া ***২০,০০০.০০ (বিশ হাজার)*** টাকার বেশি খরচ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ঙ. রশিদ/বই রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং যথাসময়ে তা মহাসচিব বরাবরে উপস্থাপন এবং ভাউচার সহ বিভিন্ন ***খরচের হিসাব*** পরিচালনা করা। চ. ছয় মাসের মধ্যে কাউন্সিলের ***নিকট আয়ব্যয়ের*** নিয়মিত হিসাব বিবরণী প্রদান এবং বছর শেষে একটি অডিট রিপোর্ট কাউন্সিলে পেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ছ. কোন সংশোধনী নেই। জ. ***সমিতির*** স্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ঝ. ***কাউন্সিলের*** অনুমোদনক্রমে সকল বিল ভাউচার পরিশোধ করা। ***ঞ. কাউন্সিল কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করবেন। (নতুন সংযুক্ত)***
১৬.৫	**যুগ্ম-মহাসচিব** যুগ্ম-মহাসচিব. এর দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ- ক. মহাসচিবের দায়িত্ব পালনে সকল প্রকার সহায়তা করা। খ. মহাসচিব-এর অনুপস্থিতিতে মহাসচিবের কার্যাদি সম্পাদন করা। গ. কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন বিশেষ কমিটির সভা	১৬.৫	**যুগ্ম-মহাসচিব** ক. ***কাউন্সিল সভাসহ যে কোনো সভার সিদ্ধান্তসমূহ নোটিং করাসহ মহাসচিবের দায়িত্ব পালনে সকল প্রকার সহায়তা করা।*** খ. কোন সংশোধনী নেই। গ. কোন সংশোধনী নেই।

	আয়োজন এবং তাদের কার্যাদি দেখাশুনা করা। ঘ. মহাসচিব বা কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত অন্য যে কোন কাজ সম্পাদন করা। ঙ. সমিতির স্বার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা।		ঘ. কোন সংশোধনী নেই। ঙ. কোন সংশোধনী নেই।
১৬.৬	**সাংগঠনিক সম্পাদক** সাংগঠনিক সম্পাদক-এর দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ- ক. পেশাজীবীদের মধ্য হতে সদস্য সংগ্রহ করা। খ. সদস্য ফি যথাসময়ে প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যের বরাবরে তাগিদপত্র প্রদান এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা। গ. সদস্যদের তালিকা আপডেট রাখা। ঘ. সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় ত্রাণকাজের ব্যবস্থা গ্রহণ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, গ্রন্থমেলাসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন করা এবং অন্যান্য সামাজিক কার্যাদি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পাদন করা। ঙ. সমিতির স্বার্থের পাশাপাশি দেশ ও জাতীর স্বার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা। চ. সংগঠনের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সাংগঠনিক সম্পাদক কাউন্সিল সভায় পরিকল্পনা পেশ করবেন; যা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন করাতে হবে। অনুমোদিত হলে উপযুক্ত তহবিল ও জনবল প্রদান করা হবে।	১৬.৬	**সাংগঠনিক সম্পাদক** ক. কোন সংশোধনী নেই। খ. ***সমিতির*** সকল ধরনের সদস্যদের তালিকা হালনাগাদ রাখা। গ. ***সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় ত্রাণকাজের ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রন্থমেলাসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন এবং অন্যান্য সামাজিক কার্যাবলী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পাদন করা।*** ঘ. সমিতির স্বার্থের পাশাপাশি দেশ ও ***জাতির*** স্বার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা। ঙ. ***সংগঠনের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সাংগঠনিক সম্পাদক কাউন্সিল সভায় পরিকল্পনা পেশ করবেন।*** চ. ***কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত অন্য যে কোনো কাজ সম্পাদন করা।***
১৬.৭	**গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক** গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক-এর দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ- ক. সকল ধরনের বিজ্ঞাপন এবং প্রেস রিলিজ তৈরি করে সংবাদপত্রে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সমিতির সকল প্রকার প্রকাশনা ছাপানো এবং যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা। সমিতির কার্যক্রম বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। খ. সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের জন্য ইস্যুকৃত সকল প্রকার চিঠিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি পৌছানোর বিষয়টি	১৬.৭	***আইসিটি, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক*** ক. ***প্রচারযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ও ই-ডকুমেন্ট তৈরি করে সমিতির ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সমিতির সকল প্রকার প্রকাশনা প্রিন্ট, মুদ্রণ এবং যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।*** খ. কোন সংশোধনী নেই। গ. ***সংগঠনের উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কোন প্রকাশনা যেমন-***

নিশ্চিত করা। গ. সংগঠনের উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কোন প্রকাশনা/উপাত্ত/উংঃবৎহ খরনৎধৎরধহ/স্মরণিকা ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে উক্ত পরিকল্পনা কাউন্সিলে অনুমোদন করিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল সংগঠন নিশ্চিত করা।	*উপাত্ত/**Estern Librarian**/স্মরণিকা ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যাগ ও যথাযথ পালন করা।* ঘ. *কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত অন্য যে কোন কাজ সম্পাদন করা। (নতুন সংযুক্ত)*
	১৬.৮ *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক (নতুন নম্বর সংযুক্ত হবে)* ক. *সকল ধরনের খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।* খ. *গ্রন্থমেলাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।* গ. *কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত অন্য যে কোনো কাজ সম্পাদন করা।* ঘ. *সামাজিক ও জনকল্যাণ মূলক কাজের উদ্যোগ ও সমন্বয় সঠিক করা।*
১৬.৮ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক-এর দায়িত্ব এবং কর্তব্যঃ সমিতির সকল মহিলা সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর রাখা এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মহিলা সদস্যদের আহ্বানে বিভিন্ন অফিস আদালতে বক্তব্য রাখা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং পেশাজীবীদের উন্নয়নে সহায়তা করা।	১৬.৮ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ক. *সমিতির সকল মহিলা সদস্যদের স্বার্থ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর রাখা এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।* খ. *মহিলা সদস্যদের আহ্বানে বিভিন্ন অফিস আদালতে বক্তব্য রাখা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং পেশাজীবীদের উন্নয়নে সহায়তা করা।* গ. *মহিলা পেশাজীবীদের মধ্য হতে সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা।* ঘ. *কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত অন্য যে কোনো কাজ সম্পাদন করা।*
১৬.৯ কাউন্সিলর/উপদেষ্টাবৃন্দ ক. সভাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং গঠনমূলক প্রস্তাব ও সুপারিশের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করা। খ. কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের উপ-কমিটির সদস্য/ সদস্যসচিব বা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। গ. বিভাগীয় কাউন্সিলের বিভিন্ন বিভাগ বা জেলায় সমিতির অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটে কেন্দ্রীয় সমিতির মূল প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। কাউন্সিলের	১৬.৯ কাউন্সিলর *(কেন্দ্রিয়)* ক. সভাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং গঠনমূলক প্রস্তাব ও সুপারিশের মাধ্যমে সতির সমিতির কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করা। খ. কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের উপ-কমিটির সদস্য/ সদস্যসচিব বা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। গ. *কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত অন্য যে কোনো কাজ সম্পাদন করা।*

অনুমোদন ব্যতিরেকে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম কেন্দ্রের নিকট অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।	
	১৬.১০ *কাউন্সিলর (বিভাগীয়)* *ক. বিভাগীয় কাউন্সিলর ল্যাব এর প্রতিনিধি হিসেবে পদাধিকারবলে বিভাগীয় কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।* *খ. জেলা সমিতির কোন কার্যক্রম ল্যাব এর গঠনতন্ত্র পরিপন্থি প্রতিয়মান হলে কেন্দ্রিয় কাউন্সিলকে অবহিত করবেন।* *গ. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা কমিটির কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন না হলে তিনি উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং কেন্দ্রকে তা অবহিত করবেন।* *ঘ. বিভিন্ন বিভাগ বা জেলায় সমিতির অনুমোদনক্রমে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট কেন্দ্রিয় সমিতির মূল প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।* *ঙ. বিভাগের অধীনস্থ জেলা কমিটিগুলোকে বিভাগীয় সভাপতি তত্ত্বাবধান করবেন।* *চ. কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ও আরোপিত অন্য কোন কাজ সম্পাদন করা।* *(নতুন সংযুক্ত হবে)*
	১৭. *উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য* *গঠনতন্ত্রের ৯.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপ:* *ক. সমিতির উন্নয়ন তথা দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারিকতা পেশার উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান।* *খ. সমিতির কার্যাবলী পরিচালনায় কোন সমস্যা দেখা দিলে সে সমস্যা নিরসনে দিক নির্দেশনা প্রদান।* *গ. উপদেষ্ঠা পরিষদ প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন।* *(নতুন নম্বর সংযুক্ত হবে)*
১৭. **সাধারণ পরিষদ এবং কাউন্সিলের সভাসমূহ** ক. **কাউন্সিল সভা:** অন্ততঃপক্ষে প্রতি দুই মাসে কাউন্সিলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।	*(সংশোধনী প্রস্তাবে ১৭ ধারা নতুন সংযোজন করা হল। ফলে পূর্বের ১৭ ধারা থেকে অর্থাৎ ক্রমিক নং ১৭ কে ১৮ হিসেবে গণনা করা হবে এবং পরবর্তী ধারা থেকে যথাক্রমে গণনা করা হবে)* ১৭. *সাধারণ পরিষদ, কাউন্সিল এবং উপদেষ্টা পরিষদের সভাসমূহ* *ক. কোন সংশোধনী নেই।*

	খ. **সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে মহাসচিব কাউন্সিল এবং সাধারণ পরিষদের সভাসমূহ আয়োজন করবে। কোন ক্ষেত্রে সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী যদি মহাসচিব সভা আয়োজনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে সভাপতি স্বয়ং সকল সদস্যকে নোটিশ দিয়ে সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।** গ. অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে সাধারণ ও কাউন্সিল সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। ঘ. সভাপতির অনুপস্থিতিতে যেকোন একজন সহ-সভাপতি সিনিয়রটির ভিত্তিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। ঙ. যদি সভাপতি ও সকল সহ-সভাপতি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তবে সবচেয়ে সিনিয়র কাউন্সিলর সভায় সভাপতিত্ব করবেন। **চ.** **কোন কাউন্সিলর পরপর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে সদস্যপদ বাতিলের পূর্বে কেন তাঁর সদস্যপদ বাতিল করা হবে না এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে একটি কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে।** **ছ.** **কাউন্সিল সভা আহ্বানের জন্য ০৫ দিন, কাউন্সিলের জরুরী সভা আহ্বানের জন্য ২৪ ঘন্টা ও সাধারণ সভা/বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য ২১ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। বিশেষ জরুরী সভা ফোনে আহ্বান করা যাবে। যেকোন সভার নোটিশ ই-মেইল বা মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে দেওয়া যাবে।**		*খ. কোন সংশোধনী নেই।* *গ. যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সাধারণ সভা আহব্বান করলে সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যাই সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।* *ঘ. কোন সংশোধনী নেই।* *ঙ. কোন সংশোধনী নেই।* *চ. কোন সংশোধনী নেই।* *ছ. কাউন্সিল সভা ও উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বানের জন্য ০৫ দিন, কাউন্সিলের জরুরী সভা আহ্বানের জন্য ২৪ ঘন্টা ও সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য ২১ দিন এবং বিশেষ সাধারণ সভা ১৪ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। যেকোন সভার নোটিশ ই-মেইল বা মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে দেওয়া যাবে, কোন ধরনের হার্ডকপি প্রেরণ করার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।* *ঙ. অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে কাউন্সিল সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে।* *ঝ. বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ ও কাউন্সিল সভার প্রয়োজন হলে অনলাইনে আহবান করা যাবে।* *জ. উপদেষ্টা পরিষদের সাথে কাউন্সিল বছরে অন্তত একটি সভায় মিলিত হবেন। সভাপতির সাথে আলোচনা ক্রমে মহাসচিব উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সমিতির সভাপতি ও মহাসচিব উপস্থিত থাকবেন। কাউন্সিলের অন্য সদস্যগণও উপস্থিত থাকতে পারবেন।*
১৭.১	**সাধারণ সভা:** নির্বাচনত্তোর নবনির্বাচিত কাউন্সিল পরবর্তী বছরে সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করবে। যদি কোন কারণবশত: সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত কাউন্সিলের মেয়াদকালে অন্তত একবার সাধারণ সভা করবে।	১৭.১	*নির্বাচনত্তোর নবনির্বাচিত কাউন্সিল পরবর্তী বছরে সাধারণ সভা করবে। যদি কোন কারণবশত: সম্ভব না হয় তাহলে উক্ত কাউন্সিলের মেয়াদকালে অন্তত একবার সাধারণ সভা করবে। (নতুন সংযুক্ত হবে)*
১৮.	কাউন্সিলের নির্বাচন **ক.** সভাপতি- ১জন, সহ-সভাপতি- ৩জন, মহাসচিব- ১জন, কোষাধ্যক্ষ- ১জন, যুগ্ম-মহাসচিব- ১জন, সাংগঠনিক সম্পাদক- ১ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক- ১জন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক - ১জন, কাউন্সিলর কেন্দ্রীয়- ৫জন, কাউন্সিলর	১৮.	কাউন্সিলের নির্বাচন **ক.** সভাপতি- ১জন, সহ-সভাপতি- ৩জন, মহাসচিব- ১জন, কোষাধ্যক্ষ- ১জন, যুগ্ম-মহাসচিব- ১জন, সাংগঠনিক সম্পাদক- ১ জন, ***আইসিটি, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক- ১জন,সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক-১জন***, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক - ১জন, ***কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়)- ৬জন (৬ জনের মধ্যে ৩জন সাধারণ এবং ১জন***

বিভাগীয়- ৭জন সমিতির আজীবন সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন করা হবে। সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচন করতে হলে উক্ত সদস্যকে ঢাকা মহানগরীর আওতাধীন এলাকায় (সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী এলাকা) বসবাস করতে হবে। এ শর্তে বিগত ২ বছর ঐ ঠিকানায় বসবাস করেছে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। তা ছাড়া সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে কোন স্বীকৃত বিশ্বদ্যিালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম এম. এ ডিগ্রি ব্যতীত কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন না। কাউন্সিলর (বিভাগীয়) পদ বর্তমানে ৭টি তবে ভবিষ্যতে কোন বিভাগ সৃস্টি হলে ঐ বিভাগের জন্য কাউন্সিলর (বিভাগীয়) একটি পদ সৃষ্টি হবে।	*কলেজ, ১জন বিদ্যালয় এবং ১জন মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্ব করবেন), কাউন্সিলর (বিভাগীয়)- ৮জন,* সমিতির আজীবন সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। *তবে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং ষাটোর্দ্ধ কোন ব্যক্তি যিনি চলাচলে অক্ষম তিনি যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান তাহলে প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অগ্রিম পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। অগ্রিম পোস্টাল ব্যালট অবশ্যই নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের পূর্বে প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট ডাকযোগে পৌছাতে হবে। প্রত্যক্ষ প্রদত্ত ভোট গণনা শেষে উক্ত অগ্রিম ব্যালটের ভোট গণনা করা হবে।* *সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ, পদে নির্বাচন করতে হলে উক্ত সদস্যকে ঢাকা মহানগরীর আওতাধীন এলাকায় (সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী এলাকা) কর্মস্থল ও বসবাসকারী হতে হবে। এ শর্তে বিগত ২ বছর ঐ ঠিকানায় বসবাস করেছেন এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।* *সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদে প্রার্থী হতে হলে তাঁর কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম এম. এ ডিগ্রি থাকতে হবে।* বিভাগীয় কাউন্সিলরগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগের আজীবন সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবোনা। এক বিভাগের সদস্যের ভোট অন্য বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা। কাউন্সিলর (বিভাগীয়) পদ বর্তমানে ৮টি। ভবিষ্যতে কোন বিভাগ সৃষ্টি হলে ঐ বিভাগের জন্য কাউন্সিলর (বিভাগীয়) একটি পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হবে।
খ. সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যই ভোট প্রদান করতে পারবেন। তবে কারও যদি বার্ষিক চাঁদা বাকী থাকে, তবে সেটা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে নির্বাচনে ভোট প্রদান করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।	খ. *সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যই ভোট প্রদান করতে পারবেন।*
গ. আজীবন সদস্য ও ভোটাধিকার প্রাপ্ত সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে ল্যাব কাউন্সিল গঠিত হবে। কাউন্সিল হবে জানুয়ারি-ডিসেম্বর মোট ৩ বছর মেয়াদি। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। তিনি কেন্দ্র ও বিভাগীয় পর্যায়ের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর অধীনে প্রতি বিভাগে একজন করে নির্বাচন কর্মকর্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করে একই দিনে সদ্যসদের সরাসরি ভোটে কেন্দ্র ও বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। ঢাকায় অথবা বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে প্রয়োজনে ন্যূনতম ৩০০ (তিনশত) ভোটার আছে এমন জেলা শহরে একই দিনে সদস্যদের সরাসরি ভোটে এই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে নির্বাচন সিডিউল ও আচরণ বিধি তৈরী করে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সর্বত্র প্রচার করতে	গ. *জীবন সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে ল্যাব কাউন্সিল গঠিত হবে। কাউন্সিল হবে ৪ বছর মেয়াদি (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে অবহিত করতে হবে। একই দিনে সদ্যসদের সরাসরি ভোটে বিভাগীয় ও সাংগঠনিক জেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।*

হবে। নির্বাচন কমিশনে ল্যাবের কোন সদস্য থাকতে পারবেন না। **যে কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি নির্বাচিত কাউন্সিল যথা সময়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন তবে অনুর্ধ্ব ১ মাসের মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করে সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে কাউন্সিল সভার মেয়াদ বাড়িয়ে ঐ সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি এ ব্যবস্থা না নিয়ে নির্বাচিত কাউন্সিল অযথা সময় নষ্ট করে তবে সাধারণ সদস্যদের এক পঞ্চমাংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে তলবি সাধারণ সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। ল্যাব কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।**	যে কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি নির্বাচিত কাউন্সিল যথা সময়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন তবে অনুর্ধ্ব ১ মাসের মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করে সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে কাউন্সিল সভার মেয়াদ বাড়িয়ে ঐ সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। যদি এ ব্যবস্থা না নিয়ে নির্বাচিত কাউন্সিল অযথা সময় নষ্ট করে তবে সাধারণ সদস্যদের এক পঞ্চমাংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে তলবি সাধারণ সভায় নির্বাচনের ব্যাপারে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।
ঘ. কাউন্সিলের অফিসের টার্মের সময়সীমা হবে ৩বছর। অফিসিয়াল বছরের ৩য় বছরটি ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হবে। যদি বর্তমান কাউন্সিল পরবর্তী কাউন্সিল নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে হেডকোয়ার্টারে বসবাসকারী সদস্যরা কাউন্সিলের মহাসচিবের আহ্বানে একত্রিত হয়ে পরবর্তী কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং সমিতির বিভিন্ন কার্যাদি পরিচালনা করবেন।	ঘ. *কাউন্সিল হবে ৪ বছর মেয়াদি (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।*
ঙ. তিন বছর ধরে যাঁরা সমিতির অজীবন সদস্য রয়েছেন তাঁরাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।	ঙ. কোন সংশোধনী নেই।
চ. বিভাগীয় কাউন্সিলরগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। অন্য বিভাগের সদস্যদের ভোট তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।	চ. কোন সংশোধনী নেই।
	ছ. *সমিতির কর্তৃক প্রত্যাহৃত বা সদস্য পদ বাতিলকৃত কোনো সদস্য পরবর্তীতে তাঁর সদস্যপদ ফেরত পেলেও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।*
	জ. কোন সংশোধনী নেই।
	ঝ. *একজন সদস্য নির্বাচনে শুধুমাত্র একটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রার্থী হতে পারবেন। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট একটি পদের জন্য প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদর্শনপূর্বক মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করা যাবে। (নতুন সংযুক্ত হবে)*
	১৮.১ *সাংগঠনিক জেলা ও ভোটকেন্দ্র- (নতুন নম্বর সংযুক্ত হবে)* *কাউন্সিল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত জেলাসমূহকে নিয়ে সাংগঠনিক জেলা গঠন করা হল।* *ক. ঢাকা বিভাগ :* *১. ঢাকা (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ)* *২. ফরিদপুর (ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ)* *খ. চট্টগ্রাম বিভাগ :*

	ছ. সমিতি কর্তৃক প্রত্যাহৃত বা সদস্য পদ বাতিলকৃত কোন সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। জ. কোন ব্যক্তি নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন যদি তিনি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত, দোষী সাব্যস্ত হন, অপ্রকৃতিস্থ হন, সংগঠন, গঠনতন্ত্র ও পেশার পরিপন্থী কোন কাজ করেন অথবা নৈতিকস্খলনজনিত কারণে দোষী সাব্যস্ত হন।		*১. চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী)* *২. কুমিল্লা (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর)* *গ. রাজশাহী বিভাগ:* *১. রাজশাহী (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর)* *২. পাবনা (পাবনা ও সিরাজগঞ্জ)* *৩. বগুড়া (বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ)* *ঘ. খুলনা বিভাগ :* *১. খুলনা (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা)* *২. যশোর (যশোর, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদাহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর)* *ঙ. বরিশাল বিভাগ :* *১. বরিশাল (বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠী, ভোলা)* *চ. সিলেট বিভাগ :* *১. সিলেট (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ)* *ছ. রংপুর বিভাগ :* *১. রংপুর (রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম)* *২. দিনাজপুর (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী)* *জ. ময়মনসিংহ বিভাগ :* *১. ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর)* **সাংগঠনিক জেলা বলতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের উল্লিখিত জেলাসমূহকে বুঝানো হবে। প্রতিটি সাংগঠনিক জেলায় একটি করে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। তবে প্রতি সাংগঠনিক জেলায় (যতগুলো জেলা নিয়ে গঠিত) সর্বমোট কমপক্ষে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ)) ভোটার থাকতে হবে অন্যথায় বিভাগীয় শহরেও ভোট হবে।*
১৯.	আর্থিক এবং অন্যান্য লেনদেন ক. সমিতির আয় এবং এর সকল সম্পদ সম্পূর্ণরূপে সমিতির	১৯.	*আর্থিক ক্ষমতা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম* ক. ***সমিতির সকল*** আয় এবং সম্পদ সম্পূর্ণরূপে সমিতির ***লক্ষ্য*** ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজে লাগবে এবং ফলে এর কোনো অংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডিভিডেন্ড রূপে লাভ বা বোনাস ইত্যাদি খাতে কোনো সদস্যের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। খ. সমিতির যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যে কোন সদস্য বা ব্যক্তি বা সমিতির যে কোন একজন কর্মচারীকে ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা দেয়া হবে। গ. কাউন্সিল বা সাধারণ পরিষদের কোনো সদস্যকেই সমিতির বেতন ভিত্তিক কর্মকর্তা/ কর্মচারী হিসেবে অফিসে নিয়োগ করা যাবে না। কোনো সদস্যকে কোনো প্রকার সম্মানী বা মাসোহারা দেয়া হবে না। তবে কোর্স পরিচালনা বা প্রশিক্ষণ, "হিসাব রক্ষণ/অডিট কার্য তদারকির" ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাজের জন্য সম্মানীভাতা প্রদান করা যাবে। ঘ. **ঢাকায় অবস্থিত কোন একটি নির্ধারিত ব্যাংকে "জেনারেল ফান্ড, লাইব্রেরি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ" নামে মুনাফা ভিত্তিতে একাউন্টে সমিতির ফান্ড, ট্রেনিং কোর্স ফান্ড, ইত্যাদিও একই একাউন্টে জমা রাখা হবে। সভাপতি, মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ একত্রিতভাবে সাধারণ ফান্ডের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে মহাসচিবসহ যে কোনো দুজনের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে। কাউন্সিল অন্যান্য ফান্ডের পরিচালক নির্বাচন করবে।**	কাজে ***ব্যবহৃত হবে***। খ. কোনো সংশোধনী নেই। গ. *নির্বাচিত কাউন্সিলের কোন সদস্যকে সমিতির বেতনভিত্তিক কর্মকর্তা/ কর্মচারী হিসেবে অফিসে নিয়োগ করা যাবে না। তবে কোর্স পরিচালনা বা প্রশিক্ষণ, "হিসাব রক্ষণ/অডিট কার্য তদারকির" ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাজের জন্য সম্মানীভাতা প্রদান করা যাবে।* ঘ. *ল্যাব-এর প্রধান কার্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কোনো তফসিলি ব্যাংকে "জেনারেল ফান্ড, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি"* নামে মুনাফা ভিত্তিক একটি ***সঞ্চয়ী হিসাব থাকবে। উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে সমিতির সকল আয়ব্যয় পরিচালিত হবে। তবে, সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল, ল্যাব-এম এস খান ফাউন্ডেশন, ল্যাব প্রকাশনা*** ফান্ড, ***ট্রেনিং কোর্স ফান্ড ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে পৃথক হিসাব খোলা যাবে। সকল হিসাব সভাপতি, মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে মহাসচিবসহ যে কোনো দু'জনের যৌথ স্বাক্ষরে লেনদেন করা যাবে।*** কাউন্সিল অন্যান্য ফান্ডের পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।
	২০. *ল্যাব-এর ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল ও আবাসন সুবিধাঃ (নতুন সংযুক্ত)* ২০.১.*ল্যাব-এর ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল: (নতুন সংযুক্ত)* *ল্যাব-র জীবন সদস্যদের কল্যাণের জন্য একটি আপদকালীন ফান্ড থাকবে। যা কোনো সদস্য দূরারোগ্য ব্যাধিতে (ক্যান্সার, কিডনি ডায়ালাইসিস, ওপেনহার্ট সার্জারি ও ব্রেন স্ট্রোক) আক্রান্ত হলে, মারাত্মক দূর্ঘটনায় পড়ে শারীরিক অঙ্গহানী হলে চিকিৎসা বাবদ এককালীন এবং মৃত্যুর পর নিম্নোক্ত শর্তে তার বৈধ ওয়ারিশগণ অর্থ সহায়তা পাবেন।* ক. *সাধারণ কল্যাণ তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সমিতির জীবন সদস্যগণ নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রতীমাসে ২০০ (দুইশত) টাকা করে জমা দিবেন। সদস্য ফরমে নমিনির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।*

	খ. সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলের একটি আলাদা ব্যাংক হিসাব থাকবে। উক্ত ব্যাংক হিসাব সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হবে। সদস্যগণ সরাসরি/অনলাইনে তার চাঁদার টাকা জমা দিতে পারবেন। গ. সমিতির প্রয়োজনে কোনক্রমেই এই টাকা উত্তোলণ বা ব্যয় করা যাবে না। ঘ. সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত কোনো সদস্য উল্লেখিত দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ও মারাত্মক দূর্ঘটনায় পতিত হলে চিকিৎসা বাবদ এককালীন ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পাবেন। একজন সদস্য তার জীবদ্দশায় একবারই এ সুবিধা পাবেন। ঙ. কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য বিরতিহীনভাবে চাঁদা প্রদান করে থাকলে মৃত্যুর পর তার জমাকৃত অর্থের ৪ গুণ টাকা এককালীন তার ওয়ারিশগণ প্রাপ্ত হবেন। কোনোক্রমেই কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ মৃত্যুর আগে উত্তোলণ করা যাবে না। চ. সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত না হলে ল্যাব-এর কোনো আজীবন সদস্য সাধারণ কল্যাণ তহবিলের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন না। ছ. ল্যাবএর জীবন সদস্য ছাড়া কেউ সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। জ. ল্যাব-এর জীবন সদস্য যাঁরা পেশায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করেছেন তাদেরকে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকালীন সময়ে সম্মানীত করা হবে। ঝ. ল্যাব-এর জীবন সদস্য সন্তানদের এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে। ঞ. ল্যাব-র জীবন সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অসুস্থ্যকালীন সময়ে পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের সুবিধা থাকবে। ২০.২ ল্যাব-এর আবাসন সুবিধা: (নতুন সংযুক্ত) ল্যাব-এর জীবন সদস্যদের আত্মিক, আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাবলয় তৈরীর নিমিত্তে ঢাকা জেলার মধ্যে একটি আবাসন সুবিধা (লাইব্রেরিয়ানস পল্লী) তৈরীর কর্মসূচি গ্রহন করা হবে। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি নীতিমালা এবং কাউন্সিল কর্তৃক মনোনিত একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে।
২০. ফান্ডের উৎস ক. সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য গৃহীত চাঁদা।	২০. সমিতির আয়ের খাত ক. কোন সংশোধনী নেই ।

খ. সমিতির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সকল ধরনের সম্পদ গ্রহণ এবং খরচ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট- এর আওতায় পরিচালিত হবে। গ. সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট- এর আওতায় দেশ এবং বিদেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হবে। ঘ. যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ হতে বাই-লেটারেল এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে সমিতি অনুদানসহ ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ঙ. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লটারির মাধ্যমে সমিতির অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। চ. সাধারণ সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের জন্য গৃহীত রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি এবং সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুদান গ্রহণ করা যাবে।	*খ. সমিতির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের আয় থেকে গৃহীত অর্থ।* গ. কোন সংশোধনী নেই। ঘ. *বাংলাদেশ সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ হতে বাই-লেটারেল এগ্রিমেন্টের (দ্বিপাক্ষিক চুক্তিস্বাক্ষর) ভিত্তিতে অনুদান গ্রহণ করতে পারবে।* ঙ. কোন সংশোধনী নেই। চ. সাধারণ সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের জন্য গৃহীত রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য ফি এবং ***অনুদান কাউন্সিলের*** অনুমোদনক্রমে গ্রহণ করা যাবে।
	২১. *সমিতি ও সদস্যের ব্যাক্তিত্ব চরিত্র ও সম্মান সংরক্ষণ (নতুন সংযুক্ত হবে)* *সমিতির এবং সমিতির সদস্যগণের আত্মমর্যাদা, সম্মান ও মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে নিম্ন লিখিত নীতিমালা সকলকে অনুসরণ করতে হবে-* ২১.১ *সমিতির সদস্যবৃন্দের ব্যাক্তিত্ব চরিত্র ও সম্মান সংরক্ষণে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।* ২১.২ *সমিতির কোন সদস্য অন্য সদস্যের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (যেমন- ফেইসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইমেইল, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ম্যাসেঞ্জের, ব্লগ, ভিপ, মোবাইল ম্যাসেজ ইত্যাদি) ব্যাক্তিত্ব, অশালীন, চরিত্রহনন করে কুরুচিপূর্ণ/বিব্রতকর ভাষায় মানহানিকর মন্তব্য বা কটাক্ষ করতে পারবেন না।* ২১.৩ *কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত/পেশাগত বিষয়ে অসম্মান করে এমন কোনো মন্তব্য করা যাবে না যাতে সমিতির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।* ২১.৪ *দেশি/বিদেশি যে কোনো গ্রন্থাগার পেশাজীবী সম্পর্কে আক্রমনাত্মক, বিব্রতকর ও অসম্মানজনক কোনো মন্তব্য করা যাবে না যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐ পেশাজীবীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।* ২১.৫ *সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমিতির এবং গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবী সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য বা গুজব ছড়ানো যাবে না।* ২১.৬ *কোন ধরণের অশালীন ভাব বা ভাষা সম্বলিত এবং সার্বভৌমত্ব বিরোধী, জাতীগত*

			বিদ্বেষ বা ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে এমন বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। ২১.৭ *বর্ণিত নীতিমালা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে কাউন্সিল সমিতির গঠনতন্ত্রের ২২ ধারা মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।*
২১.	গঠনতন্ত্র সংশোধন ক. গঠনতন্ত্র সংশোধন বা সংস্করণের জন্য কাউন্সিলের মাধ্যমে সাধারণ সভায় উপস্থাপনের পর 'হ্যাঁ' ও 'না' ভোটে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন/ সংশোধন করা যাবে। এক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও বিয়োজন প্রয়োজন হলে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে মহাসচিবের নিকট সংশোধনী প্রস্তাব পাঠাতে হবে। সংশোধনী প্রস্তাব যাচাই বাছাই করার জন্য মহাসচিব কাউন্সিলে পেশ করবেন। কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশোধনীগুলো বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, যেসব সংশোধনী কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হবে না সেসব সংশোধনীর উপর প্রস্তাবকারী সদস্যকে ২ মিনিট করে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া হবে। অত:পর উক্ত সংশোধনীটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়েছে মর্মে পরিগণিত হবে। খ. ২১.ক উপধারা মত গঠনতন্ত্র সংশোধন করা।	২১.	গঠনতন্ত্র সংশোধন ক. *গঠনতন্ত্রের কোন ধারা পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা সাধারণ পরিষদের যে কোনো জীবন সদস্য তাঁর স্বাক্ষরিত প্রস্তাব লিখিত আকারে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের মহাসচিব বরাবর প্রেরণ করবেন।* সংশোধনী প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করার জন্য মহাসচিব কাউন্সিলে পেশ করবেন। কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশোধনীগুলো বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপিত হবে। গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য কাউন্সিলের মাধ্যমে সাধারণ সভায় উপস্থাপনের পর ***উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের*** 'হ্যাঁ' ও 'না' ভোটে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন/সংশোধন করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, যেসব সংশোধনী কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হবে না সেসব সংশোধনীর উপর প্রস্তাবকারী সদস্যকে ২ মিনিট করে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া হবে। অত:পর উক্ত সংশোধনীটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়েছে মর্মে পরিগণিত হবে। খ. কোন সংশোধনী নেই।
২২.	পেশাগত মূল্যবোধ এবং নিয়ম-নীতিমূলক কার্যাদি ক. সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমিতির সকল সদস্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে অথবা কোন সদস্য সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজে জড়িয়ে পড়লে আর তা যদি তদন্তের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তবে কাউন্সিল সভায় পেশ করতে হবে এবং ল্যাব কাউন্সিল-এর সিদ্ধান্তক্রমে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ঐ সদস্যের নিকট থেকে লিখিত রিপোর্ট ও মৌখিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে । সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে	২২.	*সদস্যপদ বাতিল ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা* ক. *সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রাখতে যে কোনো সদস্য গঠনতন্ত্রের ২১ ধারায় উল্লেখিত নীতিমালার পরিপন্থি কোন কাজে যুক্ত থাকলে অথবা অভিযোগ পাওয়া গেলে অথবা কোনো সদস্য সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং তা যদি দৃশ্যমান হয়, তাহলে তার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ অনূন্য তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। তদন্ত কমিটি উক্ত বিষয়ে তদন্তের প্রেক্ষিতে সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট সদস্যের লিখিত জবাব, স্বার্থের পরিপন্থি কাজের প্রমানকসহ কাউন্সিল সভায় বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করবেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হলে ল্যাব*

আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তাকে সমিতি থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। তবে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করা যেতে পারে। খ. সাধারণ পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত রেয়াত ও প্রয়োগের সকল ক্ষমতা সাধারণ পরিষদ সংরক্ষণ করে।	*কাউন্সিল-এর সিদ্ধান্তক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত জবাব ও মৌখিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করা হবে।* *খ. কোনো সদস্য অপ্রকৃতিস্থ অথবা বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য আদালত কর্তৃক ফৌজদারি আইনে সাজাপ্রাপ্ত হলে তার সদস্যপদ বাতিল করা হবে।* *গ. ল্যাব কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদ রেয়াত বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। (নতুন সংযুক্ত হবে)*
	২৩. *আইনী সহায়তা সেল (নতুন সংযুক্ত)* *সমিতির একটি আইনী সহায়তা সেল থাকবে। এই সেল সমিতির পেশাগত সার্বিক বিষয়ে আইনী পরামর্শ প্রদান করবেন। বিদ্যমান কাউন্সিল কর্তৃক তার মেয়াদকালের জন্য একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীকে আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন।*
২৩. পদত্যাগ কোন সদস্য যদি পদত্যাগ করতে চায় তবে তাকে মহাসচিবের বরাবরে লিখিত আকারে আবেদন করতে হবে। মহাসচিবের নিজের ক্ষেত্রে সভাপতির নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করতে হবে। পদত্যাগপত্র যদি গৃহীত/অনুমোদিত হয় তবে অনুমোদনের দিন হতে সেটা কার্যকর হবে অথবা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ অনুমোদিত হবে। যদি সভাপতি নিজে পদত্যাগপত্র পেশ করেন, তবে মহাসচিব কাউন্সিল সদস্যদের মাঝে তা বিতরণ করবেন এবং পরবর্তী কাউন্সিল এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	২৩. পদত্যাগ *কোন সদস্য যদি পদত্যাগ করতে চায় তবে তাকে মহাসচিব বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে। মহাসচিবের পদত্যাগের ক্ষেত্রে সভাপতির নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করতে হবে। পদত্যাগপত্র যদি গৃহীত/অনুমোদিত হয়, তবে অনুমোদনের দিন হতে সেটা কার্যকর হবে অথবা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে অনুমোদিত হবে। যদি সভাপতি নিজে পদত্যাগপত্র পেশ করেন, তবে মহাসচিব কাউন্সিল সদস্যদের মাঝে তা বিতরণ করবেন এবং পরবর্তী কাউন্সিল এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।*
২৪. বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি উপবিধি/নীতিমালা ক. সমিতি বিভাগীয়/জেলা সমিতি পরিচালনার উদ্দেশ্য একটি সাংগঠনিক নীতিমালা প্রণয়ন করবে তবে প্রণীত নীতিমালা মূল	**২৪. বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি উপবিধি/নীতিমালা** *ক. সমিতির বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা সমিতির পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সাংগঠনিক উপবিধি/নীতিমালা প্রণয়ন করবে; তবে প্রণীত উপবিধি/নীতিমালা মূল গঠনতন্ত্রের*

গঠনতন্ত্রের সাথে কোন ক্রমেই সাংঘর্ষিক হবে না। খ. বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও পেশার পথিকৃৎ মোহাম্মদ সিদ্দিক খান (এম.এস.খান) এর জন্মদিবস ২১ মার্চ ১৯১০, এই ২১ মার্চকে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিবছর **গ্রন্থাগার দিবস** হিসেবে পালন করবে এবং এম.এস. খানের স্মৃতি সংরক্ষণে গঠিত ল্যাব - এম.এস.খান ফাউন্ডেশন নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে।	*সাথে কোনক্রমেই সাংঘর্ষিক হবে না।* *খ. বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা ও পেশার পথিকৃৎ মরহুম মোহাম্মদ সিদ্দিক খান (এম.এস.খান)-এর জন্মদিবস ২১ মার্চ ১৯১০, এই ২১ মার্চকে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতি বছর শ্রদ্ধার সাথে পালন করবে এবং এম.এস. খানের স্মৃতি সংরক্ষণে গঠিত 'ল্যাব-এম.এস.খান ফাউন্ডেশন' -এর নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে।* *গ. সমিতি প্রতি বছর সরকার ঘোষিত ৫ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করবে। (নতুন সংযুক্ত)*
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি উপবিধি **By Laws of LAB** **বিভাগীয়/জেলা সমিতির পরিচালনা বিধি/নীতিমালা**	***বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি উপবিধি*** ***বিভাগ/জেলা/উপজেলা সমিতির পরিচালনা উপবিধি/নীতিমালা***
ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি/Library Association of Bangladesh (LAB) এর গঠনতন্ত্রের ২৪ (খ) অনুযায়ী ল্যাব এর আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ/জেলা পর্যায়ে সংগঠন/সমিতি পরিচালনার জন্য এই সাধারণ বিধি/নীতিমালা জারী করা হলো।	*ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি /* ***Library Association of Bangladesh (LAB)*** *এর গঠনতন্ত্রের ২৪ (খ) অনুযায়ী ল্যাবএর আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সংগঠন/সমিতি পরিচালনার জন্য এই সাধারণ উপবিধি/নীতিমালা জারী করা হলো।*
১. **নাম** : বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, ... (সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলার নাম)।	১. কোন সংশোধনী নেই।
২. **কার্যালয়** :	২. কোন সংশোধনী নেই।
৩. **অফিস কার্যক্রম** : বর্ষপঞ্জী অনুসারে গণনা হবে।	৩. কোন সংশোধনী নেই ।

৪	**লক্ষ্য/উদ্দেশ্য** : ক) বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির (LAB) গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেসমূহের অনুরূপ। খ) থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সমিতির ইউনিট সংগঠনের উদ্যোগে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার আলো জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা। গ মাঠ পর্যায়ে ল্যাব এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	৪	**লক্ষ্য/উদ্দেশ্য** : ক) কোন সংশোধনী নেই । খ) উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে ল্যাবএর ইউনিট সংগঠনের উদ্যোগে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার আলো জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা। গ) কোন সংশোধনী নেই ।
৫.	**সমিতির সদস্য পদ ঃ** স্থানীয় সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং সমিতির গঠনতন্ত্র মেনে চলার শর্তে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে নিম্নবর্ণিত ধরনের সদস্য হওয়া যাবে: ক) **পৃষ্ঠপোষক সদস্যঃ** সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলার যে কোন দানশীল ব্যক্তি সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জমি, দালান কোঠা, আসবাবপত্র, বই অনুদান প্রভৃতি বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করলে তিনি পৃষ্ঠপোষক সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে তাঁর ভোটাধিকার থাকবে না। খ) **প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যঃ** কোন লাইব্রেরি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমিতির গঠনতন্ত্র মেনে চলার শর্তে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন এবং অনুদান/চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হতে পারবেন। গ) **সাধারণ সদস্যঃ** সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলার অধিবাসী অথবা অন্য জেলার অধিবাসী সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত হলে এবং তিনি যদি কোন সরকার স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা, স্নাতক (সম্মান), এম.এ বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারী এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক (পাস) কোর্স ডিগ্রিধারী হন তবে তিনি ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা চাঁদা পরিশোধ করে স্থানীয় কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সমিতির এবং সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবেন। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাস যাঁরা ইতিমধ্যে তিন বৎসর লাইব্রেরিতে চাকরি করেছেন তাঁরাও সাধারণ সদস্য হতে	৫.	**কোন সংশোধনী নেই।** ক) **পৃষ্ঠপোষক সদস্যঃ** সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলা/***উপজেলার*** যে কোন দানশীল ব্যক্তি সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জমি, দালান কোঠা, আসবাবপত্র, বই অনুদান প্রভৃতি বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করলে তিনি পৃষ্ঠপোষক সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে তাঁর ভোটাধিকার থাকবে না। খ) **কোন সংশোধনী নেই ।** গ) **বিলুপ্ত।** ঘ) **জীবন সদস্য ঃ** ***সরকার স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে স্নাতক***

	পারবেন। তবে সাধারণ সদস্যগণ শুধু ভোটাধিকারের সুযোগ পাবেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। ঘ) **আজীবন সদস্যঃ** সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলার যে কোন নাগরিক তিনি যদি কোন সরকার স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা, স্নাতক (সম্মান), এম.এ বা পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারী এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক (পাস) কোর্স ডিগ্রিধারী হন তবে তিনি ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা চাঁদা পরিশোধ করে স্থানীয় কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সমিতির আজীবন সদস্য হতে পারবেন। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাস যাঁরা ইতিমধ্যে তিন বৎসর লাইব্রেরিতে চাকরি করেছেন তাঁরাও আজীবন সদস্য হতে পারবেন।		*(সম্মান), স্নাতকোত্তর, এম.ফিল, পি.এইচ.ডি, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়সহ স্নাতক (পাস কোর্স), ডিপ্লোমা এবং যাঁরা সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করেছেন তাঁরা ২০০০ (দুই হাজার) টাকা এককালীন চাঁদা পরিশোধ করে কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সমিতির আজীবন সদস্য হতে পারবেন। তবে সার্টিফিকেট কোর্সধারীদের জন্য সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে তিন বৎসরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।* ঙ) *ল্যাবএর জীবন সদস্য হলে উক্ত সদস্য কেন্দ্রিয়/ বিভাগ/জেলা/উপজেলা সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং সকলক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, আদালাভাবে কেন্দ্রিয়/ বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কোন সদস্য/ভোটার হওয়ার প্রয়োজন নেই।* চ) *ইতিপূর্বে যে সকল সদস্যগণ শুধুমাত্র বিভাগীয়/জেলা সমিতির সদস্যপদ লাভ করেছেন, সে সকল সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলা কমিটির সভাপতির সুপারিশক্রমে বিভাগীয়/জেলা সমিতির সদস্যপদ বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফি জমা দিয়ে ল্যাবের আজীবন সদস্য হতে পারবেন। (নতুন সংযুক্ত)*
ঙ)	বিভাগীয় বা জেলা সমিতির সদস্য হতে হলে তাঁকে একই সাথে কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।		
৬.	সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ পরিষদ এবং একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে।	৬.	***ল্যাব-এর*** কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ পরিষদ এবং একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে।
৭.	**সাধারণ পরিষদঃ** সমিতির আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।	৭.	**কোন সংশোধনী নেই ।**
৮.	**সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ** ক) সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা। খ) সমিতির কার্যক্রমের উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ভূত কোন পরিস্থিতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। গ) যে কোন জরুরী পরিস্থিতির কারণে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে সাধারণ সভা আহবান, কার্যনির্বাহীপরিষদ বাতিল, পরবর্তী নির্বাচন পরিচালনা করা এবং সাময়িকভাবে সমিতির	৮.	**সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ** ক) কোনো সংশোধনী নেই। খ) কোন সংশোধনী নেই।। গ) কোন সংশোধনী নেই ।

কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।	
৯. কার্যনির্বাহী পরিষদঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি, এম. এ বা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী এবং সমিতির আজীবন সদস্য এমন ব্যক্তিদের মধ্য হতে সদস্যদের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে নিম্নরূপ একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। তবে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম এম. এ ডিগ্রি ব্যতীত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। ক) সভাপতি (বিভাগীয় কাউন্সিলর পদাধিকারবলে বিভাগীয় সমিতির সভাপতি থাকবেন, জেলা সমিতির ক্ষেত্রে সভাপতিসহ অন্যান্য পদে নির্বাচন হবে।) — ১ জন খ) সহ সভাপতি — ২ জন গ) সাধারণ সম্পাদক — ১ জন ঘ) কেষাধ্যক্ষ — ১ জন ঙ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক — ১ জন চ) সাংগঠনিক সম্পাদক — ১ জন ছ) প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক — ১ জন জ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক — ১ জন ঝ) কার্যনির্বাহী সদস্য — ৬জন ঞ) বিভাগীয় সমিতির ক্ষেত্রে অধিভুক্ত জেলা সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে) সদস্য হবেন। চ) জেলা সমিতির ক্ষেত্রে অধিভুক্ত উপজেলা সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে) সদস্য হবেন।	**৯. কার্যনির্বাহী পরিষদ:** *সমিতির আজীবন সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচনের মাধ্যমে নিম্নরূপ বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।* *৯.১ কার্যনির্বাহী পরিষদ (বিভাগ) : (নতুন সংযুক্ত)* *ক) সভাপতি — ১ জন* *(বিভাগীয় কাউন্সিলর পদাধিকারবলে বিভাগীয় সমিতির সভাপতি থাকবেন, অন্যান্য পদে নির্বাচন হবে।)* *খ) সহ সভাপতি — ২ জন* *গ) সাধারণ সম্পাদক — ১ জন* *ঘ) কেষাধ্যক্ষ — ১ জন* *ঙ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক — ১ জন* *চ) সাংগঠনিক সম্পাদক — ১ জন* *ছ) প্রচার, প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক — ১ জন* *জ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক — ১ জন* *ঝ) বিভাগীয় সমিতির ক্ষেত্রে অধিভুক্ত জেলা সমিতির সভাপতি (পদাধিকারবলে) সদস্য হবেন।* *তবে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম এম. এ ডিগ্রি ব্যতীত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।* *৯.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ (জেলা) : (নতুন সংযুক্ত)* *ক) সভাপতি — ১ জন* *খ) সহ সভাপতি — ১ জন* *গ) সাধারণ সম্পাদক — ১ জন* *ঘ) কোষাধ্যক্ষ — ১ জন* *ঙ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক — ১ জন* *চ) সাংগঠনিক সম্পাদক — ১ জন* *ছ) প্রচার, প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক — ১ জন* *জ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক — ১ জন* *ঝ) কার্যনির্বাহী সদস্য — ১ জন* *ঞ) জেলা সমিতির ক্ষেত্রে অধিভুক্ত উপজেলা সমিতির সভাপতি (পদাধিকারবলে) সদস্য হবেন।* **বিভাগীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি (পদাধিকারবলে) আওতাধীন প্রতিটি জেলার উপদেষ্টা*

			হিসেবে গণ্য হবেন। *৯.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ (উপজেলা) : (নতুন সংযুক্ত)* *ক) সভাপতি ১ জন* *খ) সহ সভাপতি ১ জন* *গ) সাধারণ সম্পাদক ১ জন* *ঘ) কোষাধ্যক্ষ ১ জন* *ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন* *চ) কার্যনির্বাহী সদস্য (১জন মহিলা) ২ জন* **জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি (পদাধিকারবলে) আওতাধীন প্রতিটি উপজেলার উপদেষ্টা হিসেবে গণ্য হবেন।*
১০.	**কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ** সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রেখে কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নে বর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ পালন করবে: ক) নির্বাচনোত্তর কার্যনির্বাহী পরিষদ ল্যাব কাউন্সিলের স্বীকৃতি গ্রহণ করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় সংগঠন ও স্থানীয় সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তাবায়নের শপথ গ্রহণ করা। খ) সমিতির যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করা। গ) সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন করা। ঘ) সমিতির তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী নিরীক্ষণ করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা। ঙ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন ও বিশেষ সম্মেলন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করা। চ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা।	১০.	**কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও *কার্যাবলী:*** ***সমিতির*** লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রেখে কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নে বর্ণিত ক্ষমতা, দায়িত্ব ও **কার্যাবলী** পালন করবে: ক) সমিতির যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করা। খ) সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন করা। গ) ***সমিতির*** তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণী নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা। ঘ) কোন সংশোধনী নেই। ঙ) সাধারণ পরিষদের বার্ষিক ***সাধারণ সভা*** ও বিশেষ ***সাধারণ সভা*** এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করা। চ) কোন সংশোধনী নেই। ছ) কোন সংশোধনী নেই। জ) ***প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন*** কমিটি ও উপকমিটি ***গঠন*** করা।

ছ) সময়মতো কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং শূন্যপদের দায়িত্ব অর্পণ করা।

জ) বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিটি, উপ-কমিটি করা।

ঝ) থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে গ্রন্থাগার সমিতি গঠনে উৎসাহ এবং নির্দেশনা প্রদান এবং অনুমোদনের মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

ঞ) কোন শাখা সমিতির কার্যক্রম বিতর্কিত বা সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী হলে অনুমোদন বাতিল করা।

ট) গ্রন্থাগারিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা।

ঠ) ল্যাব কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট/ স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিগ্রি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ড) সমিতির নিয়ন্ত্রণে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার ইন্সটিটিউট গড়ে তোলার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সেই সাথে ছাত্র শিক্ষক ও অফিসারদের গ্রন্থাগার সেবার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের অধিকতর সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া।

ঢ) সমিতির কার্যক্রম, সমিতির অফিস, লাইব্রেরি ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ণ) সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণ করা।

ত) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করা।

থ) প্রতি বছর সমিতির নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনসহ বার্ষিক কার্যবিবরণী বিভাগীয় কাউন্সিলরের মাধ্যমে ল্যাব মহাসচিব

ঝ) ***তৃণমূল পর্যায়ে ল্যাবএর এবং গ্রন্থাগার সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।***

ঞ) কোন সংশোধনী নেই।

ট) গ্রন্থাগার ***পেশাজীবীদের*** জন্য ***বিভিন্ন*** প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের ***আয়োজন*** করা।

ঠ) ***ল্যাব-এর কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা।***

ড) ***ল্যাবএর নিয়ন্ত্রণে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক গ্রন্থাগার ইন্সটিটিউট গড়ে তোলার মাধ্যমে পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রন্থাগার সেবার মান নিশ্চিতকরণের জন্য দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।***

ঢ) সমিতির অফিস, লাইব্রেরি, সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ণ) সমিতির বেতনভুক্ত কর্মচারিদের নিয়োগ ও অপসারণ করা।

ত) প্রতি বছর বিভাগ/জেলা/উপজেলার নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনসহ বার্ষিক কার্যবিবরণী বিভাগীয় কাউন্সিলরের মাধ্যমে ল্যাব মহাসচিব বরাবরে প্রেরণ করা।

থ) ***ল্যাবএর জেলা ও উপজেলা কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা কমিটি জেলা কমিটির সুপারিশ এবং জেলা কমিটি বিভাগীয় কমিটির সুপারিশসহ কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে ল্যাবএর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আবেদন করতে পারবেন।***

	বরাবরে প্রেরণ করা।		
১১.	**ল্যাবের বিভাগীয় কাউন্সিলরের ভূমিকা:** ক) বিভাগীয় কাউন্সিলর ল্যাবের প্রতিনিধি হিসাবে পদাধিকারবলে বিভাগীয় সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। বিভাগীয় সমিতির সভাপতি পদে কোন নির্বাচন প্রয়োজন নেই। জেলা সমিতির ক্ষেত্রে সভাপতিসহ অন্যান্য পদে নির্বাচন হবে। খ) বিভাগীয়/জেলা সমিতির কোনো কার্যক্রম LAB এর গঠনতন্ত্র পরিপন্থী প্রতীয়মান হলে কেন্দ্রীয় LAB কাউন্সিলকে অবহিত করবেন। গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন না হলে উপদেষ্টা হিসেবে তিনি কেন্দ্রকে অবহিত করবেন। ঘ) বিলুপ্ত	১১.	***ল্যাব-এর বিভাগ/জেলা/উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের ভূমিকা:*** ***ক)*** বিভাগীয় কাউন্সিলর ***ল্যাব-র*** প্রতিনিধি হিসাবে পদাধিকারবলে বিভাগীয় ***সমিতির*** সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। বিভাগীয় কার্যনিবাহী পরিষদের সভাপতি পদে কোন নির্বাচন হবে না। ***জেলা ও উপজেলা সমিতির*** ক্ষেত্রে সভাপতিসহ অন্যান্য পদে নির্বাচন হবে। খ) ***বিভাগ/জেলা/উপজেলা সমিতির কোনো কার্যক্রম ল্যাবএর*** গঠনতন্ত্র পরিপন্থী প্রতীয়মান হলে কেন্দ্রিয় কার্যনিবাহী পরিষদকে জানাতে হবে। *গ)* নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ***জেলা/উপজেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের*** নির্বাচন না হলে বিভাগীয় কাউন্সিলর উপদেষ্টা হিসেবে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি এবং কেন্দ্রকে অবহিত করবেন।
১২.	**সভা:** ক) অন্তত পক্ষে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কার্যনির্বাহী পরিষদের একটি সভা এবং বছরে ৪টি সভা করতে হবে। খ) সম্ভব হলে প্রতি বছর অথবা কমপক্ষে প্রতি ৩ বছরের একবার সাধারণ পরিষদের সভা করতে হবে। গ) সভাপতির সাথে আলোচনা করে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের সভাসমূহ আহ্বান করবেন। কোন ক্ষেত্রে সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক সভা আয়োজন করতে ব্যর্থ হলে সভাপতি স্বয়ং সভা আহ্বান করতে পারবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ উভয় সভাতেই বিভাগীয় কাউন্সিলরকে উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সভার বিজ্ঞপ্তি জারির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে: • সাধারণ পরিষদের সভা - ৩০ (ত্রি	১২.	**সভা:** ক) অন্তত পক্ষে প্রতি ৩ (তিন) মাসে কার্যনির্বাহী পরিষদের একটি সভা এবং বছরে ৪টি সভা করতে হবে। খ) সম্ভব হলে প্রতি বছর অথবা কমপক্ষে প্রতি ৩ বছরের একবার সাধারণ পরিষদের সভা করতে হবে। গ) সভাপতির সাথে আলোচনা করে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের সভাসমূহ আহ্বান করবেন। কোন ক্ষেত্রে সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক সভা আয়োজন করতে ব্যর্থ হলে সভাপতি স্বয়ং সভা আহ্বান করতে পারবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ উভয় সভাতেই বিভাগীয় কাউন্সিলরকে উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সভার বিজ্ঞপ্তি জারির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে: • সাধারণ পরিষদের সভা - ***২১ (একুশ)*** দিন বিশেষ সাধারণ পরিষদের সভা - ***১৪ (চৌদ্দ)*** দিন • কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা - ৩ (তিন) দিন

	• কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা - ৩ (তিন • জরুরী সভা - ১ (এক ঘ) সভার কোরামঃ সাধারণ পরিষদের সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি সভার কোরাম হবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় ৫ (পাঁচ) জন সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। তবে কমিটি বাতিল বা গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে।		• জরুরী সভা - ১ (এক) দিন • *বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ ও কাউন্সিল সভার প্রয়োজন হলে অনলাইনে আহবান করা যাবে। সকল সভার নোটিশ অনলাইনের যে কোন মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে। কোন হার্ড কপি দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। (নতুন সংযুক্ত)* ঘ) সভার কোরামঃ সাধারণ পরিষদের সভায় এক ***পঞ্চমাংশ*** সদস্যের উপস্থিতি সভার কোরাম হবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় ***বিভাগ এবং জেলায় ৫ (পাঁচ) জন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪ (চার) জন*** সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। ***তবে কমিটি বাতিলের ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ*** সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে।
১৩	**কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনঃ** ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল পদ সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবে। খ) সমিতির আজীবন সদস্য হিসাবে তিন বছর উত্তীর্ণ না হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে কোন পদে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। গ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচন করতে হলে উক্ত সদস্যকে বিভাগীয় শহরের (সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী এলাকা) বসবাসকারী হতে হবে এবং নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার পূর্বে অন্যূন দুবছর ঐ ঠিকানায় বসবাস করেছে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ঘ) সকল সদস্যের নির্বাচনে ভোটারাধিকার থাকবে তবে নির্বাচন কার্যক্রম ঘোষণার পূর্বে তাদের বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমিতির সদস্য নয় এমন এক জন নিরেপেক্ষ ব্যক্তিকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করবে। নির্বাচনের গোপনীয়তা রক্ষা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কর্মকর্তাকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান	১৩	**কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনঃ** ক) ***ল্যাব-এর গঠনতন্ত্রের ২২ ধারা মোতাবেক*** কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল পদ জীবন সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবে। খ) কোন পরিবর্তন নেই। গ) ***সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচন করতে হলে উক্ত সদস্যকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা ও উপজেলা শহরে (সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা নির্বাচনী এলাকা) বসবাসকারী হতে হবে এবং নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার পূর্বে অন্যূন দু'বছর ঐ ঠিকানায় বসবাস করেছে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। জেলা ও উপজেলার ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন হবে না।*** ঘ) *বিলুপ্ত।* ঙ) ***ল্যাবের কেন্দ্রিয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।*** চ) **ল্যাবের কেন্দ্রিয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী হবে।** ছ) পদত্যাগঃ ***সমিতির সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট সাধারণ সম্পাদকের নিকট লিখিত আবেদন করতে হবে এবং সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগের ক্ষেত্রে সমিতির***

	করবে। নির্বাচন কর্মকর্তা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অথবা গোপন ডাক ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কর্মকর্তার সাথে সম্মিলিতভাবে নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণা করবে। চ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর হবে এবং তৃতীয় বছরের ৩১ ডিসেম্বর কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। তবে বিশেষ কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এবং পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে বিভাগীয় কাউন্সিলরের প্রস্তাব অনুযায়ী ল্যাব কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ অনধিক এক বছর বর্ধিত করা যাবে এবং এই কমিটির কার্যকাল নির্ধারিত সময়ান্তে অথবা বর্ধিত সময়ান্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। ঐ মুহূর্তে বিভাগীয় কাউন্সিলর কেন্দ্রের সাথে আলোচনা করে ৩ মাস মেয়াদের একটা আহবায়ক কমিটি গঠন করে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা এবং অন্তবর্তীকালীন সমিতির কার্যকলাপ চালিয়ে যাবেন। ছ) পদত্যাগঃ সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নিকট কোন সদস্য পদত্যাগের লিখিত আবেদন করতে পারবে এবং সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে সমিতির সভাপতির নিকট আবেদন করতে হবে। নির্বাহী পরিষদের সভায় পদত্যাগ পত্র অনুমোদিত হলে দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ থেকে তা কার্যকর হবে অথবা নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত তারিখ বলবৎ হবে। কেউ মারা গেলে বা পদত্যাগ করলে কিংবা বিশেষ পরিস্থিতিতে পদশূন্য হলে নির্বাহী পরিষদ কোন নির্বাহী সদস্যকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।		সভাপতির নিকট আবেদন করতে হবে। নির্বাহী পরিষদের সভায় পদত্যাগ পত্র অনুমোদিত হলে দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ থেকে তা কার্যকর হবে অথবা নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত তারিখ বলবৎ হবে। ***যদি সভাপতি নিজে পদত্যাগপত্র পেশ করেন, তবে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মাঝে তা বিতরণ করবেন এবং পরবর্তী কাউন্সিল এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।*** ***কার্যনির্বাহী পরিষদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে*** বা পদত্যাগ করলে কিংবা বিশেষ পরিস্থিতিতে পদশূন্য হলে ***কার্যনির্বাহী*** পরিষদ কোনো কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যকে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করতে ***পারবেন।***
১৪.	**সমিতির তহবিলঃ** সমিতির তহবিল এবং এর সম্পদসমূহ সমিতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করা হবে। এর কোন অংশ লভ্যাংশ বা বোনাস হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমিতির সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না।	১৪.	*সমিতির তহবিল ও সম্পদঃ* *সমিতির তহবিল এবং সম্পদসমূহ সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়ন এবং সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সমিতির তহবিল ও সম্পদের লভ্যাংশ বা বোনাস হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমিতির সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে।*

১৫. তহবিলের হিসাব সংরক্ষণঃ ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে সমিতির চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব খুলে সেখানে সমিতির অর্থ সংরক্ষণ করতে হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে তহবিল পরিচালনা করবেন, তবে কোষাধ্যক্ষসহ যে কোন দুই জনের স্বাক্ষরে টাকা তোলা যাবে। খ) কোষাধ্যক্ষ সমিতির হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। ৬ মাস অন্তর তিনি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট উপস্থাপন এবং অডিট ফার্ম দ্বারা বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণ করাবেন। ঘ) সাধারণ সম্পাদক ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা এবং কোষাধ্যক্ষ ৫০০/= (পাঁচশত) টাকার বেশী নগদ হাতে রাখতে পারবেন না।	**১৫. তহবিলের হিসাব সংরক্ষণঃ** ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে স্থানীয় ***যেকোনো তফসিলি ব্যাংক***/বাণিজ্যিক ব্যাংকে ***সমিতির*** চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব খুলে সেখানে ***সমিতির*** অর্থ সংরক্ষণ করতে হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে তহবিল পরিচালনা করবেন, তবে কোষাধ্যক্ষসহ যে কোন দুই জনের স্বাক্ষরে টাকা তোলা যাবে। খ) কোষাধ্যক্ষ ***সমিতির*** হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। ৬ মাস অন্তর তিনি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট উপস্থাপন এবং ***কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত স্বীকৃত অডিটর দ্বারা বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণ করা হবে।*** ঘ) ***সাধারণ সম্পাদক ২,০০০/= (দুই হাজার) টাকা এবং কোষাধ্যক্ষ ১০০০/= (এক হাজার) টাকার বেশী নগদ হাতে রাখতে পারবেন না। সমিতির তহবিল ১৫ (পনের) দিনের বেশি কার্যনির্বাহী পরিষদের হাতে থাকতে পারবে না।***
১৬. প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমঃ ক) জাতীয় সমিতির কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স এবং স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যাবে। খ) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভাগীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে সর্বোচ্চ ৫জন সদস্য নিয়ে একটি 'গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা বোর্ড' গঠন করবে। শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য বোর্ডের সুপারিশক্রমে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। কেন্দ্রীয় সমিতি/জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস ও অন্যান্য নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	**১৬. প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমঃ** ক) ***সমিতির কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।*** খ) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভাগীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি ***'বোর্ড অব এডুকেশন'*** গঠন করবে। শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বোর্ডের সুপারিশক্রমে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ***ল্যাবএর কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদ উক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের*** সিলেবাস ও অন্যান্য নির্দেশনা প্রদান করবে।
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি উপবিধি	***বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) উপবিধি***

By Laws of LAB

ল্যাব - এম এস খান ফাউন্ডেশন নীতিমালা
LAB – M S Khan Foundation Policy

এম এস খান

জন্ম- ২১ মার্চ ১৯১০, মৃত্যু- ১৩ আগস্ট ১৯৭৮

ভূমিকা : বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি /Library Association of Bangladesh (LAB) এর গঠনতন্ত্রের ২৪ (খ) ধারা মোতাবেক এম এস খানের স্মৃতি সংরক্ষণে গঠিত ল্যাব - এম এস খান ফাউন্ডেশন পরিচালনার জন্য এই নীতিমালা হিসেবে জারি করা হলো।

১. নাম : **ল্যাব - এম এস খান ফাউন্ডেশন**

২. **কার্যালয়** : বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির কার্যালয়ই ফাউন্ডেশনের কার্যালয়

৩. **অফিস কার্যক্রম** : জানুয়ারি-ডিসেম্বর বর্ষপঞ্জি অনুসারে

৪. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** :

By Laws of LAB

ল্যাব - এম এস খান ফাউন্ডেশন নীতিমালা
LAB – M S Khan Foundation Policy

এম এস খান

জন্ম- ২১ মার্চ ১৯১০, মৃত্যু- ১৩ আগস্ট ১৯৭৮

ভূমিকা : বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি / Library Association of Bangladesh (LAB) এর গঠনতন্ত্রের ২৪ (খ) ধারা মোতাবেক এম এস খানের স্মৃতি সংরক্ষণে গঠিত ল্যাব - এম এস খান ফাউন্ডেশন পরিচালনার জন্য এই নীতিমালা হিসেবে জারি করা হলো।

১. নাম : **ল্যাব - এম এস খান ফাউন্ডেশন**

২. **কার্যালয়** : বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কার্যালয়ই ফাউন্ডেশনের কার্যালয়

৩. **অফিস কার্যক্রম** : জানুয়ারি-ডিসেম্বর বর্ষপঞ্জি অনুসারে

৪. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** :

ক. মরহুম এম এস খানের পরিবার কর্তৃক প্রদত্ত ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সিড

ক. মরহুম এম এস খানের পরিবার কর্তৃক প্রদত্ত ১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সিড মানি দিয়ে ও পরবর্তীতে বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত অর্থে গঠিত ফান্ডের টাকায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের কার্যক্রমকে সহায়তা করা;

খ. গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে সেমিনার ও বিজ্ঞ-বক্তৃতার আয়োজন করা;

গ. গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা;

ঘ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করা;

ঙ. গ্রন্থাগারিকবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বই/জার্নাল প্রকাশ করা;

চ. গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ মরহুম এম এস খানের কৃতি ও কৃতিত্বের স্মরণার্থে স্মারক বক্তৃতা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫ **কার্যনির্বাহী পরিষদ:** ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে নিম্নলিখিত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে:-

ক সভাপতি

খ সাধারণ সম্পাদক

গ. কোষাধ্যক্ষ

ঘ ল্যাব কাউন্সিল মনোনিত তিনজন প্রতিনিধি সদস্য

ঙ মরহুম এম এস খানের পরিবারের মনোনিত একজন সদস্য

৬. **কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে তিন বছর।**

৭. **কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব:**

ক. ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা;

খ ফাউন্ডেশনের সিড মানির সঙ্গে আরো অনুদান সংগ্রহ করে

মানি দিয়ে ও পরবর্তীতে বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত অর্থে গঠিত ফান্ডের টাকায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ***পেশার*** কার্যক্রমকে সহায়তা করা;

খ. ***তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যস্থাপনা বিষয়ে সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;***

গ. তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যস্থাপনা বিভাগের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা;

ঘ গ্রন্থাগার পেশায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করা;

ঙ. গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্মারক গ্রন্থ,জার্নাল,সাময়িকী প্রকাশ করা;

চ. গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ মরহুম এম এস খানের স্মৃতি ও কৃতিত্বের স্মরণার্থে স্মারক বক্তৃতা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫ **কার্যনির্বাহী পরিষদ:** ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে নিম্নলিখিত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে:-

ক সভাপতি

খ সাধারণ সম্পাদক

গ. কোষাধ্যক্ষ

ঘ ল্যাব মনোনিত তিনজন প্রতিনিধি সদস্য

ঙ মরহুম এম এস খানের পরিবারের মনোনিত একজন সদস্য

৬. **কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ০৪ (চার) বছর।**

৭. **কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব:**

ক. ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা;

খ ফাউন্ডেশনের সিড মানির সঙ্গে আরো অনুদান সংগ্রহ করে তহবিল বৃদ্ধি করা এবং তা পরিচালনা করা;

গ. প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করে সকল নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঘ. বছর শেষে ল্যাব-র কার্যনির্বাহী পরিষদকে আয়-ব্যয় হিসাবসহ সকল কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করা।

	তহবিল বৃদ্ধি করা এবং তা পরিচালনা করা; গ. প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করে সকল নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা; ঘ. প্রতিবছর শেষে ল্যাব কাউন্সিলকে আয়-ব্যয় হিসাবসহ সকল কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করা।	৮	**নির্বাচন/মনোনয়ন:** **ক.** বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (LAB)এর সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে ফাউন্ডেশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হবেন; **খ.** ল্যাব-র কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক দেশের বিদ্যোৎসাহী/স্বনামধন্য পেশাজীবী/ গ্রন্থাগারিকদের মধ্য থেকে তিনজন ও পরিবারের পক্ষ থেকে একজন মোট চারজন সদস্য মনোনীত হবেন;
৮	**নির্বাচন/মনোনয়ন:** **ক.** বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (LAB) এর সভাপতি পদাধিকার বলে ফাউন্ডেশনের সভাপতি হবেন; **খ.** সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ল্যাব কাউন্সিল কর্তৃক সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনিত হবেন; **গ.** ল্যাব কাউন্সিল কর্তৃক দেশের বিদ্যোৎসাহী/বিদ্যেৎসমাজের একজন স্বনামধন্য পেশাজীবী গ্রন্থাগারিকদের মধ্য থেকে একজন ও পরিবারের পক্ষ থেকে একজন মোট তিনজন সদস্য মনোনিত হবেন;	৯.	**হিসাব পরিচালনা:** ***ফাউন্ডেশনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে; বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকসহ যে কোনো দুজনের যৌথ স্বাক্ষরে লেনদেন করা যবে।***
৯.	**হিসাব পরিচালনা:** ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে; তবে যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি এবং তাঁর সাথে সাধারণ সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষ যে কোন একজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হতে পারবে।	১০.	**অতিরিক্ত দায়িত্ব:** উপরে উল্লেখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের অতিরিক্ত ***কোনো*** সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে ***ফাউন্ডেশনের*** কার্যনির্বাহী পরিষদ ***ল্যাব-র কার্যনির্বাহী পরিষদকে*** অবহিত করে সম্পাদন করতে পারবেন।
১০.	**অতিরিক্ত দায়িত্ব:** উপরে উল্লেখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের অতিরিক্ত কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ ল্যাব কাউন্সিলকে অবহিত করে সম্পাদন করতে পারবে।	১১.	**কোন সংশোধনী নেই ।**
১১.	**ল্যাব – এম এস খান ফাউন্ডেশন নীতিমালা সংশোধন:** LAB কাউন্সিল কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।		

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) উপবিধি
By Laws of LAB

ল্যাব-এর ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল ও আবাসন সুবিধা নীতিমালা:

২০.১। ল্যাবএর ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল:

ল্যাব-র জীবন সদস্যদের কল্যাণের জন্য একটি আপদকালীন ফান্ড থাকবে। যা কোনো সদস্য দূরারোগ্য ব্যাধিতে (ক্যান্সার, কিডনি ডায়ালাইসিস, ওপেনহার্ট সার্জারি ও ব্রেন স্ট্রোক) আক্রান্ত হলে, মারাত্মক দূর্ঘটনায় পড়ে শারীরিক অঙ্গহানী হলে চিকিৎসা বাবদ এককালীন এবং মৃত্যুর পর নিম্নোক্ত শর্তে তার বৈধ ওয়ারিশগণ অর্থ সহায়তা পাবেন।

২০.২ ল্যাব-র আবাসন সুবিধা:

ভূমিকা : বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি / **Library Association of Bangladesh (LAB)** এর গঠনতন্ত্রের ২০ (ক ও খ) ধারা মোতাবেক ল্যাব-র ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল ও আবাসন সুবিধা থাকবে। **ল্যাব-র ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল ও আবাসন সুবিধা** পরিচালনার জন্য এই নীতিমালা হিসেবে জারি করা হলো।

১. নাম : ল্যাব-র ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল ও আবাসন সুবিধা

২. **কার্যালয়** : বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কার্যালয়ই ল্যাব-র ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল ও আবাসন সুবিধার কার্যালয়

৩. **অফিস কার্যক্রম** : জানুয়ারি-ডিসেম্বর বর্ষপঞ্জি অনুসারে

৪. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** :

ক. ল্যাব-র জীবন সদস্যদের কল্যাণের জন্য একটি আপদকালীন ফান্ড থাকবে। যা কোনো সদস্য দূরারোগ্য ব্যাধিতে (ক্যানসার, কিডনি ডায়ালাইসিস, ওপেনহার্ট সার্জারি ও ব্রেন স্ট্রোক) আক্রান্ত হলে, মারাত্মক দূর্ঘটনায় পড়ে শারীরিক অঙ্গহানী হলে চিকিৎসা বাবদ এককালীন এবং মৃত্যুর পর তাঁর বৈধ ওয়ারিশগণকে

অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;

খ. ল্যাব-র জীবন সদস্যদের আত্মিক, আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাবলয় তৈরীর নিমিত্তে ঢাকা জেলার মধ্যে একটি আবাসন সুবিধা (লাইব্রেরিয়ানস পল্লী) তৈরীর কর্মসূচি গ্রহন করা হবে। উক্ত কর্মসূচি আওতায় ল্যাব কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্বল্প মূল্যে প্রত্যেক জীবন সদস্য-কে ২০৩১ সালের মধ্যে সর্বনিম্ন ১২০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট প্রদান এবং সামাজিক নিরাপত্তাবলয় তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. পরিচালনা পরিষদ: ল্যাব-র কার্যনির্বাহী পরিষদ তার মেয়াদকালীন সময়ের জন্য ল্যাব-র ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল ও আবাসন সুবিধা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পৃথক দুটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে।

৬. পরিচালনা পরিষদের কার্যাবলী:

ল্যাব-র ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল ও আবাসন সুবিধা পরিচালনার ক্ষেত্রে এর কার্যাবলী দুইভাগে বিভক্ত থাকবে।

ক. ল্যাব-র ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল পরিচালনা

খ. ল্যাব-র আবাসন সুবিধা পরিচালনা

ক. ১. ল্যাবএর ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিল পরিচালনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা;

২. সাধারণ কল্যাণ তহবিলের সুবিধা গ্রহণের জন্য সমিতির জীবন সদস্যগণ নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রতিমাসে ২০০ (দুইশত) টাকা করে জমা দিবেন। সদস্য ফরমে নমিনির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

৩. সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলের একটি আলাদা ব্যাংক হিসাব থাকবে। উক্ত ব্যাংক হিসাব সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হবে। সদস্যগণ সরাসরি/অনলাইনে তার চাঁদার টাকা জমা দিতে পারবেন।

৪. সমিতিরি প্রয়োজনে কোনক্রমেই এই টাকা উত্তোলণ বা ব্যয় করা যাবে না।

৫. সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত কোনো সদস্য উল্লেখিত দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ও মারাত্মক দূর্ঘটনায় পতিত হলে চিকিৎসা বাবদ এককালীন ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পাবেন। একজন সদস্য তার জীবদ্দশায় একবারই এ সুবিধা পাবেন।

৬. কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য বিরতিহীনভাবে চাঁদা প্রদান করে থাকলে মৃত্যুর পর তার জমাকৃত অর্থের ৪ গুণ টাকা এককালীন তার ওয়ারিশগণ প্রাপ্ত হবেন।

কোনক্রমেই কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ মৃত্যুর আগে উত্তোলণ করা যাবে না।

৭. সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত না হলে ল্যাবএর কোন আজীবন সদস্য সাধারণ কল্যাণ তহবিলের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন না।

৮. ল্যাব-এর জীবন সদস্য ছাড়া কেউ সাধারণ ভবিষ্যত কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

৯. ল্যাব-এর জীবন সদস্য যাঁরা পেশায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করেছেন তাদেরকে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকালীন সময়ে সম্মানীত করা হবে।

১০. ল্যাব-এর জীবন সদস্য সন্তানদের এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

১১. ল্যাব-এর জীবন সদস্য এবং তাদের পরিবাবের সদস্যদের অসুস্থ্যকালীন সময়ে পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য এ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবহারের সুবিধা থাকবে।

খ. ল্যাব-এর আবাসন সুবিধা পরিচালনা:

১. ল্যাব-এর আবাসন সুবিধা পরিচালনা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা;

২. ল্যাবএর নীট শেয়ার মূলধন হবে আনুমানিক ১,০০০,০০,০০০,০০/- (এক হাজার কোটি) টাকা; যা ৩১ ডিসেম্বর ২০৩১ সালের মধ্যে সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় করা হবে।

৩. প্রতিটি শেয়ারের একক মূল্য হবে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা। একজন সদস্য সর্বনিম্ন ০১ (এক) টি এবং সর্বোচ্চ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টি শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন।

৪. শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন টাকা কারো হাতে বা সমিতির অফিসে নগদ জমা প্রদান করা যাবে না। শেয়ারহোল্ডারদের সকল প্রকার লেনদেন ল্যাব কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে করবেন এবং তার জমা রশিদ সংরক্ষণ করবেন। শেয়ারহোল্ডারগণ জমাকৃত রশিদ ৬/১২ মাস পর পর ল্যাব-র অফিসে এসে পাসবই হালনাগাদ করে নিতে হবে।

৫. সদস্যদের জমাকৃত আমানত শেয়ার মূলধন জমি ক্রয়, আমানত ফেরত ও লভ্যাংশ বিতরনের কাজে ব্যয় করা হবে। কোনোভাবেই শেয়ারমূলধনের টাকা সমিতির কার্যক্রমে উত্তোলন বা ব্যয় করা যাবে না।

৬. উক্ত শেয়ার মূলধন দিয়ে জমি ক্রয় এবং প্রতিটি সদস্য এর আবাসন সুব্যবস্থা করা হবে। আবাসনের জন্য ক, খ ও গ শ্রেণীর ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। ক শ্রেণী-২৪০০ বর্গফুট, খ শ্রেণী-১৮০০ বর্গফুট গ শ্রেণী-১২০০ বর্গফুট ফ্ল্যাটের সাইজ বিবেচিত হবে।

৭. প্রতি বর্গফুট ফ্ল্যাটের জমির মালিকানাসহ হস্তান্তর মূল্য হবে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা; যা উক্ত সদস্য আনুপাতিক হারে এককালীন অথবা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন। তবে সেটা অবশ্যই প্রকল্প সময়ে অর্থ্যাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০৩১ সালের মধ্যে হতে হবে।

৮. আবাসন প্রকল্পটি অবশ্যই ঢাকা জেলার মধ্যে অবস্থিত হবে।

৯. জীবন সদস্যদের কল্যাণ ও ভবিষ্যত তহবিল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আবাসন সুবিধা প্রথম ৩ (তিন) বছর পর অর্থ্যাৎ ২০২৪ সাল থেকে মালিকানা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

১০. আবাসন প্রকল্প এলাকায় সকল ধরণের নাগরিক সুবিধা (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ধর্মীয় উপসনালয়, খেলার মাঠ, পার্ক, রেস্টুরেন্ট, কমিনিউটি সেন্টার, নিজস্ব পরিবহন সুবিধা, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা) বিদ্যমান থাকবে।

১১. ল্যাব-এর সদস্যদের মধ্যে প্রদত্ত শেয়ার মূলধনের আমানত পরবর্তী দ্বিতীয় বছরে তাঁর জমাকৃত টাকার ৮০% লোন সুবিধা প্রাপ্ত হবেন। উক্ত লোন সুবিধার লভ্যাংশের হার ঐ সময়ের পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১২. ল্যাব-এর কল্যাণ ও ভবিষ্যত তহবিলের সদস্য হওয়ার জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মূল্যের নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

১৩. সর্বমোট ১২০০ বর্গফুটের ৩২০০ ফ্ল্যাট তৈরী করা হবে। ফ্ল্যাটসমূহ ৩টি ধাপে হস্তান্তর করা হবে। প্রথম ধাপে ৮০০ ফ্ল্যাট (৩ বছরে মধ্যে), দ্বিতীয় ধাপে ১২০০ ফ্ল্যাট (৬ বছরের মধ্যে) এবং তৃতীয় ধাপে অবশিষ্ট ১২০০ ফ্ল্যাট (৯ বছরের মধ্যে)।

১৪. ফ্ল্যাট নিতে আগ্রহী জীবন সদস্যকে প্রাথমিক অবস্থায় এককালীন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সিড মানি হিসেবে জমা দিতে হবে। অবিশিষ্ট টাকা সমহারে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

১৫. শেয়ার মূলধনের জমাকৃত আমানতের লভ্যাংশ প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে ঘোষণা করা হবে। যা সদস্যদের মধ্যে বিতরণযোগ্য।

১৬. কেউ যদি যৌক্তিক কারণ ছাড়া শেয়ারে কিস্তি পর পর ০৩ (তিন) মাস না দিয়ে থাকেন তাহলে ৫% হারে জরিমানাসহ পরিশোধ করতে হবে।

৭. হিসাব পরিচালনা: সকল হিসাব ল্যাব-র সভাপতি, মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে মহাসচিবসহ যে কোনো দু'জনের যৌথ স্বাক্ষরে লেনদেন করা যাবে।

৮. অতিরিক্ত দায়িত্ব: ল্যাব-র কার্যনির্বাহী পরিষদের মধ্যে থেকে মনোনীত পরিচালনা পরিষদ তার মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত বিবেচিত হবেন। এর জন্য কোনো সম্মানী প্রাপ্য হবেন না। তবে তিনি পরিবহন সুবিধা এবং ভাতা গ্রহন করতে পারবেন।

TheLexHub
Your Legal Partner

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH

HIGH COURT DIVISION

(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO. 9857 OF 2020

IN THE MATTER OF

AFM Kamrul Hasan

..... **Petitioner**

-VERSUS –

Bangladesh and others

.... **Respondents**

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the above named Petitioner has filed the abovementioned Writ Petition before the Hon'ble High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh.

That on 17.12.2020, the abovementioned Writ Petition came up in the daily cause list as Item No. 31 in the column of Application (Motion) Mentioned Items and after hearing all the concerned parties, a Division Bench of the Hon'ble High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh comprising of their Lordships Mr. Justice Md. Khasruzzaman and Mr. Justice Md. Mahmud Hassan Talukder was pleased to reject the same as being not pressed.

This is for information of all concerned and shall be taken as authentic and binding upon all before whom this certificate is placed **[Ref: 44 DLR (AD) 219]**.

Mahfujur Rahman Roman
Advocate
Supreme Court of Bangladesh

CHAMBER ADDRESS
Suite # 105 (1st Floor), Sarika Tower, 08, Segunbagicha, Dhaka-1000. CELL: +8801713114964, +8801842433013
E-mail: mrahman_roman@yahoo.com, sajjadhossain1486@gmail.com. Website: www.thelexhub.com

Basic Information of Case List

Division : High Court Division

Case Type : Writ Petition, **No.** 9857/2020

Name of parties : AFM Kamrul Hasan vs Bangladesh and others

#	Date	Court No.	Page No.	SL.No.	For	Justice	Result (As per Supreme Court Website)
YEAR : 2020							
1	17-12-2020	Main-27	151	31	Application (Motion) Mentioned Items	**Hon'able Justice Md. Khasruzzaman Hon'able Justice Md. Mahmud Hassan Talukder**	Rejected as being not pressed
2	15-12-2020	Main-27	199	399	Application (Motion) Mentioned Items (at 12 PM)	**Hon'able Justice Md. Khasruzzaman Hon'able Justice Md. Mahmud Hassan Talukder**	

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
স্থাপিত-১৯৫৬
LIBRARY ASSOCIATION OF BANGLADESH
ESTD-1956
Reg. no. Dha-01778 date : 22.10.1985

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স
নীলক্ষেত হাইস্কুল ভবন (৩য় তলা), নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৮১৮-৩৩৮৪৭৩, ০১৯৭১-০২০২৬৬
ই-মেইল: libraryassociation.bd56@gmail.com
www.lab.org.bd

স্মারক নং:-বাগ্রস/প্রশাসন-২৬/২০২১/৭১(ক) তারিখ: ২৪/০৪/২০২১

অফিস স্মারক

গত ১২.০৩.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) এর (২০২১-২০২৩ মেয়াদের) ৩য় কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত ৩ (খ) গঠনতন্ত্রের ২২ (ক) ও (খ) ধারা অনুযায়ী ল্যাব নির্বাচন ২০২০ উপলক্ষে সৃষ্ট মামলার বাদী ও আরজিতে উল্লেখিত সদস্যদের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলোঃ

ক্রমিক	নাম	পদবী
১.	জনাব মোঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ভূইয়া	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)	সদস্যসচিব

আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে কমিটি তদন্তপূর্বক একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

২৪/০৪/২০২১

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)
মহাসচিব
মোবাইলঃ ০১৭১৬১৫১৫৩৫
e-mail: *mhamidurrahman72@gmail.com*

কার্যার্থে প্রেরণ:

১। জনাব মোঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার, সহসভাপতি, ল্যাব ও উপ-মহাব্যবস্থাপক গবেষণা বিভাগ (গ্রন্থাগার), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
২। জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ, ল্যাব ও ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম), সাংগঠনিক সম্পাদক, ল্যাব ও সহকারী লাইব্রেরিয়ান, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অনুলিপি ও সদয় অবগতির জন্য:

১। সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি।
২। সংশ্লিষ্ট নথি।

রিট পিটিশন নং ৯৮৫৭ তারিখ: ২০২০ এর পর্যালোচনা

উপরিউক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) স্মারক নং বাগা সং তান ১৫ ৩ ২০১৯ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে ল্যাব নির্বাচন ২০২০ আয়োজনে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সিডিউল অনুযায়ী নির্বাচন বাতিল করার জন্য বাংলাদেশ সমিতির আজীবন সদস্য জনাব এ এফ এম কামরুল হাসান, (এলএম-৩৩১৯), পিতা- এ বি এম শহিদুল্লাহ, গ্রাম- উকিলপাড়া, নীলগঞ্জ রোড, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ, গত ১৫.১২.২০২১ তারিখ একটা মামলা দায়ের করেন। যার নাম্বার ৯৮৫৭ তারিখ ১৫.১২.২০২০। উক্ত সদস্য সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ি মামলা করার প্রতিকার চেয়েছেন কিনা, কিংবা গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি কোন কাজ করেছেন কিনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য আমাকে আহবায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামি এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মামলার বিষয়ে কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে নিম্নোক্তভাবে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে প্রেরণ করা হলো।

১. বাদী রিট আবেদনটিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে ১ নং বিবাদী করা হয়েছে। রিপোর্টে দেখা যায় যে, এটা "বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি" নামক একটি সম্পূর্ণ বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনের কাউন্সিল (কার্যনির্বাহী কমিটি) গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত। দেশে বিদ্যমান এ ধরনের অসংখ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। সরকারি বা সরকারের বিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সরকারের কোন ভূমিকা থাকে না। এ সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির নিজস্ব গঠনতন্ত্র রয়েছে (সংযুক্তি -১) এবং এ গঠনতন্ত্র সংগঠনের কাউন্সিল (কার্যনির্বাহী কমিটি) গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (গঠনতন্ত্রের পৃষ্ঠা ১৭ ও ১৮) সংযুক্ত। কাজেই এখানে সরকারের কোনো ভূমিকা বা সংশ্লিষ্টতা না থাকায় রিট আবেদনে সম্পূর্ণ অবান্তর ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিকভাবে সরকারকে বিবাদী করা হয়েছে।

২. বাদী রীট আবেদনটিতে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির 'ডাইরেক্টর জেনারেল'-কে ২ নং বিবাদী করা হয়েছে, অথচ সমিতির গঠনতন্ত্র (সংযুক্তি-১) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত সমিতিতে এ শিরোনামে কোন 'পদ' বা 'পদবি' নেই (গঠনতন্ত্রের পৃষ্ঠা-৯ সংযুক্ত)। কাজেই রিট আবেদনের ৩ নং অনুচ্ছেদে বাদী এবং বিবাদীগণের ঠিকানা সঠিক আছে বলে যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। তাছাড়া বাদী সর্ম্পূণ জ্ঞাতসারে সুনিদিষ্ট কাউকে রক্ষা করে অত্যন্ত সুকৌশলে ল্যাব মহাসচিবকে বাদ দিয়ে মামলাটি করেছেন। কেননা এই ধরনের পদ ল্যাবে নেই তা তিনি জানেন না বলে বিশ্বসযোগ্য নয়।

৩. আবেদনকারী রিট আবেদনে ৩ নং বিবাদীর বিস্তারিত পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Pro-Vice অথচ নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পদ নেই। এক্ষেত্রে তিনি তার পদের সাদৃশটি না লিখে তাঁকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছ তাছিল্যতা দেখানো হয়েছে যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

৪. বাদী রিট আবেদনের ৮ নং অনুচ্ছেদে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মোট ২৫৫২৮ জন ভোটারের ছবি অথবা মোবাইল নাম্বার নেই বলে উল্লেখ করে অথচ রিট আবেদনের সাথে 'এনেজ্জার-ডি' তে যে ভোটার তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে সেখানে মোট ভোটারের সংখ্যা দেখা যায় মাত্র ১৮১৪ জন। আবার রিট আবেদন কারী 'এনেজ্জার-ই' তে ১০১৫ জনের ছবি নাই, ৮৩৯ জনের মোবাইল নম্বর নেই, ৬৭৪ জনরে মোমাইল নম্বর ও ছবি নেই, ৯জন মৃত, ১৪ জনের মোবাইল নম্বর ভুল এবং ৩৪ জনের ঠিকানা ভুল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ২০২০ সালেরে ল্যাব নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ভোটার তালিকায় ছবি সহ বা ছবি ছাড়া প্রকৃত (মৃতবিহীন) ভোটারের সংখ্যা

ছিল ৩৬৫৭ জন। এ অবস্থায় রিট আবেদন কারী কর্তৃক উল্লেখিত মোট ২৫৫২৮ জন ভোটারের ছবি অথবা মোবাইল নম্বর নেই বলে দাবি করা হয়েছে। তা অসত্য, ভিত্তিহীন, উদ্ভট ও বানোয়াট যা বাস্তবতার সাথে গঠনতন্ত্রের কোন মিল নেই। তাছাড়া আদালতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে তিনি ল্যাব এবং রিটের হলফ নামার বরখেলাপ করেছেন যা ল্যাবের গঠনতন্ত্রের ২২ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৫. রিট আবেদনের অনুচ্ছেদ ৯ এর বিষয়ে অনুচ্ছেদ ১০ এ উল্লিখিত প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার বক্তব্য সঠিক এবং যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা সেখানে নির্বাচন বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৬. ঘোষিত নির্বাচন কর্মসূচি (এ্যানেক্সার-জি) অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় আনয়নের জন্য প্রদত্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় রিট আবেদনের ১১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সদস্যের আবেদন ও বিবেচনার সুযোগ থাকে না। একই কারণে রিট আবেদনের ১২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সদস্যের আবেদন বিবেচনার কোন অবকাশ স্বাভাবিকভাবেই থাকেনা। কেননা এই পত্র ডাকযোগে সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। ভোটার তালিকায় কোন ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের সময় তিনি পেশ না করে মামলা করেছেন।

৭. বাদী রিট আবেদনের অনুচ্ছেদ ১৩ তে ভোটার তালিকায় সকল ভোটারের মোবাইল নম্বর এবং এনআইডি নম্বর সন্নিবেশিত না করে নির্বাচনের আয়োজন করা হলে সে নির্বাচন অবৈধ হবে বলে দাবি করা হলেও সে দাবির সমর্থনে সমিতির গঠনতন্ত্র বা অন্য কোনো ডকুমেন্টে তার প্রমাণ নেই। কাজেই দাবিটি মনগড়া। এহেন মনগড়া তথ্য নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি এবং সংগঠন বিরোধী কাজ করেছেন যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৮. রিট আবেদনের অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিষয়টি বাদী কি বলতে চেয়েছেন তা স্পস্ট নয়।

৯. বাদী আরজিতে রীট আবেদনের অনুচ্ছেদ ১৫ এর বিষয়ে এ নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই'।

১০. রিট আবেদনের ১৬ থেকে ২১ এর বক্তব্য এবং দাবি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রীট আবেদনটির কোন আইনগত, বৈধ বা যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বাংলাদেশে গ্রন্থগার সমিতি একটি সম্পূর্ণ বেসরকারী পেশাজীবী সংগঠন। সমিতির গঠনতন্ত্রে বা অন্য কোনো ডকুমেন্টে সমিতির সদস্য তালিকা বা ভোটার তালিকায় সদস্যদের ছবি, মোবাইল নম্বর এবং এনআইডি নম্বর থাকতেই হবে এমন কোনো নির্দেশনা দেখা যায় না। তবে ঘোষিত নির্বাচনী আচরণবিধির ও নিয়মাবলী (এনেক্সার জি-১) এর অনুচছদ ৩ এ বলা আছে যে, যদি কোন ভোটারের ছবি, মোবাইল নাম্বার বা সদস্য পরিচয় পত্র না থাকে সে ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদর্শন করে ভোট দেওয়া যাবে। কাজেই বিষয়টি স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ। এখানে কারচুপির কোন সুযোগ থাকার কথা নয়। আর এভাবেই এবং এ ধরনের ভোটার তালিকা দিয়েই ইতিপূর্বেকার নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে গত ২০১৭ ও ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দুটি নির্বাচনের তফসীল, আচারণবিধির সঙ্গে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ ধরনের ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে।

বিবেচ্য রিট আবেদনটি দাখিল করা হয়েছে ১৫.১১.২০২০ তারিখে। ইত্যবসরে যারা নির্বাচন করতে আগ্রহী তারা নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র ক্রয় করেছেন এবং দাখিল করেছেন (নির্বাচন কর্মসূচি-এনেক্সার-সি দ্রষ্টব্য)। উক্ত নির্বাচন কর্মসূচি অনুযায়ী দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র গত ১৪.১২.২০২০ তারিখে বাছাই হয়ে যাওয়ার কথা। এপর্যায়ে নির্বাচন বন্ধ করা হলে সংশ্লিষ্ট মনোনয়ন প্রার্থীদের/ দাখিলকারীদের প্রতি অবিচার করা হবে এবং অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গতভাবে তাঁরা সংক্ষুব্ধ হতে পারেন এবং আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে একটি জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া নির্বাচনে একটি পক্ষ সিডিউল না কিনে পরোক্ষভাবে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পায়তারা গ্রহণ করেছেন।

বর্নিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে পেশকৃত রীট আবেদনটি করা হয়েছে যাতে ল্যাবকে নিশ্চিহ্ন করা যায়।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশে গ্রন্থাগার সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মামলার বাদীকে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির গঠনতন্ত্রের ২৬ এর গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কাজের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১২/৩/ ২০২০ তারিখে তৃতীয় কাউন্সিল সভায় গঠনতন্ত্র মোতাবেক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন যুক্তিসঙ্গত ও আইনগত ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সুপারিশঃ

উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত সদস্য বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কাজ করে এদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের আদালতের কাছে সমিতির সুনাম ক্ষুণ্ন করেছেন এবং স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির একটি সাংবিধানিক সংকটে ফেলতে চেয়েছেন যা মোটেই কাম্য নয়। অপরদিকে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি মহামান্য হাইকোর্টে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে গিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাদি গ্রন্থাগার সমিতির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ করে সমিতির সুনাম এবং আর্থিক ক্ষতি করে গঠনতন্ত্রের অঙ্গীকার ও শপথ ভঙ্গ করেছেন। এমতাবস্থায় মামলার বাদী ও আরজিতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী এই মামলার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি এবং কেন তিনি সংগঠনের পরিপন্থী কাজের সাথে লিপ্ত হয়েছেন তার ব্যাখ্যা চেয়ে তার বিরুদ্ধে সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কাউন্সিল ইচ্ছা করলে তদন্ত কমিটির সাথে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে,

(মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূইয়া)
সদস্য, তদন্ত কমিটি
ও
কোষাধ্যক্ষ
ল্যাব কাউন্সিল (২০২১-২০২৩)

(মো: ইউসুফ আলী অনিম)
সদস্য, তদন্ত কমিটি
ও
সাংগঠনিক সম্পাদক
ল্যাব কাউন্সিল (২০১২১-২০২৩)

(মুহা: মহিউদ্দিন হাওলাদার)
আহবায়ক, তদন্ত কমিটি
ও
সহ-সভাপতি
ল্যাব কাউন্সিল (২০২১-২০২৩)

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

LIBRARY ASSOCIATION OF BANGLADESH
Reg. no. Dha-01778 date : 22.10.1985

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স
নীলক্ষেত হাইস্কুল ভবন (৩য় তলা), নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৮১৮-৩৩৮৪৭৩, ০১৯৭৩-০২০২৬৬
ই-মেইল: libraryassociation.bd56@gmail.com
www.lab.org.bd

স্মারক নং:-বাগ্রস/প্রশাসন-২৬/২০২১/৭৬

তারিখ: ১৫/০৬/২০২১

বিষয়: অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপরিউক্ত বিষয়ে আপনি গত ১৫/১২/২০২০ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ এর হাইকোর্ট ডিভিশনে ল্যাব নির্বাচন ২০২০ বাতিল করার জন্য রিট পিটিশন দাখিল করেছেন। যার রিট পিটিশন নং ৯৮৫৭ তারিখ ১৫/১২/২০২০। এ বিষয়টি তদন্ত করার জন্য গত ১২/০৩/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ল্যাব কাউন্সিল এর তৃতীয় সভার ৩ নং আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্ত 'খ' অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির নিকট বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) গঠনতন্ত্রের ২২ (ক) ও (খ) ধারা মোতাবেক আপনার কার্যকলাপ সংগঠনবিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। বর্ণিত বিষয়ে আপনাকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ৩০/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

(মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার)
আহ্বায়ক
ল্যাব নির্বাচন-২০২০ মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি
ও
সহ-সভাপতি, ল্যাব

জনাব এ এফ এম কামরুল হাসান
[এলএম-৩৩১৯]
প্রযত্নে: এ বি এম শহীদুল্লাহ
গ্রাম: উকিলপাড়া নীলগঞ্জ রোড
উপজেলা: কিশোরগঞ্জ সদর
জেলা: কিশোরগঞ্জ।

সংযুক্তি: ২২ পাতা

অনুলিপি:

১। সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব), নীলক্ষেত হাই স্কুল ভবন, ঢাকা।
২। মহাসচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি(ল্যাব), নীলক্ষেত হাই স্কুল ভবন, ঢাকা।
৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

Institute of Library and Information Science, Nilkhet High School Bhaban (2nd Floor), Nilkhet, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : 01818 338473, 01973-020266

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
LIBRARY ASSOCIATION OF BANGLADESH
Reg. no. Dha-01778 date : 22.10.1985

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স
নীলক্ষেত হাইস্কুল ভবন (৩য় তলা), নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৮১৮-৩৩৮৪৭৩, ০১৯৭১-০২০২৬৬
ই-মেইল: libraryassociation.bd56@gmail.com
www.lab.org.bd

স্মারক নং:-বগ্রস/প্রশাসন-২৬/২০২১/ ৭৭ তারিখ: ১৫/০৬/২০২১

বিষয়: অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপরিউক্ত বিষয়ে জনাব এ এফ এম কামরুল হাসান [এলএম-৩৩১৯] গত ১৫/১২/২০২০ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ এর হাইকোর্ট ডিভিশনে ল্যাব নির্বাচন ২০২০ বাতিল করার জন্য রিট পিটিশন দাখিল করেছেন। যার রিট পিটিশন নং ৯৮৫৭ তারিখ ১৫/১২/২০২০। এ বিষয়টি তদন্ত করার জন্য গত ১২/০৩/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ল্যাব কাউন্সিল এর তৃতীয় সভার ৩ নং আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্ত 'খ' অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত রিট পিটিশনের আরজিতে আপনার নাম, পদবী ও সদস্য নম্বর সংযুক্তি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তদন্ত কমিটির নিকট বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) গঠনতন্ত্রের ২২ (ক) ও (খ) ধারা মোতাবেক আপনার কার্যকলাপ সংগঠনবিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। বর্ণিত বিষয়ে আপনাকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ৩০/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

(মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার)
আহ্বায়ক
ল্যাব নির্বাচন-২০২০ মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি
ও
সহ-সভাপতি, ল্যাব

জনাব এস এম মোহাম্মদ আলী
[এলএম-১৫৬২]
লাইব্রেরিয়ান
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)
বগুড়া

সংযুক্তি: ২৪ পাতা

অনুলিপি:

১। সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব), নীলক্ষেত হাই স্কুল ভবন, ঢাকা।
২। মহাসচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি(ল্যাব), নীলক্ষেত হাই স্কুল ভবন, ঢাকা।
৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

Institute of Library and Information Science, Nilkhet High School Bhaban (2nd Floor), Nilkhet, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : 01818 338473, 01973-020266

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি
LIBRARY ASSOCIATION OF BANGLADESH
Reg. no. Dha-01778 date : 22.10.1985

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স
নীলক্ষেত হাইস্কুল ভবন (৩য় তলা), নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৮১৮-৩৩৮৪৭৩, ০১৯৭৩-০২০২৬৬
ই-মেইল: libraryassociation.bd56@gmail.com
www.lab.org.bd

স্মারক নং:-বাগ্রস/প্রশাসন-২৬/২০২১/ ৭৮

তারিখ: ১৫/০৬/২০২১

বিষয়: অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপরিউক্ত বিষয়ে জনাব এ এফ এম কামরুল হাসান [এলএম-৩৩১৯] গত ১৫/১২/২০২০ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ এর হাইকোর্ট ডিভিশনে ল্যাব নির্বাচন ২০২০ বাতিল করার জন্য রিট পিটিশন দাখিল করেছেন। যার রিট পিটিশন নং ৯৮৫৭ তারিখ ১৫/১২/২০২০। এ বিষযটি তদন্ত করার জন্য গত ১২/০৩/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ল্যাব কাউন্সিল এর তৃতীয় সভার ৩ নং আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্ত 'খ' অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত রিট পিটিশনের আরজিতে আপনার নাম, পদবী ও সদস্য নম্বর সংযুক্তি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তদন্ত কমিটির নিকট বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) গঠনতন্ত্রের ২২ (ক) ও (খ) ধারা মোতাবেক আপনার কার্যকলাপ সংগঠনবিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। বর্ণিত বিষয়ে আপনাকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ৩০/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

(মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার)
আহ্বায়ক
ল্যাব নির্বাচন-২০২০ মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি
ও
সহ-সভাপতি, ল্যাব

জনাব মোঃ গোলাম কাদের তানু
[এলএম-২৩৯৮]
লাইব্রেরিয়ান
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
বরিশাল

সংযুক্তি: ২৪ পাতা

অনুলিপি:

১। সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব), নীলক্ষেত হাই স্কুল ভবন, ঢাকা।
২। মহাসচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি(ল্যাব), নীলক্ষেত হাই স্কুল ভবন, ঢাকা।
৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

Institute of Library and Information Science, Nilkhet High School Bhaban (2nd Floor), Nilkhet, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : 01818 338473, 01973-020266

তারিখঃ ২৯-০৬-২০২১খ্রিঃ

বিষয়ঃ বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ও তাঁদের কর্তৃক গঠিত ল্যাব নির্বাচন ২০২০ মামলা সংক্রান্ত ০৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি আমাকে ল্যাবের গঠনতন্ত্রের যে ধারায় অভিযুক্ত করেছেন তা বোধগম্য নয়।

বাংলাদেশের সংবিধান হাইকোর্ট বিভাগকে শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে আদি এখতিয়ার দিয়েছে এবং সেটি হল রীট জারীর এখতিয়ার। কারো মৌলিক অধিকার লংঘিত হলে সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত অধিকারবলে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য রীট পিটিশন দায়ের করতে পারেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ ১০২ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য কতিপয় আদেশ নির্দেশ জারী করতে পারেন।

নাগরিক অধিকার রক্ষায় সংবিধানের ১০২ ধারা মোতাবেক আমার দায়ের করা রীটকে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির কার্যকরী পরিষদ ও তাঁদের কর্তৃক গঠিত মামলা তদন্ত কমিটি ল্যাব গঠনতন্ত্রের যে ধারায় আমাকে অভিযুক্ত মনে করছেন সেই ধারাটির সাথে সাংবিধানিক ধারার সাংঘর্ষিক করে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির ভবিষ্যতকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, যা মোটেও কাম্য নয় বরং এটি বর্তমান কার্যকরী পরিষদের নেতৃত্বের হীনমন্যতার বহিঃপ্রকাশ।

প্রথমতঃ ল্যাব নির্বাচন ২০২০ মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি আমার ১০২ ধারায় দায়ের করা রীটকে অভিযুক্ত করে সংগঠনের গঠন-তন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারায় এ ধরনের নোটিশ দেয়ার অধিকার তদন্ত কমিটি কিংবা ল্যাবের বর্তমান কার্যকরী পরিষদ রাখে কিনা তা নিজেদের বুঝা উচিৎ।

দ্বিতীয়তঃ নাগরিক অধিকার ক্ষুণ হলে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। এ বিষয়ে কাউকে শোকজ করার অধিকার কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল ও নিঃসন্দেহে মানহানিকর। কেননা-

তৎকালীন প্রতিষেধকবিহীন অতিমারী করোনাকালীন সময়ে জনস্বাস্থ্য ও নির্বাচনের ত্রুটিযুক্ত ভোটার তালিকার সংশোধন (মৃত ভোটারের উপস্থিতি,অধিকাংশ ভোটারের চিহ্নিতকরণের পর্যাপ্ত তথ্যের গড়মিল এমনকি অনলাইনে আমার নিজের ঢাকা বিভাগের পরিবর্তে সিলেট বিভাগ ও ছবি যুক্ত ছিলোনা) বিবেচনায় যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আইনের আশ্রয় নেয়া আইন সিদ্ধ এবং রীট দাখিল সাংবিধানিক অধিকার,তাই এর বিরুদ্ধে শোকজ করা ল্যাব গঠনতন্ত্রের বা সংবিধান পরিপন্থী।

তৃতীয়তঃ আমি ১০২ ধারায় আমার সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় দায়ের করা রীটকে কেন্দ্র করে আমাকে ১২-০৩-২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ল্যাব কাউন্সিলের ৩য় সভায় ৩নং আলোচ্য সূচীর সিদ্ধান্ত খ অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ল্যাব মিটিংয়ে উল্লেখিত আলোচনায় আমাকে অভিযুক্ত করার মতো ল্যাবের গঠনতন্ত্রের ২২-এর ক,খ ধারা কোনদিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ তার বিস্তারিত বিবরণ আমাকে দেয়া হয়নি।

তাছাড়া আমার দায়ের করা রীটের বিবাদী ছিলেন তৎকালীন ল্যাবের সভাপতি, মহাসচিব ও ল্যাব নির্বাচন কমিশন এবং আমার দায়ের করা রীটের merit ছিলো Not Place & Rejected.

সার্বিক বিবেচনায় এই নোটিশ জারী সাংগঠনিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও কল্পনা প্রসুত যা আইনের দৃষ্টিতে অকার্যকর ইহাতে ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রতিফলিত বিধায় গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের সর্ব প্রাচীন সংগঠনকে ক্ষমতার দম্ভে প্রশ্নবিদ্ধ করা থেকে বিরত থেকে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য সাংগঠনিক বৃহত্তর স্বার্থে অনুরোধ করছি।

প্রাপক,
মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার।
আহ্বায়ক
ল্যাব নির্বাচন-২০২০ মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি।
ও সহ-সভাপতি, ল্যাব।

ধন্যবাদান্তে-

২৯/০৬/২০২১

এ এফ এম কামরুল হাছান।
এলএম-৩৩১৯
উকিলপাড়া,কিশোরগঞ্জ-২৩০০
ও
সভাপতি
বাংলাদেশ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতি।

বরাবর
মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার
সহঃ সভাপতি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)
নীলক্ষেত হাইস্কুল
ঢাকা- ১০০০.

বিষয়ঃ অভিযোগের ব্যাখা প্রদান প্রসঙ্গে।

স্মারক নং বাগ্রস/প্রশাসন-২৬/২০২১/৭৭

তারিখঃ ১৫/০৬/২০২১ইং

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ল্যাব নির্বাচন ২০২০ তফসীল ভু সময়ে করোনা মহামারীর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেয়ে আমি গত ৩/১২/২০২১ইং তারিখে প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা বরাবে আমি একটি আবেদন পত্র দাখিল করি। উল্লেখ্য করোনা মহামারী সংক্রমনের কারনে উক্ত বছরের পিএসসি, জেএস এসএসসি ও এইচ এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এছাড়া, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। বাংলাদে গ্রন্থাগার সমিতির একজন জীবন-সদস্য হিসেবে উক্ত আবেদনপত্র দেওয়া যৌক্তিক মনে করেছি। এছাড়া, রিট দাখিলকারী এফ এম কামরুল হাসানকে সহযোগিতা করা তো দুরের কথা, ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে আমার কখনও পরিচয় হয়নি। তি কিভাবে আমার আবেদন কোড করেছেন, তা তিনি বলতে পারেন। আমার নিকট থেকে কোন অনুমতি গ্রহণ করেন নি। বিধায় প্রাণপ্রিয় সংগঠন ল্যাব এর বিরোধী কোন কার্য্যকলাপে আমার জড়িত থাকায় প্রশ্নই উঠে না। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী এ সংগঠনের সদস্য হওয়ার পর সংগঠন এর গঠনতন্ত্রের বিরোধী কোন কার্য্যকলাপে আমি যেমন অতীতেও জড়ি ছিলাম না, এখনও নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করি। উক্ত এ এফ এম কামরুল হাসানকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না। আমার আবেদনটি আমি প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার বরাবরে রেজিষ্টার ডাকযোগে পাঠিয়েছি এব ফেসবুকে পোষ্ট করেছি। এই মতামতটি আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব যাতে সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি।
জনাব এ এফ এম কামরুল হাসানের পরিচিতি এবং ল্যাব কাউন্সিলের সভার কার্য্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের একটি কপি দয়া করে সরবরাহ করতঃ বাধিত করবেন।

অতএব, প্রার্থনা এই যে, আরোপিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি দিতে সদয় মর্জি হয়।

আপনার বিশ্বস্ত,

তারিখঃ ২৪/০৬/২০২১ইং

(স্বাক্ষরিত) ২৪/৬/২১
(এস এম মোহাম্মদ আলী)
LM – 1562
গ্রন্থাগারিক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী,বগুড়া।

অনুলিপিঃ
১। সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব), নীলক্ষেত হাইস্কুল ভবন, ঢাকা।
২। মহাসচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব), নীলক্ষেত হাইস্কুল ভবন, ঢাকা।

বরাবর
মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার
আহবায়ক
ল্যাব নির্বাচন-২০২০ মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি
ও
সহ-সভাপতি, ল্যাব।

বিষয় ঃ অভিযোগের ব্যাখ্যা প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার ১৫/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখের বাগ্রস/প্রশাসন-২৬/২০২১/৭৮ নং স্মারকের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে, হাইকোর্ট ডিভিশনে ল্যাব নির্বাচন-২০২০ বাতিল করার জন্য রিট পিটিশন দাখিল সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই এবং আমার কোন সম্পৃক্ততা নেই।

দেখা যায়, রিট পিটিশনের আরজিতে ৯নং পৃষ্ঠার ১১নং অনুচ্ছেদে ভুল বানানে আমার নাম এবং এল এম নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।

আপনার সংযুক্তি কাগজের মধ্যে, প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি নির্বাচন-২০২০, মহোদয় বরাবরে 'ভোটার তালিকায় হালনাগাদ তথ্যাবলী সংযুক্তিকরণ প্রসঙ্গে' আমার দাখিলকৃত আবেদনের একটি ফটোকপি দেখা যাচ্ছে। প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা বরাবরে আমার দাখিলকৃত আবেদনের একটি ফটোকপি রিটের আরজির সাথে কিভাবে গেল তা আমার জানা নেই।

আমি, ল্যাব গঠনতন্ত্রের ২২(ক) ও (খ) ধারা মোতাবেক সংগঠন বিরোধী কোন কার্যকলাপে জড়িত নই। আমি ল্যাব সংগঠন এবং ল্যাব গঠনতন্ত্রের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল।

অতএব, আমার প্রতি সংগঠনবিরোধী যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা থেকে আমাকে অব্যহতিদানে জনাবের সদয় মর্জি হয়।

আপনার বিশ্বস্ত

২৮.০৬.২১

(মোঃ গোলাম কাদের তানু)
এল এম নং-২৩৯৮
লাইব্রেরিয়ান
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
বরিশাল।
মোবাইল= ০১৭১১ ০০৬৪০৫
gktanoo@gmail.com

Md. Monzurul Alam (Sujan)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
Evening Chamber:
Eastern Arzoo, Level # 14
Suit # 14-3, 61, Bijoy Nagar, Dhaka.

Chamber:
Room No. 805 (Annex Ext.)
Supreme Court Bar Association
Building, Dhaka.
Mob: 01917-143485

Ref.:

Date: 06.02.2022

লিগ্যাল নোটিশ
রেজিঃ এ/ডিসহ

প্রেরক,

মোঃ মনজুরুল আলম (সুজন)
এ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
চেম্বারঃ ইস্টার্ন আরজু লেভেল-১৪
স্যুট নং- ১৪-৩
৬১, বিজয়নগর, ঢাকা।

পক্ষেঃ জনাব এ.এম.এম. কামরুল হাসান
এল এম- ৩৩১৯, প্রযত্নে- এ, বি এম শহীদুল্লাহ
গ্রাম- উকিলপাড়া, নীলগঞ্জ রোড, থানা- কিশোরগঞ্জ সদর
জেলা- কিশোরগঞ্জ।

প্রাপকঃ

১। ড. মোঃ মিজানুর রহমান
সভাপতি
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)
ল্যাব ইলিশ ভবন
৯৯/২, শ্যামলী হাউজিং (২য় প্রকল্প)
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
Email: libraryassociation.bd56@gmail.com
Web: www.lab.org.bd

২। মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার)
মহাসচিব
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)
ল্যাব ইলিশ ভবন
৯৯/২, শ্যামলী হাউজিং (২য় প্রকল্প)
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
Email: mhamidurrahman72@gmail.com.
libraryassociation.bd56@gmail.com
Web: www.lab.org.bd

৩। মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার
আহবায়ক
ল্যাব নির্বাচন- ২০২০ মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি
ও
সহ-সভাপতি, ল্যাব।
ল্যাব ইলিশ ভবন
৯৯/২, শ্যামলী হাউজিং (২য় প্রকল্প)
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
Email: libraryassociation.bd56@gmail.com
Web: www.lab.org.bd

আমার মোয়াক্কেল কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আপনাদেরকে এই মর্মে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিতেছে যে

Md. Monzurul Alam (Sujan)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
Evening Chamber:
Eastern Arzoo, Level # 14
Suit # 14-3, 61, Bijoy Nagar, Dhaka.

Chamber:
Room No. 805 (Annex Ext.)
Supreme Court Bar Association Building, Dhaka.
Mob: 01917-143485

Ref.:

Date: 06.02.2022

-২-

ভোটার তালিকা সংশোধন চেয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং- ৯৮৫৭/২০২০ দাখিল করেন। পরবর্তীতে উক্ত রীট পিটিশনটি উত্থাপিত হয়নি মর্মে না মঞ্জুর হয় (Rejected as being not pressed).

২। আপনারা নোটিশ গ্রহীতাগণ আমার মোয়াক্কেল এর এরূপ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রীট দাখিল করার কারণে আপনারা নোটিশ গ্রহীতাগণ বিগত ১৫.০৬.২০২১ ইং তারিখের একটি শোকজ নোটিশের মাধ্যমে জানান যে, আমার মোয়াক্কেলের এরুপ রীট দায়ের বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) গঠনতন্ত্রের ২২ এর(ক) ও (খ) ধারা মোতাবেক গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের সামিল যাহা আপনাদের গঠনতন্ত্রের ২২(ক) ও (খ) ধারা কোথাও উল্লেখ নাই এবং আপনারা উহার অপব্যাখ্যা করিতেছেন।

৩। আমার মোয়াক্কেলের ল্যাব নির্বাচন-২০২০ এর ভোটার তালিকা সংশোধন চেয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট রীট পিটিশন দাখিল কিভাবে নির্বাচন বানচাল, ল্যাব গঠনতন্ত্র ২২(ক) ও (খ) ধারার পরিপন্থি ও শৃঙ্খলা ভংগের সামিল তাহা আপনারা নোটিশ গ্রহীতাগণ আমার মোয়াক্কেল কর্তৃক প্রদত্ত লিগ্যাল নোটিশ গ্রহণের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৪। আমার মোয়াক্কেল কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আপনারা নোটিশ গ্রহীতাগণকে জানানো যাচ্ছে যে আমার মোয়াক্কেলের নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে তাহার আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। এ বিষয়ে কাউকে শোকজ করা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সামিল যাহা সংবিধান পরিপন্থি ও মানহানিকর বটে এবং আমার মোয়াক্কেলকে অযথা নানাভাবে হয়রানী করিতেছেন।

৫। আপনারা নোটিশ গ্রহীতাগণ কর্তৃক বিগত ১৫.০৬.২০২১ ইং তারিখে প্রদত্ত এরুপ শোকজ নোটিশ এবং ০২.০১.২০২২ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ল্যাবের ১৪তম সাধারন সভার নোটিশে ল্যাবের সকল সদস্যের কাছে নির্বাচন বানচাল, গঠনতন্ত্র পরিপন্থি আচরণ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী হিসাবে উপস্থাপন করে চিঠি প্রেরণ কারার কারণে আমার মোয়াক্কেল সামাজিকভাবে ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এবং তাহার মান সম্মানের হানি ঘটিয়াছে।

এমতাবস্থায়, আপনারা নোটিশ গ্রহীতাগণকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, বিগত ১৫.০৬.২০২১ ইং তারিখে প্রদত্ত শোকজ নোটিশ এবং ০২.০১.২০২২ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ল্যাবের সকল সদস্যকে প্রেরন করা সাধারণ সভার চিঠি অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে প্রত্যাহার করিয়া নিবেন এবং লিখিতভাবে আমার মোয়াক্কেলকে অথবা তাহার নিয়োজিত আইনজীবীকে জানাইবেন। অন্যথায় আমার মোয়াক্কেল আপনাদের অর্থাৎ নোটিশ গ্রহীতাগণের বিরুদ্ধে মানহানি ও আর্থিক ক্ষতি পূরণের মামলা করিতে বাধ্য হইবে।

অত্র লিগ্যাল নোটিশের অবিকল কপি ভবিষ্যতে ব্যবহারের নিমিত্তে আমার চেম্বারে সংরক্ষন করা হইল।

ধন্যবাদান্তে,

Md. Monzurul Alam Sujan

মোঃ মনজুরুল আলম (সুজন)
এ্যাডভোকেট

সজ্জনে অর্জনে: বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)

ড. মো. মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) ১৯৫৬ সালে মরহুম মুহম্মদ সিদ্দিক খাঁন সংক্ষেপে এম এস খাঁন-এর হাতে গড়া একটি প্রাচীন সংগঠন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতি। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয় বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব); যা আজ বাংলাদেশের গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিকতা ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষার জাতীয় সংগঠন হিসেবে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত।

বাঙালি জাতির দীর্ঘ সংগ্রামের পেছনে ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি, ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ। সংস্কৃতিবান এবং আদর্শ মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি পালন করে চলেছে অনন্য ভূমিকা। সব কাজের যেমন সফলতা ও ব্যর্থতা থাকে তেমনি বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। একজন তরুণ পেশাজীবী হিসেবে ১৯৯০ সাল থেকে এই ল্যাব সম্পর্কে আমি কম বেশি অবগত আছি। ল্যাব কার্যক্রম, দর্শন ও ভাবনা আমার কাছে একটা উপাখ্যান বলে মনে হয়েছে। স্মৃতি ও ছড়ানো-ছিটানো কিছুসংখ্যক ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আজ সভাপতি হিসেবে এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত বলে আমার নিকট মনে হয়েছে, সে জন্যই এই রচনা।

ইতিহাস মাত্রই অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া। যে জাতি তার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, সে কোন দিন উন্নত জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। পাশাপাশি ইতিহাস কখনই কেউ মুছে ফেলতে পারে না; যখন তার পিছনের ঘটনার সত্যতা থাকে। কেননা প্রতিভা কোন দিন লুকিয়ে রাখা যায় না। কোন না কোন ভাবে সে বিকশিত হবেই। ল্যাবকে অনেক পেশাজীবীর কাছে পছন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু তাই বলে সংগঠন কিন্তু থেমে থাকবে না। সে এগিয়ে যাবেই। আর পছন্দ হবেই বা কি করে? এর নেতৃত্ব দিতে হলে প্রয়োজন দক্ষতা, মানবিক গুণাবলী এবং সদস্যদের সমর্থন; যা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরাসরি ভোটাধিকারের মাধ্যমে আসে, এটাই বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিউটিফিকেশন। আর এ সংগঠনকে চালাতে হলে এই পেশা ও পেশাজীবীদের দেশের মা, মাটি ও মানুষের মত করে ভালোবাসতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে দীর্ঘদিন পরে বের করে সিলেট কারাগারে নিয়ে যান পাকিস্তান সামরিক সরকার। বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে বের হয়ে বাগানের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে চুমু খেয়ে কপালে, বুকে ছুঁয়ে দুই হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, হে বাংলার মাটি, মা, মানুষ আমি তোমাদের ভালোবাসি (কারাগারে ওই সময় কর্মরত একজন সিপাহীর বর্ণনা থেকে এটা জানা যায়)। তাঁর ভালোবাসায় কোন খুঁত ছিল না। ল্যাবকে নেতৃত্ব ও পরিচালনা করতে হলে প্রয়োজন এরকম নিঃস্বার্থ ও নিখাঁদ ভালোবাসা। যারা এর প্রতি অবিচার, অন্যায় ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, তারাই ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে পতিত হয়েছে এবং অত্যন্ত নির্লজ্জ অপমান-অপদস্ত হয়ে সাথে সাথে বিদায় নিয়েছেন। এটা দেখা বা শেখার জন্য বেশি দূরে যেতে হবে না। সামান্য পিছনে ফিরে তাকালেই সেটা দেখা যাবে। যারা সংশোধন হননি, তাঁদের প্রতি বিনীত অনুরোধ অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন। যে সংগঠন আপনার রুটি-রুজির সম্মান এনে দিয়েছে- তাকে ভালোবাসি অন্তর থেকে; কেননা ইতিহাস কোন দিন কাউকে ক্ষমা করেনা।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)-এর কয়েকটি মূখ্য বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা করবো। আমি পেশায় নবীন, সেজন্য বেশি পিছনে যাবো না। ১৯৯০ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে আমার কাছ থেকে দেখা কিছু বিষয় নিয়ে আজকের উপস্থাপনা। তথ্যগত কোন অসংগতি বা ত্রুটি থাকলে আমাদেরকে জানালে আমরা তা সংশোধন করে নেব।

১। ল্যাবের জন্য একখন্ড জমি চাই:

ল্যাব ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও যথাসময়ে নেতৃত্বদানকারী কার্যনির্বাহী পরিষদের সময়ানুযায়ি, বার্ষিক

কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্য স্থির করতে না পারার কারণে এর নিজস্ব কোন অফিস, ভবন বা আবাসন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৮৯ সালে আমি পুরনো ঢাকার আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজাদ মুসলিম পাবলিক লাইব্রেরিতে 'লাইব্রেরিয়ান' পদে কর্মজীবন শুরু করি। যার চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, লেখক, ইতিহাসবিদ ও কমিশনার মোঃ নাজির হোসেন। নাজির হোসেন চাচার সুবাদে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক (বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান স্যারের সাথে পরিচয়। সেই পরিচয় সূত্রে তিনি আমাকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনার ধারণা দেন। আমি ১৯৯০ সালে সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষার্থী হিসেবে একাডেমিক জ্ঞান লাভ করি। পরবর্তীতে, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের 'গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশার অনেক সিনিয়র পেশাজীবীদের সাথে পরিচিত হই, পাশাপাশি তরুণ পেশাজীবীদের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়। সেই সময় ডক্টর মুস্তাফিজ স্যার আমাদের ক্যাটালগিং ব্যবহারিক বিষয়ে ক্লাস নিয়েছিলেন।

১৯৯৩ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রমনা ঢাকা- অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির একটি জাতীয় সেমিনার ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় 'ল্যাবের জন্য একখন্ড জমি চাই' শিরোনামে এই দাবিটি উপস্থাপন করা হয়। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ও জানা মতে সেটাই ছিল আমার দেখা আনুষ্ঠানিকভাবে ল্যাবের স্থায়ী অবাসনের প্রথম প্রচেষ্টা। উক্ত সভায় তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তরায় একখন্ড জমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন (লোক মুখে শুনেছি, যদিও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। শিক্ষার্থী ও বয়সে তরুণ ওর ধারে কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না এবং সবশেষে ব্যাপক হট্টগোলের কারণে সেটা সুষ্ঠুভাবে শেষ না হওয়ায় বিষয়টি সেই সময় বুঝিনি)। পরবর্তীকালে ল্যাব নেতৃবৃন্দ উত্তরা জমি গ্রহণের বিষয়ে সরকারের সাথে কোন ফলপ্রসূ যোগাযোগ রক্ষা করতে না পারায় জমিটা পাওয়া যায়নি।

১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন ল্যাবের তেমন সাংগঠনিক কার্যক্রম অর্থাৎ এজিএম বা সেমিনার না হওয়ায় জমি প্রাপ্তির কোন প্রকার কর্মতৎপরতা সেখানে দেখা যায়নি, যদিও ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালে ল্যাব ও বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, রাজশাহী বিভাগ-এর তত্ত্বাবধানে দু'টি জাতীয় সেমিনার রাজশাহীতে হয়েছিলো। ২০০৩ সালে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ল্যাব কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হলে ২০০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি টিএসসিতে অভিষেক অনুষ্ঠান এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মিলনায়তনে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ ও ১১ তারিখে অষ্টম সাধারণ সভা ও জাতীয় সেমিনারে বিষয়টি আবার উপস্থাপিত হয়। ল্যাবের তৎকালীন সভাপতি প্রফেসর ড. এম. আব্দুসসাত্তার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলী আকবর পরিষদের একজন সহকারি সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আমার কাজ করার সুয়োগ হয়েছিল। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সে সময় জমি প্রাপ্তির বিষয়টি জোরালো দাবি বা গণদাবিতে পরিণত হয়।

০৭ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে ল্যাবের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন, কাকরাইলে অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময় জমি প্রাপ্তির বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে আসে। 'সুবর্ণজয়ন্তী: গৌরবের ৫০ বছর' অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে তৎকালীন কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব ড. কামাল উদ্দীন সিদ্দীকি স্যারের সাথে দেখা করে ভূমি সচিবকে একটি পত্র ইস্যু করেন। ওই পত্রে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির জন্য ০১ বিঘা জমি বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই সময় আমরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাই যে, এবার ল্যাব একখন্ড জমি পাবে: এ আশা নিয়ে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি সুবর্ণজয়ন্তী: গৌরবের ৫০ বছর' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এম.পি, বিশেষ অতিথি হিসেবে সেলিমা রহমান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঁইয়া, প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জনাব আ ন ম এহসানুল হক মিলন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত তিনটি জমি তাদের নজরে আনার জন্য ডকুমেন্ট তৈরি করে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়:

১. বর্তমান সুফিয়া কামাল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পিছনে ২০ কাঠা পরিত্যক্ত জায়গা;
২. বাংলাদেশ রেলওয়ে কমলাপুর আইসিডি ডিপোর সাথে সংযুক্ত ১০ কাঠা জায়গা অথবা
৩. ১০/১ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা সরকারের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে উক্ত প্লটটি (এই প্লটটি আমার সরকারি বাসা হিসেবে বরাদ্দ ছিল, তখন কাউন্সিলের অনুরোধক্রমে ঢাকা ডিসি অফিসে আবেদন করে সেখান থেকে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির নামে লিখে দিলে আমার কোন আপত্তি নাই, এই মর্মে আমি একটি অনাপত্তিপত্র প্রদান করি এবং জমা দেই)।

অনুষ্ঠানের দুই দিন আগে সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার পিএস ও সরকারের একজন উপসচিবের সাথে আমি, ড. এস এম মান্নান স্যার, ড. এম আব্দুস সাত্তার ও সৈয়দ আলী আকবর ভাইসহ একটি সভা হয়। শাহবাগ সাকুরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এর জমি পাওয়ার ব্যাপারে বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়। এভাবে আলোচনা মোতাবেক বিষয়টি মাননীয় প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোষণা দিবেন এমন আশা করা হয়, কিন্তু অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অনেক দেরিতে উপস্থিত হয় এবং আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ জমি প্রাপ্তির বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না আসায় অনেকের ভেতরে হতাশা নেমে আসে।

পরবর্তীতে ২০০৯-২০১১ কার্যকরি পরিষদের শেষ বছরে ২০১১ সালের ০৪ ও ০৫ ফেব্রুয়ারি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী অডিটোরিয়াম, ঢাবি-তে বিষয়টি উপস্থাপন করলে সেখানেও কোন সাড়া না পাওয়ায় নিজস্ব তহবিলে জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- এখানে উল্লেখ্য যে, কার্যকরি পরিষদের যুগ্মমহাসচিব হিসেবে আমার সামগ্রিক বিষয়টি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের পর ২০১১ সালের শেষদিকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ০৪ (চার) কাঠা জমি ল্যাব-ইলিস যৌথভাবে ক্রয় করার জন্য বায়না করা হয় যার ঠিকানা ঢাকার মোহাম্মদপুর শ্যামলী হাউজিং (দ্বিতীয় প্রকল্প)। কিন্তু এখানেও বিড়াম্বনা। একপর্যায়ে জমির কাঙ্খিত টাকা সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ দেওয়ার কথা বললেও শেষ মুহূর্তে তারা তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করে নেন। ল্যাবের নির্বাহী পরিষদের কয়েকজন ব্যক্তিগত নামে জমি ক্রয়ের প্রস্তাবও আসে। কিন্তু আমিতো নাছোড়বান্দা। ল্যাবের নামে জমি ক্রয় করলে আমি ৫০ হাজার টাকা ডোনেশন দিবো যা জমি ক্রয়ের সময় দিয়েছি এ মর্মে ঘোষণা করি কাউন্সিল মিটিংয়ে কিন্তু তাতেও জমি ক্রয়ের বাধা থেকে বের হতে পারছিলাম না।

অবশেষে, তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে জমি ক্রয়ের বিষয়ে ল্যাবের নেতৃবৃন্দদের মধ্য থেকে সকলের মতামত আহ্বান করেন। সেখানে তৎকালীন মহাসচিব সৈয়দ আলী আকবর ভাই হতাশ হয়ে পড়েন এবং টাকা না দিলে জমি কিভাবে ক্রয় করা হবে এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করেন। জমি ক্রয় করতেই হবে, মুন্সী স্যার বললেন- হয় টাকার ব্যবস্থা সবাই করবেন, নচেৎ আমি সকল সদস্যদের ডেকে রশিদ অনুযায়ী যে টাকা দিয়েছেন আমি সকলের টাকা ফেরত দিব এবং বিশেষ এজিএম ডেকে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবো। এই জমি ক্রয়ের ব্যাপারে কার কি ভূমিকা এবং কে কি করছেন তা উন্মুক্ত করে দিবো।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, জমির মালিক সাভারের স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের বাড়িতে ল্যাব নেতৃবৃন্দ গেলে ব্যাপক আপ্যায়ন করেন। আলোচনায় জমির প্রকৃত মূল্য থেকে অনেক কম মূল্যে আমাদের জমি নেওয়ার সুযোগ হয়। সভাপতি মহোদয় সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ২.৫ কাঠা ল্যাব এবং বাকি ১.৫ কাঠা অন্যত্র বিক্রি করে তিন লক্ষ টাকা লাভ পাওয়া যাবে। জনাব আবুল কালাম আজাদ নামে একজন ব্যবসায়ির কাছে তা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের কক্ষে জমি রেজি. করতে কত টাকা লাগবে তা হিসেব করে তিনি লোন হিসেবে বাকি টাকা দেয়ার সম্মতি দেন। সেখানে আমিসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ বিশেষ করে সৈয়দ আলী আকবর ভাই, ফরিদা আপা, ময়েজ ভাই, আওয়াল স্যার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান পদে আসীন এমন অনেকে উপস্থিত ছিলেন। চেক নিয়ে আমি এবং আওয়াল স্যার বিজয়নগর থেকে

টাকা তুলে এনে সভাপতির কাছে দিলাম। তারপরও তিন লক্ষ টাকার মত কম থাকে। আমার শাশুড়ির হজ্বের টাকা, ইলিসের ভর্তি সম্পর্কিত কিছু টাকা ঋণ হিসেবে নিয়ে (৪১,১৬,৫০০+ দলিল মূল্যসহ) সর্বমোট ৪৬ লক্ষাধিক টাকা দিয়ে ২৬.০৭.২০১১ সালের শেষদিকে ০৪২৪.৫০ অযুতাংশ (আড়াই কাঠার একটু বেশি) জমি ল্যাব-ইলিসের নামে রেজি. করা হয়।

জমির দলিল সংক্রান্ত সকল কাজ যখন চূড়ান্ত এমন সময় কফিনের শেষ পেরেক ঠোকার জন্য কয়েকজন পেশাজীবী মহাসচিবকে আবারও চাপে ফেলে দেন। মহাসচিব সৈয়দ আলী আকবর ভাই পেরেসানি নিয়ে দ্রুত এসে বললেন, মিজান জমি এভাবে দলিল করা যাবে না। যত টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ টাকা দলিল মূল্যে উঠাতে হবে। কিন্তু সেটা উঠালে প্রায় আরো তিন লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে, যেহেতু জমি কেনার জন্য যারা প্রথম থেকে বিরোধিতা করে আসছিল তারাই আবার নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। কাজেই ক্রয়মূল্যের সমপরিমাণ দলিল মূল্য তুলে জমি রেজিস্ট্রি কাজ চূড়ান্ত করা হয়।

যথাক্রমে জমির দলিল লেখা নিয়ে শেষ মুহূর্তে পড়তে হলো নতুন বিড়ম্বনায়। গ্রহিতা হিসেবে প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দীন মুন্সী, সভাপতি ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ও ইলিস, নীলক্ষেত, ঢাকা এবং সৈয়দ আলী আকবর, মহাসচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, নীলক্ষেত, ঢাকা নামে জমির দলিল করার জন্য চূড়ান্ত করা হলো। কিন্তু সাব-রেজিস্টার বললেন, সংগঠনের জমি ব্যক্তি নামে রেজিস্ট্রি করা যায় না। কিছুদিন পরে সমিতির নেতৃবৃন্দের ভিতরে কোন মতের অমিল হলে ব্যক্তি নামের জমি তারা বিক্রি করে নিতে পারবেন বিধায় জমি রেজিস্ট্রি হবে সভাপতি ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ও ইলিস, নীলক্ষেত, ঢাকা এবং মহাসচিব, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি নীলক্ষেত, ঢাকা। সেই হিসেবে স্ট্যাম্প চেঞ্জ করে দলিল সম্পন্ন করা হলো এবং ল্যাবের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের স্বপ্নে আমরা পৌঁছে গেলাম।

২। ল্যাব-এর নিজস্ব ভবন চাই:

ল্যাবের জন্য নিজস্ব একখন্ড জমি ক্রয়ের পর এবার সদস্যদের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। যে কোন অনুষ্ঠানের সদস্যদের একটাই দাবি ল্যাবের নিজস্ব ভবন চাই এবং ল্যাব সদস্যদের ঢাকা শহরে কম খরচে/বিনামূল্যে থাকার সুবিধা চাই। জমির মালিক পক্ষকে নিয়ে জমি বুঝে নেওয়ার জন্য সৈয়দ আলী আকবর ভাইকে সাথে নিয়ে নেতৃবৃন্দ মোহাম্মদপুর বালুর মাঠ শ্যামলি হাউজিং (দ্বিতীয় প্রকল্প) এলাকায় গেলে নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। শত প্রতিকূলতার মধ্যে সিদ্ধান্ত হল বাউন্ডারি ওয়াল করতে হবে, কিন্তু কিভাবে? সেখানে জমি ছিল অনেক নিচু। অনেক পানি জমে থাকে, যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। যদিও আমরা জমি ক্রয়ের সময় সামনে দিয়ে ১০ ফুট জায়গা ছেড়েছি। সিদ্ধান্ত হলো ইটের ১০ ইঞ্চি কলাম এবং ৫ ইঞ্চি গাঁথুনি দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল করা হবে। এমন সময় ল্যাব নির্বাচন-২০১১ সিডিউল ঘোষণা হলো। নির্বাচনে নিজেদের মধ্যে দুটি প্যানেল হলো। আমি মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হলাম। ভবন নির্মাণের দাবি আরও জোরদার হলো। দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই সিদ্ধান্ত হলো, যত প্রতিকুলতা তৈরি হোক না কেন বাউন্ডারি ওয়াল করতে হবে। ইতিপূর্বে প্রস্তুতকৃত ৫ ইঞ্চি ইটের দেয়াল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এবার কলাম ও গ্রেডভীম দিয়ে বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ শুরু হলো, অনেক টাকা ব্যয়। অনেক নিচু জায়গায় বালি ফেলে ভরাট করায় নিচের কলাম করার জন্য অনেক নিচে গর্ত খোঁড়ার দরকার হলো। চারিদিকে কলাম ও গ্রেডভিম করে রেখে দেয়া হলো। কিছুদিন পর আবার কিছু অর্থ সংগ্রহ করে সেই কলাম ও গ্রেডভিমের উপর প্রাথমিকভাবে একটি টিনশেডের কাজ এগিয়ে যায়। টিনশেড করার সময় দেখা গেল, যে টাকা টিন ও লোহার এঙ্গেলে খরচ তার সাথে সামান্য পরিমাণ টাকা যোগ করলে ছাদ দেওয়া সম্ভব।

ডিজাইনার এবং ইঞ্জিনিয়ারের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে তারা বললেন কোন সমস্যা নেই, দু'তলা করা যাবে ভালোভাবেই। যেই কথা সেই কাজ। ইলিসের পরিচালক কাজী আবদুল মাজেদ স্যার এবং সভাপতি প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী স্যারের সার্বিক সহায়তায় ২০১৪ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার আগেই প্রথম তলার ছাদ পর্যন্ত কলাম উঠানোর সিদ্ধান্ত হলো, যাতে ভিতরে অযাচিত লোক ঢুকে নতুন করে কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে না

পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই নির্মাণ কাজের যে বিড়ম্বনা ও চ্যালেঞ্জ তা যারা ঢাকা শহরে বাড়ি করেছেন একমাত্র তারাই বুঝতে পারবেন। এ সম্পর্কে ২০১৪ সালের একাদশতম সাধারণ সভায় মহাসচিবের প্রতিবেদনে আমি বিস্তারিত বলেছিলাম। সেদিনের সেই কথা মনে পড়লে আজও গাঁ শিউরে ওঠে। সেই বিপদের সময়ে ল্যাবের কাউন্সিলর কাজী এমদাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ এ.এফ.এম খালেকুজ্জামান এবং ২০২১ সালে কোভিড-১৯ এ মরহুম অ্যাডভোকেট আবদুল কাদের ভাই যিনি ল্যাবের আজীবন সদস্য না হয়েও আমার বড় ভাই হিসেবে একজন শুভাকাঙ্খী ছিলেন। পরবর্তীতে কিছু কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৎকালীন সময়ের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম হুমায়ূন কবীর টুটুল এর অবদানও স্মরণীয়।

যাক সে কথা, বাড়ির কাজ বা জমি ক্রয় করার সময় একটা পয়সাও যারা দেয়নি, তারা এবার শুরু করলো রাজউকের অনুমোদন নেই, কিভাবে ভবন করা হচ্ছে; টাকা জলে যাবে। কিন্তু সাধারণ সভায় জমিটি দখলে রাখাসহ বিষয়টি উপস্থাপন করলে কোনরকম রাজউক অনুমোদন ছাড়া বাউন্ডারি ওয়ালের উপরে সেমিপাকা ভবন করার ব্যাপারে অনুমোদন দেন। যাই হোক, বর্তমানে দ্বিতীয় তলা করা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় তলার উপর চারিদিকে তিন ফুট বাউন্ডারি ওয়াল আছে সে সময় মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো কলামসমূহ তৃতীয় তলা পর্যন্ত টেনে বাউন্ডারি ওয়ালের উপর টিনশেড করে ভাড়া দেওয়া হবে। কিন্তু ফান্ড না থাকায় বর্তমানে দ্বিতল ভবনের তৃতীয় তলায় সিড়ি লগ্ন রুম ঠিক করে টিন দিয়ে ৩য় তলার একটি কক্ষ ভাড়া দেয়া সম্ভব হয়েছে।

একটা বিষয় না বললেই নয়, ২০১৮-২০২০ কার্যকরি পরিষদের সদস্যগণ ভবনের ভাড়া আদায় বা রক্ষণাবেক্ষনের কাজ নিজেরা সরাসরি তদারকি করেননি। ফলশ্রুতিতে, ভবনটি স্থানীয় দালাল ও টাউটদের দখলে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। ২০২১ সালে বর্তমান পরিষদ নির্বাচিত হলে জঞ্জাল অপসারণ করা শুরু হয়। এক হিসেবে দেখা যায় ভবন থেকে প্রতি মাসে ভাড়া আসে ২৭ বা ২৮ বা ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তার বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা খরচ প্রতি মাসে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। তারপর কেয়ারটেকারের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় খাত অর্থাৎ আয় এবং ব্যয় সমান সমান।

২০২১ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান পরিষদ ১,২২,০০০/- (এক লক্ষ বাইশ হাজার) টাকা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এবং ৪৬,০০০ (ছেচল্লিশ হাজার) টাকা পানির বকেয়া বিল পরিশোধ করে হালনাগাদ করেছে। নীলক্ষেত হাই স্কুল থেকে ইলিস মিরপুর নিজস্ব ভবনে চলে গেলে সেখানে স্বল্প জায়গার জন্য স্থান সংকুলান না হওয়ায় ল্যাব নিজস্ব ভবনে উঠতে বাধ্য হয়। এখন নিজস্ব ভবন না থাকলে ল্যাবকে আবার ২০০৬-২০০৮ সালের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হতো। তাছাড়া ল্যাব নিজস্ব ভবনে না উঠলে ভবনের অভ্যন্তরীণ বিষয় জানা যেতো না এবং জায়গা রক্ষা করা কঠিন হতো বলে মনে হচ্ছে। তারপরেও এতদিন পর স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি আমাদের ল্যাবের জমির দাগের উপরে মিস কেস করে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন। গত ২৯.১২.২০২১ তারিখ উকিল নিয়োগ করে তার জবাব ও হাজিরা দেয়া হয়েছে। গত ০৯.০১.২০২২ তারিখে জমির মূল দলিল সহকারী কমিশনার ভূমি অফিস প্রদর্শনপূর্বক পূণরায় হাজিরা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে মামলা নিস্পত্তি পর্যায়ে রয়েছে।

বর্তমানে ল্যাব সদস্যগণ ইচ্ছা করলে স্বল্পমূল্যে এখানে থাকতে পারেন, তবে পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন আসবাবপত্র ও বিছানা পত্রের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। ল্যাব সদস্যদের জন্য সব থেকে বড় কক্ষটি এখনো খালি রাখা হয়েছে, যেখানে চারটি বড় খাট দিয়ে আটজন সদস্য সহজেই অবস্থান করতে পারেন।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক এর পদ সৃজন এবং নিয়োজিত পেশাজীবী শিক্ষকের মর্যাদা লাভ:

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। ইতিহাস কালের সাক্ষী। কালের সাক্ষ্যকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে হলে স্বপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। কিন্তু ইতিহাস যখনই যার বিপক্ষে যায়, তখনই সে নারাজ হয়ে যায়। বাস্তবতার নিরিখে আমাদের অনেক কাছের মানুষের মধ্যেই আমি সেটা লক্ষ্য করেছি। সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা

নেই। আরে আপনি কাজ করবেন, আপনার সমালোচনা হবেই। কেননা আপনার মুভমেন্ট বেশি। ঘরে বসে থাকবেন, কোন কাজ করবেন না, কাজেই আপনার কোনো সমালোচনা নেই।

প্রথমে আসি মাধ্যমিক স্তরের গ্রন্থাগারে পদ সৃজনের কথায়। ল্যাবের ইতিহাস এবং এর পুরাতন নথিপত্র ঘেটে যেটা পাওয়া যায় তা হল তৎকালীন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত কয়েকটি চিঠিপত্র যা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে লেখা। অবশ্য ল্যাব অফিস শাহবাগ থেকে উচ্ছেদ হওয়ার সময় অনেক নথিপত্র নষ্ট হয়ে যায়। তৎকালীন এনাম কমিটির (এনাম কমিশন) রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ ছিল এবং ৭৯টি প্রতিষ্ঠানে লোকবল নিয়োজিত ছিলো। সেই পদটি এনাম কমিটি কর্তৃক বিলুপ্ত করা হলে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ করেন কিন্তু সেই পদটি আর ফেরত আনা সম্ভব হয় নাই।

১০.০৭.১৯৯৩ তারিখে ব্যান্সডক অডিটোরিয়ামে "কলেজ গ্রন্থাগার: সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে তৎকালিন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ল্যাব নেতৃবৃন্দ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যলয় গ্রন্থাগারিকের পদ পুনঃরুদ্ধার এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদ সৃজন ও শিক্ষকের পদ মর্যাদা প্রদানের জোর সুপারিশ করেন। এরপরই ১৯৯৩ সালে ল্যাব নেতৃবৃন্দ তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া-কে প্রধান অতিথি করে যে জাতীয় সেমিনার এবং সাধারণ সভা হয়েছিলো সেখানে মাধ্যমিক স্তরে এই পদ সৃষ্টির ব্যাপারে নতুন করে কোনো তথ্য উঠেছিল কিনা, তা আমরা পাইনি (কারো কাছে থাকলে তা জানালে আমরা সেটা সংযুক্ত করবো)। ১৯৯৯ সালের ২৯ জানুয়ারি আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বেগম আকতার জাহান আপা এবং শ্রদ্ধেয় সালাম স্যারের নেতৃত্বে রাজশাহীতে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি এবং ল্যাব, রাজশাহী বিভাগ, এর তত্ত্বাবধানে যৌথভাবে একটি জাতীয় সেমিনার হয় সেখানেও এ নিয়ে কথা হয়; কিন্তু সেটা কোন এজিএম নয়। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ল্যাবের সদস্যদের নিয়ে মাঝেমধ্যে দু-একটি বার্ষিক বনভোজন ছাড়া কোন সাধারণ সভা আয়োজন হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

১৯৯৪ সালে ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদানের পরপরই শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ের পন্ডিত ব্যক্তি জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ স্যারের সাথে কাজ করার সুবাদে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সার্বিক কার্যক্রমে সংযুক্ত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়। ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও (মান্থলি পে অর্ডার) ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের নীতিমালা নিয়ে কাজ শুরু হয়। এ কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন সৈয়দ ফজলুল পাশা, সিনিয়র সহকারি সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ব্যানবেইস এর পরিচালক এবং শিক্ষক নেতা জনাব ফারুক স্যারসহ অনেকেই এ কমিটিতে কাজ করেন। এই কমিটির বিভিন্ন মিটিং ধারাবাহিকভাবে ব্যানবেইস-এ হতে থাকে। এক পর্যায়ে কমিটির কাজে ভাটা পড়ে যায়। তবে সেই সময়ে ব্যানবেইস বেসরকারি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির কাজ করার দায়িত্ব পেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও কাজ এখানে অনেক বেড়ে যায়। ফলে আবারও নীতিমালা তৈরির কাজে গতি পায়। জনাব সুলতান উদ্দিন স্যার তখন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি কিন্তু এ বিষয়টি কয়েকটি মিটিংয়ে উঠলেও পদ সৃজনের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটির অনেক সদস্য অনীহা দেখায়। সর্বশেষ এমপিও নীতিমালা চূড়ান্ত এবং সভার কার্যবিবরণী চূড়ান্ত করার সময় ১৯৯৩ সালের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ডকুমেন্ট দেখিয়ে তৎকালীন সহকর্মীদের সহযোগিতায় রেজুলেশন চূড়ান্ত করার সময় সহকারি গ্রন্থাগারিক এর পদটি ২৪.১০.১৯৯৪ নীতিমালায় সংযুক্ত করে দেয়া হয়। আমার জানামতে, এটাই ছিল বেসরকারি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ সৃজনের আদি কথা।

যাক সে কথা, ২৪/১০/১৯৯৫ পদ সৃজনের জায়গায় পদটি সংযুক্ত হলেও ভুল হয়ে যায় অন্য জায়গায়। স্টাফিং প্যাটার্নে পদটি অন্তর্ভুক্ত করলেও নীতিমালার পরিশিষ্ট-ক নিয়োগের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা শিডিউলের পৃষ্ঠা ১৫, কলাম ১০ এর সংযুক্ত না থাকায় নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা) কেউ সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ দিতে পারেননি। এখানে উল্লেখ্য যে, ফেনীর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই পদে উক্ত

পদসৃজনের প্যাটার্ণ অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করলেও তাকে এমপিওভুক্ত করতে পারেননি; যা পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আমার পিএইচডি কাজে সার্ভে করার সময় ডকুমেন্টটি পাওয়া যায়।

২৪.১০.১৯৯৫ সালের অভিযান থেকে বাদ গেলেও বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি বিভিন্ন সভা সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে এ বিষয়টি উপস্থাপন করতে থাকেন। ১৯৯৭-৯৮ সালের ডিপ্লোমা পাশ করার পর পরই ল্যাবের সাংগঠনিক কাজে লেগে যাই। তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব খন্দকার ফজলুর রহমান এবং শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু জনাব আবদুল লতিফ স্যার আমাকে কাজ করার সুযোগ করে দেন। এই সময় ল্যাব কর্তৃক সর্বপ্রথম 'ল্যাব মেম্বারস ডিরেক্টরি' শিরোনামে একটি ছবিসহ ডিরেক্টরি প্রকাশ করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। কাউন্সিল সভায় ড. এম আব্দুসসাত্তার আহ্বায়ক এবং আমাকে সদস্য সচিব করা হয়। এটাই ল্যাব কার্যক্রমে আমার হাতে কলমে প্রথম কাজ। এ সময় ড. এম আব্দুসসাত্তার স্যারের সাথে খুব কাছে থেকে আমার কাজ করার সুযোগ হয়। দীর্ঘ তিন বছর চেষ্টার পর প্রকাশনাটি প্রকাশিত হয়।

আনু ষ্ঠানিক কাজ করার সুযোগে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যাপারে তৎকালীন ল্যাব নেতৃবৃন্দের প্রতিনিয়ত আলোচনা হতে থাকে, কিন্তু বাস্তবে রূপদান দেয়া সম্ভব হয় না। মূলত ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ল্যাবের আনুষ্ঠানিক জবাবদিহিতামূলক কোন অনুষ্ঠান বা সাধারণ সভা না হওয়ায় সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভের দানা বাঁধতে থাকে। প্রতি তিন বছর পর পর পোস্টাল ব্যালটে ভোট হয় এবং ল্যাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইলিসের অর্থের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে সরাসরি ভোটে ২০০৪-২০০৬ কার্যকালে সৈয়দ আলী আকবর ও প্রফেসর ড. এম আব্দুসসাত্তার প্যানেল জয়লাভের পর ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে টিএসসিতে নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক এবং ২০০৫ সালের ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে জাতীয় সেমিনার ও নবম সাধারণ সভা অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে সাধারণ সদস্যদের সাথে সরাসরি জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রম শুরু হয়। সেই পরিষদের সহকারি সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে তাদের সাথে সম্মুখ সারিতে আমি কাজ শুরু করি। এসময় ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাকরির সুবাদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ-খবর এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির কার্যকরী পরিষদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মাফিক সকল কার্যক্রম সামনে থেকে অবলোকন করার সুযোগ হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমগুলো ল্যাব অফিসে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সাথে বিকালে শেয়ার করলে বিশেষ করে আব্দুসসাত্তার স্যার সম্ভাব্য সকল জায়গায় পত্র লিখতে লাগলেন এবং আমি যখন যেটা পত্র তৈরী করে দিতে অনুরোধ করতাম সেই পত্র তৈরি করে স্বাক্ষর করে আমাকে পাঠাতে লাগলেন।

২০০৬ সালের প্রথম দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি অনুষ্ঠানে (মনে হয় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ সম্পর্কিত) বুঝতে পারলাম পদ সৃজনের যৌক্তিকতা লাগবে। কেননা পদ সৃজনের যৌক্তিকতা, কী কারণে পদ সৃজন করা হবে, বেতন স্কেল কী হবে, তাদের কী কাজ থাকবে, জাতীয় উন্নয়নে তারা কী ভূমিকা পালন করবে ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে পদ সৃজনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়টি নিয়ে ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী ও অধ্যাপক ড. জাবেদ আহমেদ স্যারের সাথে শেয়ার করলাম। তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধান এবং গাইডলাইন অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে "ডেভলপমেন্ট অফ সেকেন্ডারি স্কুল লাইব্রেরি সিস্টেম অফ বাংলাদেশ: প্রবলেম এন্ড প্রসপেক্টস" শিরোনামে গবেষণা কাজ শুরু করলাম।

গবেষণা কাজ শুরু করার আগে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিল। বিষয়টি অনেক সময় সাপেক্ষ এবং জটিল ব্যাপার। এ বিষয়ে আমাকে ব্যানবেইসের তৎকালীন পরিচালক জনাব আহসান আবদুল্লাহ স্যার এবং শিক্ষা সচিব স্যারের পি এস অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সাহায্য করলেন। আমি অতি দ্রুত অনুমতি পেয়ে গেলাম। অনুমতি লাভের পূর্বেই ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করি। ০৫.০৩.২০০৭ তারিখে আমি অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে গবেষণা কাজটি শুরু করলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮-৯৯ সালের দিকে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি প্রস্তাবনা আসে। উক্ত পত্রে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর ডিগ্রী ও গবেষণা কাজ করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সুযোগ ছিলো। এই পরিপত্রটি শিক্ষা

মন্ত্রণালয় সংযুক্ত বিভিন্ন বিভাগে প্রেরণ করে। সেটাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে অনুমতি গ্রহণের কাজটি করিয়ে নিতে সহজ হয়।

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি কথা বলা প্রয়োজন সেটা হল, অনুমতি গ্রহণের পর আমি কোথায় গবেষণা কাজটি করব সেটার জন্য এই সময়ে আমাকে রুয়েটের লাইব্রেরিয়ান ড. মো: আজিজুল ইসলাম মানিক ভাই এককভাবে সাহায্য করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে নিয়ে যান। মানিক ভাই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস করার সুবাদে আমি পিএইচডি করার নিবেদন করলে, আমাকে সাথে করে তিনি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যান। পরিশেষে উপমহাদেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শিক্ষা সাগর হিসেবে খ্যাত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভারতে শুরু হয় আমার স্বপ্ন পিএইচডি গবেষণার এনরোলমেন্ট।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত পন্ডিত, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. পীযূষ কান্তি জানা (পি. কে. জানা) স্যারের সাথে আলোচনা করে সুপারভাইজার চূড়ান্ত করে দেন মানিক ভাই। অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে প্রাথমিক প্রেজেন্টেশনে আমি এনরোলমেন্ট পেয়ে যাই। অফিস থেকে আমাকে ০৩ বছরের সময় দেওয়া হয়। ২০০৯ সালের শেষদিকে গবেষণা সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিলাম। চূড়ান্ত ডিগ্রী গ্রহণের কয়েকদিন পূর্বে দেশে ফিরেই নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গবেষণা থিসিস জমা দিতে হলো।

গবেষণায় শিক্ষাসচিব, মাউশির ডিজি, জেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, প্রতিটি উপজেলা থেকে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা জরিপে অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করেন। যেহেতু গবেষণাপত্র জমা প্রদান কাজটি অনেক দ্রুত হয়। গবেষণাপত্রেই প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি গ্রন্থাগারিকদের পদবী সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার) এবং বিএ, বিএড শিক্ষকের সমমর্যাদা সম্পন্ন বেতন-ভাতাদি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হবেন বলে সুপারিশ উঠে আসে (পৃষ্ঠা নং--------- এর পূর্বে কারো কাছে কোন তথ্য থাকলে সে বিষয়ে আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলাম, পারলে হাজির করার জন্য)।

গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার আগে থেকে ২০০৮ সালে জাতীয় নির্বাচনে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর কাজে হাত দেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য জনবল কাঠামো সংশোধনের কাজ শুরু করেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জন, গবেষণা, অসম্প্রদায়িক চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের জনমসষ্টিকে সমৃদ্ধ ও জ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অন্যান্য খাতের ন্যায় গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। সেটা আমার গবেষণা প্রতিবেদন জমা হওয়ার আগে থেকেই শুরু হয়। কিন্তু গবেষণা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময়ে কমিটির কাজ পুরোদমে চলছে; গবেষণা প্রতিবেদনটা একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং এটা একটা আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি ল্যাব অফিস থেকে একটার পর একটা পত্র মন্ত্রণালয়ে জমা পড়তে থাকে। মাধ্যমিক স্তরে পদ সৃজন এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফসল।

এমন সময় আবারও ল্যাব নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণা হয়। আবারো ছন্দপতন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে এবার সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সি এবং মহাসচিব সৈয়দ আলী আকবর ২০০৯-২০১১ সালের জন্য কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত হন। এবার কাজটা আরও সহজ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন অধ্যাপক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় কাজটা করার জন্য আমাদের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়। মুন্সী স্যারকে উপস্থাপন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশিতে দৌঙঝাঁপ শুরু করি। উক্ত নীতিমালা হওয়ার সময় অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী, কাজী আব্দুল মাজেদ, সৈয়দ আলী আকবরসহ ল্যাব কাউন্সিলরগণকে নিয়ে কয়েকবার ব্যানবেইসের তৎকালীন পরিচালক ও নীতিমালা কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব আহ্সান আবদুল্লাহ স্যারের সাথে দেখা করি। অবশেষে ২০১০ সালের ০৪ ফেব্রুয়ারির দিনটি আমাদের সামনে হাজির হয়। কমিটি সরাসরি প্রত্যেকটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের সমমানের সহকারী গ্রন্থাগারিক এর পদ সৃজনের বিষয়টা বিবেচনা ও মনিটরিং করেন। সেই সময় ল্যাব নেতৃবৃন্দ কয়েকবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব স্যারের সাথে দেখাও করেন।

০৪.০২.২০১০ তারিখে পদ সৃজনের পরিপত্র জারির পর বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। আজ যারা এ বিষয় নিয়ে কথা বলেন, ১৯৯৩ সাল থেকে তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। শুধু এটুকুই বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতগুলো পদ সৃজন করে আপনাদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করেছেন, এই পেশার সাথে যারা আপনাদের হয়ে নেপথ্যে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। পেশাকে মা এবং মাতৃভূমির ন্যায় ভালোবাসেন। তাহলে জীবনে সব কাজে রহমত ও বরকত আসবে, কোন ধরনের অশান্তি থাকবে না ইনশাল্লাহ। আমরা কে কিভাবে পেশায় এসেছি শুধু সেটুকু মনে করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।

২০১০ সালে পদ সৃজনের পরপরই সারাদেশে গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের ভিতর গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মো. নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবু নাসের চৌধুরী স্যারকে ২০১১ সালের ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির দশম সাধারণ সভা ও আন্তর্জাতিক সেমিনার যথাক্রমে প্রধান ও বিশেষ অতিথি করে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সেই সংবর্ধনা সভায় গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী গ্রন্থাগারিকদের পদবী এবং শিক্ষক পদমর্যাদার জন্য গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের পক্ষ থেকে দাবি তুলে মুহুর্মুহু স্লোগান এবং সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে দাবি আদায় করার চেষ্টা করা হয়। গ্রন্থাগার ও সহকারি গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের পদ মর্যাদা ও টিচিং স্টাফ করার বিষয়ে এখানে কার্যকরভাবে বিষয়টা উপস্থাপন করা হয়।

পরবর্তীতে ২০১১ সালের শেষ দিকে ল্যাব নির্বাচন-২০১১ (২০১২-২০১৫ কার্যকাল) সালের সিডিউল ঘোষণা করা হলে শুরু হয় নতুন খেলা। আমি মহাসচিব হিসেবে নির্বাচনের ঘোষণা দিলে অনেকেই বিব্রতবোধ করতে থাকেন এবং নির্বাচনের দিন পর্যন্ত কিভাবে আমাকে পরাজিত করা যায় তার ব্যাপক আয়োজন করা হয়। নির্বাচন শুরুর ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্র থেকে আমাদের ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়। এই সময় সহসভাপতি হিসেবে প্রচন্ড সাহসী, তেজস্বী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পেশাজীবী ডক্টর দিলারা বেগম আমাদের সাথে নির্বাচন করেন। আমরা দুজন ভোট কেন্দ্রের মুখে একটানা বিকাল চারটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নির্বাচনের মাঠেই প্রতিরোধ গড়ে তুলি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ পদে আমরা জয়লাভ করি। এখানে উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী-স্যারকে সভাপতি হিসেবে উভয় প্যানেল মনোনয়ন প্রদান করেন বিধায় তিনি নির্বাচনের মাঠে সরাসরি উপস্থিত থাকা হতে বিরত থাকেন।

ল্যাব নির্বাচন-২০১১ (২০১২-২০১৫) কার্যকাল আমি মহাসচিব নির্বাচিত হলে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একটি ভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে আমার কাছে কেন জানি মনে হয়েছে, পেশার বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী হয়ে ওঠেন এবং সকলের ভিতরে একটা বদ্ধমূল ধারণা হতে থাকে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় নিয়োজিত গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ শিক্ষকের মর্যাদা পাবেন। কিন্তু এমন সময় দেখা যায় নতুন বিড়ম্বনা। নবসৃষ্ট পদে এমপিওভুক্ত শুরু হলে রাতারাতি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (দারুল ইহসান) সারাদেশে শতাধিক ক্যাম্পাস খুলে তার সনদ বিক্রির কাজ শুরু করে। ল্যাব এর বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করে মন্ত্রণালয়ে পত্র দিলে দারুল ইহসান কর্তৃপক্ষ সেই সময়ের সভাপতি এবং মহাসচিবের বিরুদ্ধে বিশাল টাকার ক্ষতিপূরণের মামলা করার হুমকি দিয়ে উকিল নোটিশ পাঠান। সেই বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ায় এখনো পর্যন্ত দারুল ইহসানের সনদ দিয়ে কেউ বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সদস্য হতে পারেনা। তাছাড়া এই দারুল ইহসানের সনদ নিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক এর এমপিওভুক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং শিক্ষক পদমর্যাদা আদায়ের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। মহাসচিব হিসেবে সেই সময়টা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের। একদিকে নিরীহ, শিক্ষিত তরুণ বেকারগণ বুঝে না বুঝে দারুল ইহসানের সনদ নিয়ে নিয়োগ পেয়ে এমপিওভুক্তির জন্য চাপ প্রয়োগ, অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের নেতিবাচক ধারণা এবং গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে আমি জর্জরিত হতে থাকি।

যাক সে কথা, আমি মহাসচিব নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিন পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরি বিধিমালা প্রণয়নের কমিটি হয়। কমিটি ১২.০৮.২০১২ তারিখে সহকারি গ্রন্থাগারিককে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নীতিমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে পরিপত্র জারি করে। এই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির অনুষ্ঠানে আসবেন বিধায় পুরোদমে কাজ চলতে থাকে। সাথে সাথে ল্যাব এবং বেলিডের

নেতৃবৃন্দ এই নীতিমালা থেকে সহকারি গ্রন্থাগারিক এর নাম বাদ দিয়ে পরিপত্র জারী করার জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় ল্যাব নেতৃবৃন্দের সাথে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে ল্যাব, বেলিড ও বেসরকারি কলেজ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন যুগ্ম সচিব জনাব এস এ মাহমুদ স্যার এবং উপসচিব জনাব রুহী রহমান স্যার সার্বিক বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেন।

সার্বিক বিষয়য়ে অবস্থার কোন উন্নতি না হলে আমি বিষয়টি তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব মো. নজরুল ইসলাম (এনআইখান) খান স্যারের সাথে কথা বলি। তিনি আমাকে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আনার কাজে সাহায্য করেন। ২০১২ সালে মহাসচিব নির্বাচিত হওয়ার পরপরই আমি অনেকটা একক প্রচেষ্টায় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, সাবেক শিক্ষা সচিব, শিক্ষাগুরু জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান স্যারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ২০১২ সালে ১৭ ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজন করতে সক্ষম হই। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধিত করা হয় এবং তিনি ২৭,০০০ পদ সৃজনের বিষয়ে অফিসিয়ালি ঘোষণা দেন। যার ফলে মাধ্যমিক স্কুলের এমপিও বন্ধ থাকার সুপারিশ রহিত হয় ও বৈধ সনদধারীদের নিয়োগ ও এমপিওভুক্তি চালু হয়।

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির মহাসম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপস্থিত করে অনুষ্ঠান এক বিরাট ইতিহাস। সেটা আরেকদিন বলবো। তবে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের পর সমিতিকে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে সরকারের কাজে ল্যাবকে পত্র দিয়ে প্রতিনিধি বা মতামত চাওয়া হয়।

পাশাপাশি ২০১২ সালে জারিকৃত পরিপত্র থেকে সহকারী গ্রন্থাগারিক শব্দটি বাদ দিয়ে ০৫.০৫.২০১৩ তারিখে সংশোধিত আদেশ জারি করেন। কিন্তু এই অফিস-আদেশটি অস্পষ্ট হওয়ায় দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের ভিতরে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ এই আদেশ অনুযায়ী সহকারী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের সমমার্যাদা অর্থাৎ টিচিং স্টাফ হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানায়। সারাদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মধ্যে হতাশা এবং ক্ষোভ জন্মাতে থাকে। সাথে সাথে মাধ্যমিক স্তরে নিয়োজিত গ্রন্থাগার পেশাজীবীগণ এটা ভালোভাবে অনুধাবন করেন যে, তাদের পদবী পরিবর্তন না করলে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ শিক্ষক হিসেবে মানতে চাইবেন না।

এমন সময় ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সারাদেশের ৮০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি গ্রন্থাগারিকদের বেসিক আইসিটি ট্রেনিং এর একটি সমাপনী অনুষ্ঠানে বিষয়টি সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপন করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক তৎকালীন একজন অতিরিক্ত সচিবের কাছে উপস্থাপন করলে তিনি সরাসরি বলেন, "আমরা সহকারী গ্রন্থাগারিক এর পদ সৃজন করেছি, সহকারী শিক্ষক নয়। প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিক পদ থেকে পদত্যাগ করে সহকারি শিক্ষক পদে নিয়োগ নেন"। সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এমন একটি বক্তব্যের পর আমরা মুষড়ে পড়ি। বিষয়টা নিয়ে আমি নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের সাথে নতুন করে কৌশল আবিষ্কার করার চেষ্টা করলাম। এই সার্বিক কাজে দীর্ঘ জার্নিতে আমাকে খুব কাছ থেকে প্রবীণ পেশাজীবী কাজী আব্দুল মাজেদ এবং প্রফেসর ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী স্যার প্রচন্ডভাবে ডকুমেন্ট তৈরিসহ মানসিকভাবে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে সার্বক্ষণিক সাথে থেকে সময় প্রদান করেন।

উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নায়েমে গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষকদের ২১ দিনের প্রশিক্ষণের একটি সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হলে সেখানে কয়েকজন কলেজ গ্রন্থাগারিককে (জনাব আবুল মাহফুজ মাজদার আহম্মেদ তাদের মধ্যে অন্যতম) দিয়ে সরাসরি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করালাম। তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিলেন। তারপরে ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রামের একটি অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব মহোদয় আসলে ০৫.০৫.২০১৩ তারিখের পরিপত্র তার সামনে উপস্থাপন করা হলো তিনি এটা দ্রুত সংশোধন করে দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এর আগে ড. দিলারা আপা সাবেক সচিব, জাতীয় জাদুঘরের সাবেক চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান আজিজ স্যার কে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করলে তিনি সেদিনও এই বিষয়টি সংশোধন করে দেওয়ার জন্য ল্যাবের আবেদনপত্রে সুপারিশ করে দিলারা আপার হাতে দেন। কিন্তু তারপরেও বিষয়টা সংশোধন হতে দীর্ঘসময় ঝুলে থাকে। মহাসচিব হিসেবে এই সময়টা আমার খুব খারাপ অবস্থা যেতে থাকে। একদিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও সহকারি গ্রন্থাগারিকদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যায়ে পাকাপোক্ত করা হয়। অন্যদিকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত হাজার হাজার পেশাজীবী আন্দোলন করে। আন্দোলনকারীদের একাংশ আমার চরম বিরোধিতা করতে থাকে, অপর আরেকটি অংশ ব্যানবেইসে আমার সঙ্গে দেখা করে কি করনীয় তা ঠিক করে এবং রাতে আমাদের কলেজে তাদেরকে অবস্থানের সুযোগ করে দেই।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সহকারি গ্রন্থাগারিক কাম-ক্যাটালগারদের তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকার ২২.১০.২০১৩ সালে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্তদের বিএ পাস শিক্ষকের সমমর্যাদাসম্পন্ন বেতন স্কেল এমপিওভুক্ত প্রদান এবং আগামী তিন বছরের ভিতর স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জনের পরিপত্র জারি করেন। এই সময় ল্যাব কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদের একটি অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে নির্বাচনের আগে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয় এবং বর্তমান পরিষদের সমালোচনা করতে থাকে।

এক পর্যায়ে শিক্ষক পদমর্যাদার দাবি তখন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে কিন্তু আমি সরকারের বিভিন্ন উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিক্ষক হিসেবে মেনে নেওয়ার বক্তব্যকে বারবারই বোঝানোর চেষ্টা করি। আমাদের দাবি এ সময়ে শিক্ষকদের পদমর্যাদা চাই এবং টিচিং স্টাফ সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা এবং শিক্ষকের সমমর্যাদাসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধা আমাদেরকে দিতে হবে। কেননা টিচিং স্টাফ হিসেবে তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদান করলে একজন শিক্ষক যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবেন তারা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং পদোন্নতি সকল ক্ষেত্রে সমান হবে। পাশাপাশি ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের গ্রেড অনুযায়ী পরিচয় হবে।

আমি মহাসচিব হিসেবে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথেই আবার মাধ্যমিক স্তরের নিয়োজিত গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের শিক্ষকের পদমর্যাদা নিয়ে দৌড়াতে শুরু করি। (আন্তর্জাতিক সেমিনার ১৩ তম সাধারণ সভা-২০১৬ উপলক্ষে প্রকাশিত 'পার্চমেন্ট' স্মরণিকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে বিধায় সে বিষয়ে পুনরাবৃত্তি করলাম না)।

২০১৫ সালে তৎকালীন শিক্ষাসচিব, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সহকারি গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও টিচিং স্টাফ হিসেবে আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করবেন বলে একাধিকবার বিভিন্ন সভা-সেমিনারে এমনকি ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রাম-২০১৫ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব উপস্থিত থেকে বিষয়টি অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করে দেবেন বলেও অঙ্গীকার করেন।

তারপরেও বিষয়টি ঝুলে থাকে। এমন সময় মতিঝিলের একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠন বিষয়ে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কে কে ভোট দিতে পারবেন এই মর্মে একটি মামলা মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বোর্ড ঢাকা চেয়ারম্যানকে বিবাদী মহামান্য হাইকোটে দাখিল করেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বোর্ডের চেয়ারাম্যানকে কে কে ম্যানেজিং কমিটিতে ভোট দিতে পারতেন সেটা জানতে চাইলে ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের ০১ তারিখে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সহকারী লাইব্রেরিয়ান ও খন্ডকালীন শিক্ষক এরা ভোট দিতে পারবেন না অর্থাৎ তারা নন টিচিং স্টাফ মর্মে প্রতিবেদন পেশ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়। এই গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পরে সারাদেশের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক মর্যাদা যা ছিল তা ধুলোয় মিশে যায় এবং সারাদেশের পেশাজীবীরা স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ফুলে ওঠে। পরিপত্র জারির ৮ম দিনে ০৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ল্যাব কার্যালয়ে (নীলক্ষেত হাইস্কুল-এর তৃতীয় তলায়) সারাদেশের প্রতিনিধিদের সাথে ল্যাব কার্যকরি পরিষদ একটা জরুরী সভা হয়। সভায় করণীয় নির্ধারণ করা হয় এবং ০৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে দেয়া হয়।

১৩ তম সাধারণ সভা ও ২০১৫-২০১৭ মেয়াদের ১৫/০৪/২০১৬ তারিখের ৭ম কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নের জন্য নিম্লোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে ০১টি দাবী-দাওয়া বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়:

১। কাজী আব্দুল মাজেদ, সহ-সভাপতি,ল্যাব	আহ্বায়ক
২। ড. নিখিল চন্দ্র সরকার, কাউন্সিলর, ল্যাব	সদস্য
৩। কলেজের ০২ জন লাইব্রেরিয়ান	সদস্য
৪। কলেজের ০১ জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান	সদস্য
৫। মাদ্রাসার ০১ জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান	সদস্য
৬। স্কুলের ০১ জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান	সদস্য

কমিটি সমগ্র দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রসা গ্রন্থাগারে নিয়োজিত পেশাজীবীদের এক করার চেষ্টা করে এবং ল্যাবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তিন সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। সেখানে বিভিন্ন সদস্যগণ কাছে চাঁদা প্রদান করেন, কিন্তু একপর্যায়ে এই কমিটি মামলা করার জন্য ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী স্যারের চেম্বারে কথা বলে আসেন। এসময় তিনি মামলা ব্যতিত ভিন্নভাবে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেন। আমার জানামতে যেসব সদস্য "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের দাবি বাস্তাবায়ন কমিটি" নামে সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪৪৪৪৬০১০০৫২৫৭ সোনালী ব্যাংকে যে টাকা জমা দিয়েছিলেন তাতে মোট ৯৫,১০১/- টাকা জমা হয়েছে।

এই সময় ল্যাবের খুব কাছের শুভাকাঙ্খি নেই, পরিষদে চরম বিরোধিতা করতে লাগলেন। বিভিন্ন জায়গায় আমার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে থকে; যা আমার কানে আসতে লাগল। আমি সবকিছুতে ঠান্ডা মাথায় সামনে অগ্রসর হতে থাকলাম। এই সময় ল্যাব এর নির্বাচিত কয়েকজন কাউন্সিলর সম্পূর্ণ কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদের সাথে নিয়ে আন্দোলনের নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের সাথে বেলিড এসে যোগ দেয়। তাদের একটাই টার্গেট আমাকে পরাজিত করানো। যারা নিজেরা বেলিডের সদস্য নয় তাদেরকে নিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া কতিপয় ব্যক্তিও এর সাথে যুক্ত হয়।

এই সময় বেলিড মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গ্রন্থাগারিকদের এবং সহকারী গ্রন্থাগারিকদের পদবি পরিবর্তন করে শিক্ষকের মার্যাদা প্রদান করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর একটি পত্র জারী সক্ষম হয়। এটা ছিল বেলিড এবং পেশাজীবীদের সেই সময়ে একটি বড় অর্জন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কে এই বিষয়ে নির্দেশনা চাইলে বিষয়টা বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা থেকে একটি পত্র দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়।

পরবর্তীতে আমি মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে যথারীতি সব সময় সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে এজিএম, সেমিনার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালন করতে চেষ্টা করেছি। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৩তম সাধারণ সভায় আমি পেশাজীবীদের কাছে সেক্টর অনুযায়ি আবেদন করেছিলাম। যার কাজ তাকে করতে হবে, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির দিকে তাকিয়ে থাকলে কেউ এই কাজ করে দিবে না। তখন আমার এই প্রস্তাবনায় অনেক পেশাজীবী চরম মনঃক্ষুন্ন হন, অনেকে প্রতিবাদ করে বক্তব্য দেন।

তখন তারা বলেছিলেন যে, ল্যাব যদি সদস্যদের এই কাজ করতে না পারেন তাহলে ল্যাবের কাজটা কি? আমি তাদের প্রতি উত্তরে বলেছিলাম, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি পেশাজীবীদের জাতীয় সংগঠন। বিভিন্ন অসঙ্গতিগুলো তারা তুলে ধরবে এবং ডকুমেন্ট ও অন্যান্য প্রস্তাবনা তৈরি করতে সাহায্য করবে। কিন্তু যে যে সেক্টরের যিনি ভুক্তভোগী তিনি তার কাজটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দৌড়ে করে নেবেন। যেখানে প্রতিবন্ধকতা হয়, সেখানে ল্যাব নেতৃবৃন্দ সে সমস্যাটার সমাধান করার সহযোগিতা করবেন। আমার এই বক্তব্যর পরেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবীগণ সংগঠিত হওয়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এমন সময় ২০১৭ সালে ল্যাব নির্বাচন-এর সিডিউল ঘোষণা করা হয়। উক্ত নির্বাচনের পূর্বেই আমি ঘোষণা করেছিলাম একই পদে আমি দুইবারের বেশি নির্বাচন করব না, বিধায় আমি মহাসচিব হিসেবে নির্বাচন না করে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করি এবং নির্বাচনে আমি জয়লাভ করি। মজার ব্যাপার ২০১৮-২০২০ কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর প্রথম দিকে তারা আমাদের চার জনকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন, কিন্তু অল্প দিনের ভিতরে তারা তাদের ভুলটা বুঝতে পারে এবং পরের সভাগুলোতে আমাদেরকে জানায়। আমি এবং কাজী এমদাদ মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি কিন্তু সহযোগিতা করতে গেলেই আমাকে ভুল বুঝে। আমি যে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করি, তার বিপক্ষে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমার অভিজ্ঞতা এবং কর্মদক্ষতা এবং অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া তারা চরমভাবে অবমূল্যায়ন করতে থাকে।

সে সময় তৎকালীন মহাসচিব ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম কয়েকবার সাধারণ সভা ও জাতীয় সেমিনার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আমি সমর্থন জানাই। এক পর্যায়ে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের অনুষ্ঠান করার সুযোগ আসে। কিন্তু মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে প্রধান অতিথি করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং অজ্ঞাত কিছু ভিন্ন ভিন্ন কারণে একটার পর একটা তারিখ পরিবর্তন করতে থাকে। ফলে তারা বারবার প্রতিবন্ধকতার শিকার হন। এমন সময় ঐ পরিষদের কার্যকালের শেষ বছর ২০২০ সালে পুনরায় অনুষ্ঠান করতে অগ্রসর হলে শেষ মুহূর্তে পরিষদ প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি চূড়ান্ত করতে ব্যর্থ হয়ে আবারও তারিখ পরিবর্তন করে। এমন সময় কোভিড-১৯ মহামারী হানা দিলে আর কোন ধরনের অনুষ্ঠানে ল্যাব সদস্যদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারেনি। শেষ মুহূর্তে ২০১৮-২০২০ কার্যকরী পরিষদ সংবিধান অনুযায়ী একটি পরিষদে অন্তত একবার একটি সাধারণ সভা করতে হবে সেই বিধান বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি, বিগত তিন বছর (২০১৮-২০২০ কার্যকরী পরিষদ) ল্যাব অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে দেয়। আমি নিজেও এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। পরিশেষে ২০২১ সালের নির্বাচনে আমি সভাপতি হিসেবে জয়লাভের পর দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথেই ০১ নম্বর নির্বাচনী ইস্তেহার "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারীদের শিক্ষক পদমর্যাদা এবং টিচিং স্টাফের" দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৌছাতে ঝাপিয়ে পড়ি।

২০২০ সালের মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন শুরু হয়। এই জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে সামনে নিয়ে তৎকালীন মহাসচিব কতিপয় ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে সম্পূর্ণ অসাংগঠনিকভাবে কয়েকটি ব্যানার করে (সংগঠনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে) অন্যান্য প্রতিনিধিদের উপস্থাপন করতে দেখে আমি নিজেও শেষদিকে এ ধরনের ওয়েবিনার থেকে নিজেকে দূরে রাখি। অবশেষে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের সময়, নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণা করে আবারও নির্বাচন না করার জন্য বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করার চেষ্টা করা হয়। কোভিড-১৯ সিচুয়েশন অনুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভা ডাকার চেষ্টা করেও সেটা সম্ভব না হওয়ায় একটি পক্ষ নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য মামলা করে দেয়। পরবর্তীতে শেষ মুহূর্তে মহামান্য হাইকোর্টে নির্বাচন-২০২১ রীট খারিজ করে দিলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে ড. মো. মিজানুর রহমান-মোহাম্মদ হামিদুর রহমান তুষার-মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া পরিষদ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে।

মূল প্রসংগে আসি, গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের মর্যাদা ও টিচিং স্টাফ করার বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন সময় থেমে থাকেনি। তৎকালীন ২০১৮-২০২০ কার্যকরী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাদের সকল কাজে আমি একাগ্রচিত্তে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করায় ব্যর্থ হয়েছে। ২০২০ সালের শেষদিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী এমপিও নীতিমালা সংশোধনের জন্য পুনরায় একটা কমিটি গঠন হয়। এই এমপিও নীতিমালা কমিটিতে ড. সাধন কুমার বিশ্বাস স্যার এমপিও বিশেষজ্ঞ হিসেবে কমিটির সদস্য হন এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি প্রতিনিয়ত কাজ করেন। এ বিষয়ে একদিন গভীর রাতে তিনি আমাকে ফোন দিলে আমি তাৎক্ষণিক মহাসচিব ড. মো. আনোয়ারুল ইসলামকে দ্রুত

একটি আবেদন করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আবেদন তৈরি করলে পত্র আমি নিজে দিয়ে আসবো বলে তাকে জানাই। আমার কথাটি সত্য কিনা তা যাচাই করার জন্য পুনরায় মহাসচিব ড. সাধন স্যারের সাথে কথা বলেন এবং তিনদিন পর একটি পত্র আমাকে সই করে দেন। আমি সেই পত্রটি নিয়ে সচিবালয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে জমা দিয়ে আসি এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা দিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা এবং এমপিও নীতিমালা কমিটির কাছে প্রেরণ করে ব্যবস্থা নিতে বলেন (পত্রটির রিসিভিং কপি এখনো আমার কাছে আছে এবং তৎকালীন মহাসচিবও বিষয়টা অবগত আছেন)।

দুদিন পর রাতে ড. সাধন কুমার স্যার আমাকে আবারও ফোন করে শুধু একটি আবেদন দিলেই হবে না বলে জানান। যতগুলো সংগঠন আছে প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে আবেদন করতে বলেন। আমি সাথে সাথে বাংলাদেশ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমিতির একাংশের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবুল ইসলাম এবং জাহাঙ্গীর হোসেনকে ডেকে দ্রুত একটি পত্র ড্রাফট করে আমাকে দিতে বলি। তারা পত্রের খসড়া আনলে আমি নিজেই সেটা টাইপ করে সেটি নিয়ে সচিবালয়ে দৌড়ে যাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দিয়ে মার্ক করে সেটিও সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করি। পরেরদিন আবার সরকারি কলেজের প্রতিনিধিদেরকে দিয়ে আবেদন জমা দেয়ার ব্যবস্থা করি। এখানে উল্লেখ্য ২০২০ সালে গঠিত এমপিও নীতিমালা সংশোধন ও স্টাফিং প্যাটার্ন নীতিমালা সংশোধন কমিটির কাছে অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনও আবেদন করেন। সে আবেদনসমূহ একটির পর একটি সভা পর্যালোচনা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে বিভিন্ন পেশাজীবীদের অনেক কাজ হবে বলে সচিব কমিটির একটি সভার মাধ্যমে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানতে পারি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বার আউলিয়ার তীর্থভূমি সিলেটের একটি পেশাজীবীদের সম্মেলনে আমি বলেছিলাম, গ্রন্থাগারিক এবং সহকারি গ্রন্থাগরিকগণ শিক্ষকদের পদমর্যাদা এবং টিচিং স্টাফের স্বীকৃতি মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যেই আমি আদায় করে দেব'। (উক্ত সভায় তৎকালিন মহাসচিব ও প্রকাশনা গবেষণা সম্মাদকসহ অনেকেই সেখানে ছিলেন। বিষয়টি তাদের কাছ থেকেও অবহিত হওয়া যেতে পারে)।

অবশেষে ২০২০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে সভাপতি হিসেবে জয়লাভ করলে, আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার এক নম্বরেরকে বাস্তবায়ন করার জন্য একটা টিমওয়ার্ক তৈরি করে সেটা বাস্তবায়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১ উদযাপনসহ অন্যান্য বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যেখানে সুযোগ হয় সেখানে আমি গ্রন্থাগারিকদের টিচিং স্টাফ এর বিষয়টি উপস্থাপন করি।

অপরদিকে ইতিপূর্বে গঠিত এমপিও নীতিমালা কমিটির কাজ পুরোদমে চলতে থাকে। ২০২০ সালে এ বিষয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে ১৩ ই জানুয়ারি ২০২১ তারিখে আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্ব গ্রহণ করে সভাপতি হিসেবে প্রথম পত্র মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিব মহোদয়ের কাছে প্রেরণ করি। সেটা হল গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও টিচিং স্টাফ হিসেবে ঘোষণার দাবি। এসময় এমপিও নীতিমালা কমিটির কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করি এবং সে অনুযায়ী ডকুমেন্ট তৈরি করে জমা দিতে থাকি। এ সময়ে একদিন ড. সাধন কুমার স্যার আমাকে বলেন, "পেশার লোকজন আপনাকে একদিন নোবেল পুরস্কার দিবে, এমন ব্যবস্থা আমি করে দেবো" ইনশাআল্লাহ। অর্থাৎ তখনই এই পদবী পরিবর্তনের বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

নীতিমালাতে পদবী পরিবর্তনের বিষয়টি পাকাপোক্ত হওয়ার শেষ মুহূর্তে এসে আবারও বিষয়টি নিয়ে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হতে থাকে। এমন সময় ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২১-২০২৩) এর অভিষেক ও 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২১' উদযাপনের জন্য গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করি এবং মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীকে প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হই। আমি ড. মো: মিজানুর রহমান এবং মহাসচিব, জনাব মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (তুষার) মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে দেখা করি। তাঁর পিতা বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ চট্টগ্রাম জনমানুষের নেতার সাথে মহাসচিব মহোদয়

তাঁর সাথে কাজ করেছেন, এ কথা শুনে আমাদেরকে অন্যভাবে মূল্যায়ন করেন এবং আমাদের কথাগুলো দীর্ঘসময় মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং বিষয়টি তিনি দেখবেন বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। সাথে সাথে পি এস সরকারের একজন উপসচিব মো. শাহগীর হাসান চৌধুরী স্যারকে ডেকে অনুষ্ঠানে তারিখ ও সময় চূড়ান্ত করেন।

সাধারণ সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী কে আমন্ত্রণ জানিয়ে সারাদেশের সদস্যকে দাওয়াত পত্র পাঠালেও একটি অংশ নিশ্চুপ থাকে অনেকটা মজা দেখার জন্য। তারা কল্পনাও করে নাই যে, বিষয়টা এত দ্রুত বাস্তবায়ন হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা নিয়ে তারা আরো দীর্ঘদিন খেলতে চেয়েছিলেন।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২১ এবং অভিষেক অনুষ্ঠানটি মাননীয় উপমন্ত্রীকে দিয়ে করার জন্য ব্যাপক আয়োজন করি এবং ল্যাবের হারানো গৌরব উদ্ধার করার চেষ্টা করি। সারাদেশের গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাই, কিন্তু কে শোনে কার কথা। সবাই অন্তর থেকে এই কাজটাকে সমর্থন না করে দূর থেকে বর্তমান পরিষদকে জামাত-শিবির ও জঙ্গীদের প্রতিনিধি এই মর্মে অনুষ্ঠানের আগের দিন রাত্রে এগারোটার সময় উপমন্ত্রী মহোদয় এবং তার পিএসকে মেসেজ দিয়ে জানায়। পি এস স্যার উপমন্ত্রী মহোদয় অনুষ্ঠানে তিনি আসবেন কিনা তা পুনর্বিবেচনা করবেন বলে রাত সাড়ে এগারোটার সময় জানান। পরবর্তীতে রাত বারোটার সময় তিনি আমাদেরকে জানান, হ্যাঁ মাননীয় উপমন্ত্রী অনুষ্ঠানে যাবেন, তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। তিনি বলেছেন আমি যাবো অনুষ্ঠানটা কাদের সেটা দেখার জন্য; আমরাও সকাল সকাল সেটার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলাম।

মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় সকাল দশটায় অডিটেরিয়াম চলে আসলেন। সারাদেশ থেকে আগত স্কুল, কলেজের লাইব্রেরিয়ান এবং সিনিয়র পেশাজীবীগণ ব্যাপক স্লোগানে পুরো গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ক্যাম্পাস মুখরিত করে তোলেন এবং তাদেরকে ফুল ছিটিয়ে অর্ভ্যথনা জানান। সাথে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধুসহ সরকারের বিভিন্ন স্লোগানকে সামনে নিয়ে তারা স্লোগান দিতে থাকেন। এত কম সময় ব্যাপক উপস্থিতি দেখে মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় আপ্লুত হয়ে যান। অডিটোরিয়ামের প্রবেশ মুখেই মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়কে প্রফেসর ড. মো. নাসিরউদ্দিন মুন্সী এবং প্রফেসর ড. নাসিরউদ্দীন মিতুল স্যার অত্যন্ত কৌশলে কর্মতৎপরতার সাথে বিষয়টি হাঁটতে-হাঁটতে বিষয়টি উপমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

স্টেজে বসেই মাননীয় উপমন্ত্রী আমাকে আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টি কি? আমি তখন মাননীয় উপমন্ত্রীকে আমার প্রেজেন্টেশনটা দেখার অনুরোধ জানালাম। তিনি হাতে সময় নাই এবং প্রেজেন্টেশনে কি আছে সেটা প্রিন্ট কপি আমাকে দেখাতে বললেন। সেটা আমরা করে রেখেছিলাম। আমি প্রিন্ট কপি দিয়ে মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়কে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া শিক্ষা কমিশন। সেই শিক্ষা কমিশনের ৩০.৫৮ ধারা মোতাবেক গ্রন্থাগারিকদের প্রশাসকের অন্তর্ভুক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা কমিশনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নাকচ করে বারবার পেশাজীবীদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জিজ্ঞেস করলেন করনীয় কী, আমাদের একটাই কথা। কুদরাত ই খুদা শিক্ষা কমিশনে যেটা আছে সেটা করে দিতে হবে। স্কুল-কলেজ মাদ্রাসায় নিয়োজিত গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক হিসেবে গণ্য হবেন, সেটা আছে। তিনি কাগজ দেখতে চাইলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই জায়গায় আবারো সহকারি গ্রন্থাগারিকদের পদবী সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) করার কথা আলোচনায় ওঠে। তখন আমি আমার গবেষণার রেফারেন্স দিয়ে উপমন্ত্রী মহোদয়কে একথা বললে সেটা এতদিন বাস্তবায়ন হয়নি কেন জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা বিষয়টি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করলে তিনি সাথে সাথে উঠে দাড়ান এবং ডায়াসে বক্তব্যের জন্য এগুতে থাকেন। এ সময় তিনি বললেন আমি দেখছি, অচিরেই এটা পেয়ে যাবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, যারা এখনও স্বপ্নে আছেন তারাঁ তার বক্তব্যের টিভি ফুটেজ এবং রেকর্ড শুনলে বা প্রিন্ট মিডিয়া দেখলে সহজে বুঝে যাবেন।

মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করে যাওয়ার পরে সচিবালয়ে এসম্পর্কিত সভা হয়। সেখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের পদবি ও পদমর্যাদার মান কুদরাত ই

খুদা শিক্ষা কমিশন এর আলোকে হতে হবে। উক্ত মিটিংয়ে যে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাদের কয়েকজনের সাথে আমার কথা হয়েছিল। পরের মিটিং এ সমস্ত কাগজপত্রগুলো কমিটির সদস্যদের কাছে দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য নর্দেশনা দেন। সেই সময় উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক ১৬.৩.২০২১ তারিখের চূড়ান্ত মিটিং হয়। উক্ত মিটিংয়েইএই নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু নীতিমালায় কিছু বানান সংশোধন থাকায় ঐদিন প্রকাশ না করে পরবর্তীতে ২৮.০৩.২০২১ তারিখে আরো একটি মিটিং আহ্বান করা হয়। ২৮.০৩.২০২১ তারিখে সব কাজ শেষ হলেও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় স্বাক্ষর করার পর ২৯.০৩.২০২১ তারিখে তা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। তার একটি বিভিষিকাময় যুগেরর অবসন ঘটে।

পরিশেষে, আমি আবারো বলছি বাংলাদেশের সকল ধরনের গ্রন্থাগার ও তথ্য পেশাজীবীদের সম্মিলিত আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফসল এ দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদবি 'গ্রন্থাগার প্রভাষক' এবং বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিকদের পদবি 'সহকারী শিক্ষক (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান)'। এখানে একক কারও কোন কৃতিত্ব নেই। কিন্তু যাদের ন্যূনতম সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণ নেই, কিংবা দৃশ্যমান অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো তথ্যই নেই তারাই যখন বিশাল লেখা লিখে নিজের নামে সোস্যাল ও অন্যান্য মিডিয়ায় প্রচার করেন তখনই সেটা প্রশ্নের জন্ম দেয়। বাংলাদেশ গ্রন্থগার সমিতি এদেশের গ্রন্থগার পেশাজীবীদের মাদার সংগঠন। মায়ের মমত্বে এই সংগঠন বর্তমানে দেশে প্রায় ৪৬,০০০ এর অধিক পেশাজীবী তৈরি করেছেন এবং তাদের রুটি এবং রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। এটাই আমাদের আত্মতুষ্টি ও গৌরব। আজ এম এস খানের পরিবার এখানে সংযুক্ত হয়ে সেই আত্মতৃপ্তি আমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

৪। প্রত্যক্ষ ভোটে ল্যাবের প্রতিনিধি নির্বাচন:

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব)-এর সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন শুরু হয় ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ২০০৪-২০০৬ কার্যকালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। নব্বইয়ের দশকে আমি দেখেছি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কাউন্সিল নির্বাচন হতে। এর পূর্বে কিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত হতো তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমার জানা নেই। তবে সব সময় শুনেছি কখনও সিলেকশন, আবার মাঝে মাঝে এজিএম এর মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হতো। তবে নব্বইয়ের দশকের আগে সবসময় পোস্টাল ব্যালটের প্রচলন বেশি ছিল।

নিয়ম অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক সদস্যদের ঠিকানায় প্রেরণ করা হতো। সাথে একটি স্ট্যাম্প লাগানোর ফেরত খাম দেওয়া হতো। সদস্যগণ পোস্টাল খাম পাওয়ার পর তাদের পছন্দের প্রার্থীর ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে সংযুক্ত খামে সেটা ঢুকিয়ে আবার নির্বাচন কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করে দিতেন। পোস্টাল ব্যালটে নির্বাচন কর্মকর্তা গ্রহণ করে শিডিউল অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে সবার সম্মুখে খাম খুলে ব্যালট বের করে গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হতো। এভাবে প্রায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কখনো সিলেকশন এবং কখনো পোস্টাল ব্যালটে এভাবে চলতে থাকে।

কিন্তু এভাবে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতো না। যে অফিসে সদস্য বেশি সেই অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সকল ব্যালট সংগ্রহ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নিজের পছন্দমত ব্যক্তিকে টিক দিয়ে দিতেন। সাধারণ সদস্যদের মতামত সেখানে উপেক্ষিত থাকতো। পাশাপাশি এটা নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠতো। ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইসময় সদস্য বেশি ছিল, কাজেই নির্বাচনেও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির প্রধান বিশেষ করে লাইব্রেরিয়ানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যেতো। এটা নিয়ে সাধারন সদস্যগণ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সদস্যদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যেত।

১৯৯৭-১৯৯৮ সালে আমি ডিপ্লোমা পাস করার সাথে সাথেই সদস্য হয়ে যাই। নির্বাচনে প্রার্থী হতে গেলে সদস্যদের বয়স তিন বছর হওয়ার বিধান ছিল। ২০০০ সালের নির্বাচনে (২০০০-২০০৩ কার্যকাল সময়ে) আমার সদস্য পদের বয়স তিন বছর পূর্ণ হলে আমি প্রার্থী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করি। প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে দুই প্যানেলের সাথে আলোচনা করি এবং প্যানেলে আমাকে একটা পদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। কিন্তু কোন প্যানেলই আমাকে নিতে রাজি হয় না।

এ সময় ২০০০ সালে আমি উভয় দলের বিপক্ষে অনেকটা অভিমান বা জিদ করে সহকারি সম্পাদক হিসেবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এককভাবে নির্বাচন করে এবং সারাদেশের সকল সদস্যদের মাধে (আমার দীর্ঘদিনের প্রিয় সঙ্গী বাইক CD-80 HONDA নিয়ে) ভোটের ক্যাম্পেইনে নেমে পড়ি। সেসময় আমি সামান্য ভোটের ব্যবধানে সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচনে হেরে যাই। বিষয়টি এখানে বলা এজন্য যে, আমি যখন ভোটারদের কাছে ভোট চাইতে সশরীরে গিয়েছি তখনই সাধারণ সদস্যগণ বলেছেন যে ব্যক্তি তার স্যারের কাছে অমুক স্যার এসে ব্যালট নিয়ে গিয়েছে বিধায় আপনাকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি ভোটটা দিতে পারছিনা।

উক্ত নির্বাচনের দুই টার্ম আগে নির্বাচন কর্মকর্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার সম্ভবত মুনসুর রহমান স্যার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের উপগ্রন্থাগারিক মো. আবদুল মান্নান স্যার প্রথমেই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটের বিরোধিতা করে তার কাছে আবেদন করেন। তিনি নির্বাচন শেষে একটি অবজারভেশন দিয়ে যান সরাসরি ভোটের জন্য। পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচন কর্মকর্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের–পরিচালক মোঃ শাহাদাত হোসেন স্যার। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনের পর পোস্টাল ব্যালটের বিষয়ে সদস্যদের দাবির মুখে তিনিও সুপারিশ করেন সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটে ল্যাবের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য।

কিন্তু বরাবরই যখন যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারাই এই বিষয়টা এড়িয়ে যেতেন। এমন সময় ২০০৩ সালে শ্রদ্ধেয় ড. এম আবদুসসাত্তার স্যার এবং সৈয়দ আলী আকবর ভাই এর সাথে আমি নির্বাচনের প্যানেলভুক্ত হয়ে সহকারী সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করি এবং সরাসরি ব্যালটে ভোট হওয়ার জন্য জোর দাবি জানাতে থাকি। এমন সময় তৎকালীন সভাপতি মরহুম এম শামসুল ইসলাম খান সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে সারাদেশে সদস্যদের কাছে পত্র দেন। এই সময়ে স্বল্প সময়ের জন্য প্রবীণ পেশাজীবী শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল মাজেদ সহ-সভাপতি হিসেবে সভাপতির পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিগত দুই পরিষদের নির্বাচনে সরাসরি ভোট এবং আমাদের দাবির প্রেক্ষিতে সরাসরি ভোটের বিষয়টি মেনে নিয়ে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে সরাসরি ভোটের নির্বাচন আয়োজন করেন। নির্বাচনে আমাদের পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এটাও একটি অর্জন। আর এই অর্জনের অন্যতম পাইওনিয়ার হিসেবে তৎকালিন ড. সাত্তার-আকবর-খালেকুজ্জামান পরিষদ ও মোঃ আব্দুল মান্নান, উপগ্রন্থাগারিক, পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী আব্দুল মাজেদ তাদের এই অবদান পেশাজীবীগণ যুগ যুগ ধরে ভোগ করবেন এই আশা রইল।

পরিশেষে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের ছোট ছোট অনেক অর্জন আছে। সময়ের স্বল্পতার জন্য আমি চারটি অর্জনের কথা এবং কিছু ব্যর্থতার কথা আমার লেখার ভেতরে উপস্থাপন করেছি। উপরোক্ত লেখাটি সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর, অন্যের সাথে আলোচনা এবং কিছু বিক্ষিপ্ত ডকুমেন্ট থেকে নেওয়া। তথ্যগত কোনো ত্রুটি থাকলে আগেই বলেছি সেটা জানালে পরবর্তীতে আমরা সংশোধন করে নেয়ার চেষ্টা করবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির ১৪তম সাধারণ সভা ও

ল্যাব এম এস খান ফাউন্ডেশন বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান সফল হোক।

সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

প্যান্ডেমিক থেকে ইনফোডেমিক অতঃপর ইকোডেমিক

প্রফেসর ড. মো: নাসিরউদ্দিন মিতুল

প্যান্ডেমিক তথা বৈশ্বিক মহামারি শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। যারা অপরিচিত ছিলাম তারাও চলমান কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এখন কেবল পরিচিতই নই, বলা যায় প্রতি মুহূর্তে এ শব্দটির সঙ্গেই আমাদের বসবাস। ১০০ বছর পর পর সৃষ্ট প্যান্ডেমিক তিনটি সমান্তরাল ঝুঁকি নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে হাজির হয়। কোভিড-১৯ও তার ব্যতিক্রম করেনি। প্যান্ডেমিক থেকে ইনফোডেমিক অতঃপর ইকোডেমিক।

কোভিড-১৯ তথা নভেল করোনাভাইরাসের এই মহামারির মধ্যেই আমাদের জন্য নতুন মহাসংকট হয়ে দেখা দিয়েছে 'ইনফোডেমিক'। শব্দটা নতুন নয়। সেই ২০০৩ সালে ডেভিড রথকফ নামে এক মার্কিন সাংবাদিক এ শব্দটি চয়ন করেছিলেন। তথ্যবিজ্ঞানে এটি বহুল আলোচিত একটি বিষয় হলেও করোনাভাইরাস মহামারির কারণে শব্দটি এখন সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

প্যান্ডেমিকের এই মহাবিপদকালে এর থেকে সৃষ্ট হাজারো গুজব, ভূল তথ্যের ছড়াছড়ি কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চটকদার ভিডিওসহ নানান ফতোয়া ফিকিরকে এক কথায় আমরা ইনফোডেমিক বলি। আর এই প্যান্ডেমিক ও ইনফোডেমিক-এর অর্থনৈতিক প্রভাবকে বলি ইকোডেমিক। তিনটি-ই মহাসংকট। মোদ্দা কথা হলো, মহাসংকট তিনটি পরস্পর নির্ভরশীল ও সমান্তরাল। তাই একসাথে এগুলো মোকাবিলাও অসম্ভব। তারপরও যদি একসাথে সবগুলোর মোকাবেলা করা যায়তো খুব ভালো। এজন্য দরকার জনসাধারণের সচেতনতা, সরকারের উত্তম পলিসি, পর্যাপ্ত বরাদ্দ, সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ ও সঙ্কট মোকাবেলায় সর্বসাধারণের আন্তরিক প্রচেষ্টা। করোনাভাইরাস প্রথমে পশু থেকে পশুতে অতঃপর মানবদেহে ছড়িয়ে মহামারী আকার ধারণ করেছে। অথচ ইনফোডেমিকের উৎস কোন পশু-পাখি নয়। এর উৎস মানুষ। মানুষই সরাসরি একজন থেকে আরেক জনের সঙ্গে শেয়ার করার মাধ্যমে এটি ছড়িয়ে দিচ্ছে সর্বত্র।

ইনফোডেমিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, 'এটি হচ্ছে তথ্যের অতিমাত্রায় বাহুল্য (যার কিছু ঠিক আর কিছু ত্রুটিপূর্ণ), যার কারণে প্রয়োজনের সময় তথ্যের বিশ্বাসযোগ্য উৎস এবং সঠিক নির্দেশনা পেতে মানুষ ব্যর্থ হয়।' কোনো বিষয়ে গুগল সার্চ করলে আমরা কী দেখি? লক্ষ লক্ষ অনুসন্ধান ফল আমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়, যার সবগুলো পরখ করে দেখা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। ইনফোডেমিক এখন আমাদের জন্য আরেক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বোঝাটা আসলে কত বড়? প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য দিলে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। ইউনেস্কোর তথ্যমতে, প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় ২২ লক্ষ বই প্রকাশিত হয়। গুগল জানাচ্ছে, ১৪৪০ সালে মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবনের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৩ কোটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ তো গেল কাগজভিত্তিক তথা মুদ্রিত বইয়ের কথা। ডিজিটাল বিশ্বে যা ঘটে চলেছে তার কাছে মুদ্রিত বইয়ের এ হিসাবকে নেহাতই তুচ্ছ মনে হবে। সাম্প্রতিক কিছু হিসাব দেয়া যাক। একেবারে সাম্প্রতিক (মে ২০২০) হিসাব মতে, বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪৭০ কোটি। সার্চ জায়ান্ট গুগল প্রতি সেকেন্ডে ৭০ হাজার সার্চ-এর উত্তর দেয়। ইউটিউবে প্রতিদিন ৫০০ কোটির মতো ভিডিও দেখা হয়। টুইটারে টুইট পাঠানো হয় প্রতি মিনিটে সাড়ে তিন লাখ। প্রতিদিন ফেসবুকের সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৭৩ কোটি। প্রতিদিন ইমেইল আদান প্রদান হয় ৩০ হাজার কোটির বেশি! আরেক হিসাব বলছে, ইন্টারনেটে এ মুহূর্তে যত তথ্য আছে তার সবগুলো যদি কেউ ডাউনলোড করতে বসে তাহলে তার সময় লাগবে ১৮ কোটি বছরের বেশি! সব মিলিয়ে হিসাবগুলো যে কারো মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট! এসব পরিসংখ্যানই বলছে, ইনফোডেমিক বা তথ্য-মহামারির মাত্রাটা আসলে কেমন।

ইনফোডেমিক তার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন: মিস-ইনফরমেশন, ডিস-ইনফরমেশন, রং-ইনফরমেশন ও ফেইক-ইনফরমেশন ছড়িয়ে মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে এবং মানবদেহের ইমিউনিটি কমিয়ে দুর্বল করে তোলে। এটাই হচ্ছে ইনফোডেমিক এর সবচেয়ে খারাপ দিক।

ইনফোডেমিক থেকে রক্ষা পেতে এর উৎস জানা জরুরি। নইলে গোটা বিশ্বে আমরা একটি হুজুগে জাতি হিসেবে পরিগনিত হব। ইনফোডেমিক থেকে বাঁচতে অন-লাইনের এই যুগে যে ছয়টি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করেছে গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক সেগুলো হলোঃ

১) ছবিতে কারসাজিঃ গুগুল রিভার্স সার্চ এর মত টুল ব্যবহার করে সহজে ছবিতে কারসাজি যাচাই করা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাই 'টিআই' নামের আরেক ধরনের রিভার্স টুল ব্যবহার করা যেতে পারে। বাইডু, ইয়ান্ডেক্স, ও ফটোফরেন্সিক ওয়েবসাইটের এরোর লেভেল বিশ্লেষণ করে ছবির এডিট করা অংশটি শনাক্ত করা সম্ভব।

২) ফেব্রিকেটেড ভিডিওঃ এই ধাপে রয়েছে গভীরভাবে ভিডিও পর্যবেক্ষণ এবং আসল ভিডিও খুঁজে বের করা। ভুয়া ভিডিও শনাক্তকরণের জন্য 'ইউটিউব ডেটা ভিউয়ার' নামের ওয়েবসাইট থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব, ইনষ্টাগ্রাম, ভিডিও ডেইলী মোশন, লাইভলিংক, স্ন্যাপচ্যাট, ড্রপবক্স বা ওএলএক্সের নামে ভূয়া বা এডিটকৃত ভিডিও যাচাইয়ের জন্য ইনভিউ রিভার্স সার্চটুল বা প্যাগইন ব্যবহার করা যেতে পারে। গুগুল ম্যাপস, গুগুল ষ্ট্রীট ভিউ অপশনগুলো ব্যবহার করে ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব। আবার সত্যের বিকৃতি শনাক্তকরণের জন্য গুগুল এ্যাডভান্স সার্চ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩) সত্যের বিকৃত উপস্থাপনঃ বিভ্রান্তিকর শিরোনামের দিকে নজর রাখা এবং স্বীকৃত তথ্যের আকারে তথ্য উপস্থাপন করা। বিকৃত বা কাল্পনিক তথ্য এবং সত্য এড়িয়ে যাওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করা।

৪) নকল ও কাল্পনিক বিশেষজ্ঞ দ্বারা ভূয়া বক্তব্য প্রদানঃ উপস্থাপকের উপস্থাপনার ধরণ লক্ষ্য করতে হবে। বিষয়ের ওপর তার কর্তৃত্ব কতটুকু তা যাচাই করতে হবে।

৫) গণ-মাধ্যমের অপব্যবহার: মূলধারার গণ-মাধ্যম উদ্ধৃত করে মিথ্যা দাবী কিনা তা যাচাই করতে হবে।

৬) তথ্য বিকৃতি: গবেষণা-পদ্ধতি, প্রশ্ন, ব্যবহারকারী ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তথ্য-মহামারি বা ইনফোডেমিককে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিহত করার জন্য তথ্য স্বাক্ষরতা সম্পর্কে যথাযথভাবে জানান একান্ত প্রয়োজন। একইসঙ্গে পাঠক্রমে ডাটা লিটাররেসী, মেটালিটারেসি, মাল্টিলিটারেসি, ট্রান্সলিটারেসি, গোবাল কমপিটেন্সি/লিটারেসি এসবকেও স্থান করে দিতে হবে। আর তাহলেই আমরা হতে পারব বৈশ্বিক তথ্যসমাজের যোগ্য নাগরিক।

সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞরা একটি কথা প্রায়ই বলেন, ভাইরাসকে আমাদের আগে যেতে দেয়া যাবে না। আমাদের নিজেদের থাকতে হবে ভাইরাসের আগে। ইনফোডেমিকের ক্ষেত্রেও একই কথা বলতে হবে। ইনফোডেমিককে আমার ওপর চেপে বসতে দেয়া যাবে না। সবসময় চেষ্টা করতে হবে এটি যাতে আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে। সে চেষ্টায় কখনো আমরা সফল হব, কখনও ব্যর্থ। কিন্তু ইনফোডেমিক আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এটি কখনোই হতে দেয়া যাবে না। কারণ সেটি হবে মানবজাতির জন্য অত্যন্ত বিপর্যয়কর।

ডিন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ও আহ্বায়ক, প্রকাশনা কমিটি, কোডেক্স
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি

আধুনিক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনা।

কাজী এমদাদ হোসেন

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গের ইতিহাস বহু প্রাচীন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফসল হল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। গ্রন্থের সকল উপাদান সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়েই গ্রন্থবিদ্যা। গ্রন্থের উপাদান হল কাগজ, মুদ্রণ, চিত্রণ, গ্রন্থন ও অন্তঃস্থ বিষয়বস্তু। মুদ্রিত সজ্জিত ও গ্রথিত পত্র পুস্তককেই বলে গ্রন্থ, বই বা book।

কালের বিবর্তনে এই গ্রন্থ বা বই বিভিন্ন ফরমেটে করা হচ্ছে। গ্রন্থের সংগঠন বিন্যাস ও বিতরণের জন্যই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। জ্ঞানের মনন বোধ ও অনুভবের লক্ষ্যগুলি মানব সংস্কৃতির উজ্জ্বল উপাদান। এই উপাদান গুলি যথাযোগ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর জন্য আপটুডেট তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা মোতাবেক বিতরণ করাকে বলে আধুনিক গ্রন্থাগার।

বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন রকম তথ্য চাহিদা পূরণের জন্য আজকাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার পিছনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানব মনীষী ও অনুভবেব বিভিন্ন প্রকাশ ঘটেছে গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। এইভাবে জ্ঞানের প্রচার ও চর্চার জন্য অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান আহরণ ও গবেষণা এখন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভৌগোলিক সীমারেখা ও ভাষার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে জ্ঞান চর্চা এখন বিশ্বজনীন।

বর্তমান যুগে পাঠক তার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে যে বিশেষ গ্রন্থটি ব্যবহার করতে চান, সেটি তার গ্রন্থাগারে না থাকতে পারে, কিন্তু সেই গ্রন্থটি পাঠের সুযোগ গ্রন্থাগারিক হয়তো করে দিতে পারেন বা করা উচিত। বর্তমানে গ্রন্থাগারের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের দায়িত্বও বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের আলোকে গ্রন্থাগারের ভূমিকা হয়েছে ব্যাপক সুদূর প্রসারী, কার্যকরী ও তাৎপর্যপূর্ণ, গ্রন্থাগার হচ্ছে অতীতের সঙ্গে বর্তমান, মানুষের সঙ্গে মানুষের, মেধার সঙ্গে স্মৃতির, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, সমাজের সঙ্গে সমাজের শক্তিশালী যোগাযোগের মাধ্যম। আগামী দিনের গ্রন্থাগার তথ্য প্রযুক্তির দৌলতে বর্তমানে প্রচলিত (traditional) গ্রন্থাগারের ধারণা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে।

আগামী দিনের গ্রন্থাগারে বই পত্র পত্রিকা ছাড়া ও CD ROM, E-Book, E-Journals, মাইক্রোফর্ম, প্রভৃতি জিনিস পত্র গ্রন্থাগারে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, আবার বলা যেতে পারে কোথাও সম্পূর্ণ ভাবে চালু হয়ে গেছে। তাই আগামী দিনের গ্রন্থাগারকে স্বয়ংক্রিয় গ্রন্থাগার (Electronic Library), ডিজিটাল গ্রন্থাগার (Digital Library) এবং অপ্রকৃত গ্রন্থাগার (Virtual Library) হিসেবে গ্রন্থাগরের প্রকারভেদ অনুযায়ী আরো আপ টু ডেট তথ্য প্রাপ্তিতেও সাহায্য করবে ও গবেষণামূলক কার্যক্রম উন্নত শিখরে পৌঁছবে এবং বিস্তৃতি হবে মানুষ্য সমাজের, দেশের ও জাতির জ্ঞান অর্জনের সার্থক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার আরো উন্নতি হবে। তাই কবি গুরুর ভাষায় "আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও। আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ... নব নব গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনায় আরোও নতুন আলোকে প্রস্ফুটিত হয়ে চলুক বা হয়ে উঠুক। ধন্যবাদ।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর, ল্যাব
ও
সিনিয়র সহকারী লাইব্রেরিয়ান, বুয়েট

বাংলাদেশের একাডেমিক গ্রন্থাগারের বিদ্যমান অবস্থা ও উন্নয়নে ভাবনা

ড. মোহাঃ আজিজুর রহমান

ভুমিকা ঃ একটি জাতি কতটা উন্নত বা অনুন্নত তার মানদন্ড হচ্ছে শিক্ষা। পৃথিবীতে যে জাতি যত শিক্ষার আলো পেয়েছে সে জাতি তত উন্নত জাতি হিসাবে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বের উন্নত জাতিগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তারা শিক্ষায়ও উন্নত। শিক্ষার গুণগতমান অর্জিত না হলে সে শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হলেও তা জনসম্পদে পরিণত হয়না। শিক্ষার এই গুণগতমান অর্জনের গুরত্বপূর্ণ উপাদান হলো গ্রন্থাগার। শিক্ষা ও গ্রন্থাগার এক অপরের পরিপূরক। সর্বস্তরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষা- সর্বক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের ভুমিকা মূখ্য। অপর দিকে গ্রন্থাগার নিজেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশের চার ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার মধ্যে একাডেমিক গ্রন্থাগার অন্যতম। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠে তাকে একাডেমিক গ্রন্থাগার বলে। একাডেমিক গ্রন্থাগার বলতে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বোঝায় এবং তার নিজ অবস্থান হতে পাঠকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। নিম্নে একাডেমিক গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা ও সেবা সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো।

১. স্কুল গ্রন্থাগার ঃ স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক ও সৃজনশীল পাঠ এবং শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী ও আনুষংঙ্গিক উপকরণ নিয়ে যে গ্রন্থাগার গড়ে উঠে তাকেই স্কুল গ্রন্থাগার বলে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি এবং স্কুলের শ্রেণী শিক্ষাকে সফল করার জন্য প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান। স্কুল গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পারে শিক্ষার্থীগণ অভিধান, বিশ্বকোষসহ নানা প্রকার রেফারেন্স সামগ্রী ব্যবহার করতে শিখে, শিখে এ্যাসাইমেন্ট, টার্মপেপার ইত্যাদি রচনার কলাকৌশল। বাংলাদেশে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ২০২১ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্তমানে ৬৭৯টি সরকারী স্কুল, ২০১৭০টি বেসরকারী স্কুল সহ মোট ২০৮৪৯টি স্কুল রয়েছে। অধিকাংশ সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে গ্রন্থাগার নাই বললেই চলে। নেই কোন লাইব্রেরীর জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে গ্রন্থাগারের জন্য আসা অনুদানকৃত পুস্তকগুলি স্কুলের কোন এক কক্ষে অথবা টিচারস কমন রুমে অথবা প্রতিষ্ঠান প্রধানের ঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় শোভা পায়। যে যার নিজেদের প্রয়োজনে আলমারীতে রাখা বই-পুস্তকগুলি (গ্রন্থাগারের সম্পদ) ব্যবহার করে এবং প্রয়োজন শেষে তদারকির অভাবে এই গুলি অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে স্থান পায়। গত ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০ সালে সরকারী অধ্যাদেশের মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ১৮৭৭৫টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই পদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। তবে স্কুল গ্রন্থাগারে নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করা হয় - শিক্ষার্থীদের বই ধার দেওয়া, গল্প বলার আসর, বুক টক্স, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, নিউজ ক্লিপিংস সেবা, ওয়াল ম্যাগাজিন সংরক্ষণ, এবং শিক্ষামূলক প্রামান্য চিত্র দেখানো যা তাদের মূল্যবোধ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে।

২. কলেজ গ্রন্থাগার ঃ কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষার ভিত বলা হয়। কাজেই কলেজ স্তরে প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে করে পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার ভিতকে মজবুত করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত মানের গ্রন্থাগারের সহায়তা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে কয়েক ধরনের কলেজ বিদ্যমান রয়েছে। পরিচালনার দিক বিবেচনায় কলেজ গুলিকে সরকারী ও বেসরকারী ভাগে ভাগ করা যায়। এই ছাড়া কিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ২০২১ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে কলেজ পর্যায়ে যে সমস্থ প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার একটি বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

ক্র:নং	প্রতিষ্ঠানের ধরন	সরকারী	বেসরকারী	মোট	বিদ্যমান সেবা
০১।	স্কুল এন্ড কলেজ	৬৪	১৩২৪	১৩৮৮	পাঠ কক্ষ, লেনদেন, রেফারেন্স, ফটোকপি, অডিও ভিজুয়্যাল সার্ভিস, নিউজ পেপার ক্লিপিং, ইন্টারনেট সার্ভিস
০২।	উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	৫০	১৩৪০	১৩৯০	
০৩।	ডিগ্রি পাশ কলেজ	১৭৯	৯০২	১০৮১	
০৪।	ডিগ্রী অনার্স কলেজ	২৪৭	৪০২	৬৪৯	
০৫।	মাস্টার্স কলেজ	১৩১	৬০	১৯১	
০৬।	মেডিক্যাল,ডেন্টাল,নার্সিং,কৃষি পিটিআই,টিটিসি,ভিটিআই,ফিজিক্যাল পলেটেকনিক্যাল, মেরিন, সার্ভে, টেক্সটাইল প্রফেসনাল ইনস্টিটিউসহ অন্যান কলেজ	১১৫৯	৭০৬৪	৮২২৩	
	সর্বমোট কলেজ এর সংখ্যা	১৮৩০	১১০৯২	১২৯২২	

৩. মাদ্রাসা গ্রন্থাগার ঃ মাদ্রাসা শিক্ষায়ও সাধারন শিক্ষার মতো পাঁচটি স্তর রয়েছে যথা- (ক) ইবতেদায় (খ) দাখিল (৩) আলিম (৪) ফাজিল (৫) কামিল। ইবতেদায় বা প্রাথমিক পর্যায়ে কোন গ্রন্থাগার নেই তবে কিছু সংখ্যক পবিত্র ও ধর্মীয় পুস্তক মাদ্রায় এক পার্শ্বে রক্ষিত থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ২০২১ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে দেশে দাখিল মাদ্রাসা ৬৫৭৫টি, আলিম মাদ্রাসা ১৩৮৫টি, ফাজিল মাদ্রাসা ১০৮৯টি এবং সরকারী কামিল মাদ্রাসা ৩টি এবং বেসরকারী ২৫৩টি সহ মোট ৯৩০৫টি মাদ্রাসা রয়েছে। প্রতিটি মাদ্রাসায় ছোট, মাঝারী আকারে গ্রন্থাগার রয়েছে। যা পরিচালণার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের। সম্প্রতি মাদ্রাসা গ্রন্থাগ-ার গুলো গ্রন্থাগারিকের পদ পূরণের জন্য আট হাজারের অধিক পদ সরকার সৃষ্টি করেছেন। পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়-নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মীয় গতানুগতিক মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারন শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে প্রয়োজন গ্রন্থাগারের সেবার মান বৃদ্ধি করা জরুরী। মাদ্রাসা গ্রন্থাগারগুলোতে সাধারনত যে সমস্থ সেবা প্রদান হয় তা হলো - পাঠ কক্ষ সেবা, পুস্তক লেনদেন সেবা, রেফারেন্স সেবা।

৪.বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ বিশ্ববিদ্যালয় হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানও বটে। শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকে সহায়তা করা ও জাতীয় শিক্ষার মানোন্নয়ন করে ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়াই হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৪৬তম বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে (পাবলিক) ৪৬টি, বেসরকারী পর্যায়ে (প্রাইভেট) ১০৫টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকার কথা। যার উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে সফল করা এবং ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকদের (ষ্ট্যাক হোল্ডারদের) সর্বচ্চো তথ্য সেবা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে এবং ডিজিট্যাল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এই সেবা ও কার্যক্রম চালুর জন্য বিভিন্ন Consortium মাধ্যমে যেমন ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরী (ইউডিএল), Bangladesh INASP-PERI Consortium, The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL), Research4life,, AGORA, ARDI, HINARI, OARE Consortium মাধ্যমে ই-রিসোর্স ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সাধারনত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ব্যবহারকারী (পাঠক, গবেষক এবং শিক্ষকদেরদের) জন্য নিম্লোক্ত সেবা সমুহ প্রদান করা হয়ে থাকে -পাঠকক্ষ, লেনদেন, রেফারেন্স, বিবলিওগ্রাফিক, লাইব্রেরী অরিয়েন্টেশন, সাম্প্রতিক তথ্যজ্ঞাপন সেবা, নির্বাচিত তথ্য জ্ঞাপন সেবা, অডিও ভিজ্যুয়াল, রিপ্রোগ্রাফিক, নিউজ পেপার ক্লিপিং, Online

Public Access catalogue (OPAC), RFID, Digital Library Services (E-books and e-journal), Mobile Technology Services, Social Networking Services, Remote Access Services (Core knowledge Ltd. EZProxy, RemoteXs, Open Athens, My Athens) এর মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫. বিদ্যমান সমস্যা ঃ বাংলাদেশের একাডেমিক গ্রন্থাগারে ব্যবস্থায় বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৫.১ পাঠ্যোপকরণের অপ্রতুলতা ঃ অধিকাংশ গ্রন্থাগারে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্য ও রেফারেন্স বই এর অভাব রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বই, পত্রিকা,সাময়িকী সহ অন লাইন জার্নাল সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই।

৫.২ ভৌত সুযোগ সুবিধার অভাব ঃ নিজস্ব ভবন,পর্যাপ্ত পাঠকক্ষ অপ্রতুলতা, আসবাবপত্রের স্বল্পতা রয়েছে।

৫.৩ টুলসের অভাব ঃ গ্রন্থাগারের বই পত্র ক্যাটালগিং করা প্রয়োজনীয় টুলসের অভাব রয়েছে।

৫.৪ জনবলের স্বল্পতা ঃ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গ্রন্থাগারে অন্যতম সমস্যা হলো জনবলের স্বল্পতা। কোন কোন গ্রন্থাগারে একটি মাত্র গ্রন্থাগারিকের অথবা সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ রয়েছে। একজন ব্যক্তির পক্ষে গ্রন্থাগারের সকল কর্মকান্ড সম্পন্ন করা বাস্তবে অসম্ভব।

৫.৫ বাজেটের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা ঃ অর্থ সংস্থানের অপ্রতুলতা ও প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ গ্রন্থাগারের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ না থাকা।

৫.৬ পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণের অভাব ঃ গ্রন্থাগারের পেশাজীবিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা নেই।

৬. করণীয় দিক সমূহ ঃ

৬.১ আধুনিক রিডিং ম্যাটিরিয়েলস থাকতে হবে ঃ আধুনিক যুগ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বই এর পাশাপাশি যদি নন-বুক ম্যাটিরিয়েলস ও অডিও ভিজ্যুয়েল ম্যাটিরিয়েল, ই-বুকস, ই-জার্নালসহ ই রিসোর্স এর সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিরবিছিন্ন ইন্টারনেট এর ব্যবস্থা (Broad Brand/ Wifi) পর্যায়ক্রমে চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের বড়, মাঝারী লাইব্রেরীগুলোর আধুনিক মানের লাইব্রেরী সেবা ও কার্যক্রম এর আওতায় আনা খুবই জরুরী। এই জন্য কম্পিওটার, সার্ভার, নেটওয়ার্কিং ও ইন্টারনেট এ্যাকসেস এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২ ভৌত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ঃ প্রতিটি গ্রন্থাগারে পৃথক গ্রন্থাগার ভবন প্রতিষ্ঠা করা খুব জরুরী। ভবনের নক্শাতে ভবনের সম্প্রসারণ লে-আউট, খোলা শেলফের ব্যবস্থা, বই বিন্যাসকরণ, আদ্রতা কীটপতঙ্গরোধক ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রন্থাগার ভবনের নক্শা তৈরীতে আর্কিট্যাক্টদের সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসক ও গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করলে ভাল হয়। আধুনিক গ্রন্থাগারের উপযোগী আসবাবপত্র যেমন-রিডিং টেবিল, চেয়ার, শেলফ, ক্যাটালগ কেবিনেট, ডিসপ্লে বোর্ড, ইস্যুডেস্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পর্যাপ্ত আসবাবপত্র থাকলে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান আরো সহজতর হবে।

৬.৩ ক্যাটালগিং ও OPAC এর ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ শুধুমাত্র গ্রন্থাগারে সংগ্রহ থাকাই যথেষ্ট নয়। গ্রন্থাগারে বই পত্র ও অন্যান্য পাঠ্য সামগ্রী যদি সঠিকভাবে ক্যাটালগিং করা না হয় তাহলে বই যেমন খুজে পাওয়া যায়না ঠিক তেমনি গ্রন্থাগারও তার একাডেমীক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে পারেনা। এই ক্ষেত্রে ক্যাটালগিং এর প্রয়োজনীয় টুলসগুলো যেমন ক্যাটালগ কোড (AACR2), শ্রেণীকরণ স্কীম (DDC), সিয়ার্স লিস্ট অব সাবজেক্ট হেডিংস, কাটারস ফিগার সহ ও OPAC চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৪ জনবল কাঠামো পরিবর্তনসহ পদবী ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে ঃ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মী ছাড়া গ্রন্থাগার পরিচালনা যেমন অসম্ভব তেমনি পেশাগত গ্রন্থাগারিকদের পদবী,পদমর্যাদা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, সিলেকশন গ্রেড ও পরবর্তীতে উচ্চতর পদোন্নতি না পাওয়ার ফলে এক অসহনীয় হতাশা বিরাজ করছে। ফলে কাংক্ষীত ও উন্নত

সেবা পাওয়া যাচ্ছে না।

৬.৫ গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাজেটের ব্যবস্থা ঃ গ্রন্থাগারে বই পুস্তক, সাময়িকী ও নন-বুক ম্যাটিরিয়েলস ক্রয় ও বাঁধাই সব মিলিয়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট বাজেটের ৫% থেকে ১০% ব্যয় করা প্রয়োজন। এজন্য সরকারের অনুদান ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে গ্রন্থাগার ফি ধার্য করা যেতে পারে।

৬.৬ গ্রন্থাগার পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণের অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঃ প্রশিক্ষণ ছাড়া দক্ষতা বৃদ্ধি অসম্ভব। স্ব স্ব মন্ত্রণা-লয়ের অধিনে গ্রন্থাগারিক/ সহকারী গ্রন্থাগারিকদের/ গ্রন্থাগার পেশাজীবিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সাথে পেশীজীবি সংগঠণ বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব),বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড), বাংলাদেশে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর ইউনেস্কো কমিশন, জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জরী কমিশন (ইউজিসি) এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণের নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার ভিতকে মজবুত করতে হলে শক্তিশালী কার্যকর গ্রন্থাগার সেবার কোন বিকল্প নেই। দেশের একাডেমিক গ্রন্থাগার গুলোর নাজুক অবস্থা উওরণের জন্য সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার এখন পায়ে-চলা পথ পেরিয়ে প্রযুক্তির মহাসড়কে পর্দাপন করেছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের অনেক পথ হাটতে হবে। ভিশন-২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, টেকসই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন-২০৩০ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত রাষ্ট্রে পর্দাপণ করতে অন্যান্য অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন, ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের নীতিনির্ধারক সহ সকলকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে এক যোগে কাজ করতে হবে যাতে তথ্যভিত্তিক সমাজ গঠণের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

এডিশনাল লাইব্রেরীয়ান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল-২২২৪, ময়মনসিংহ।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ঃ একাডেমিক লাইব্রেরি হোক আনন্দের উৎস, প্রতিযোগিতা ও সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম।

সৈয়দ মাহ্‌বুবার রহমান সোহেল

গ্রন্থাগার পরিচালনাকারী যেমন একজন গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক তেমনি একজন ব্যবস্থাপকও বটে। যেকোন কার্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত করতে সর্বদা বহু রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের আর দশটা প্রতিষ্ঠান হতে স্বতন্ত্র। একজন গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার প্রভাষক কে অনেকগুলো দিক নির্দেশনা, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এজন্য সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার পেশাজীবীকে হতে হবে দক্ষ অভিজ্ঞ চৌকস ও প্রজ্ঞাবান। সেবা প্রদানে থাতে হবে ধৈর্য, শিষ্ঠাচারিতা, সহানুভূতিশীল মনোভাব, বিচক্ষণতা, নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা। সর্বোপরি স্মার্ট ও আপডেট হতে হবে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীদের জন্য সেই পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে যেখানে মুক্তবুদ্ধি, মুক্ত মতের চর্চা, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, প্রগতিশীলতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রভৃতি যথাযথভাবে বজায় থাকে। গ্রন্থাগার সামগ্রীর সর্বোত্তম ব্যবহার ও সেবা নিশ্চিৎ করে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটিয়ে সত্যিকার মানুষ গড়ার কারিগর হতে হবে। দেশপ্রেম, সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার বিমুখের প্রবণতা বেড়েই চলছে। গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার প্রভাষক নিছক কিছু দায়িত্ব পালনের মধ্যে চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারমুখি করার জন্য বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। গ্রন্থাগারমুখি করতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণে যে সকল কৌশল কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

* শিক্ষার্থী/শিক্ষকদের জন্য গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক বই মেলার আয়োজন করা।

* বাংলা ও ইংরেজি লোকাল ও জাতীয় পত্রিকাগুলো পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। পত্রিকা সকল পাঠকের জন্য চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

* Library User এর চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে লাইব্রেরীগুলো পরস্পরের জন্য চাহিদা পূরণ করতে পারে।

* গ্রন্থাগার সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।

* আইসিটি সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার করতে হবে। ইন্টারনেট, ওয়াইফাই, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ইমেইল ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

* গ্রন্থাগারে নিজস্ব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে স্ব-স্ব গ্রন্থাগার দেশ ও দেশের বাহিরে নিজের পরিচিতি তুলে ধরতে পারে।

* গ্রন্থাগারের বারান্দায় বসে যেন এৎড়ঁঢ় ঝঁঃফু করতে পারে।

* শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লেখা আহবান করা যা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে নিয়মিত ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।

* গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর বার্ষিকী প্রকাশ করা।

* উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

* প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষামূলক মুভি, নাটক, প্রামান্য চিত্র, প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

* শিক্ষার্থীদের পাঠ্যভাস গড়ে তোলার জন্য বই পাঠের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

* লেখক-পাঠকের মিলন মেলার আয়োজন করা।

* গ্রন্থাগার ব্যবহার ও সেবার উপর আলোচনা করা।

* গ্রন্থাগারের নতুন সংগ্রহের প্রদর্শনির ব্যবস্থা করা।

* বই এর উপর আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।

* বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম যেমন : সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পেজিয়াম ও পাঠচক্র ইত্যাদির আয়োজন করা।

* শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চাহিদার ভিত্তিতে বুক সামগ্রী ও নন-বুক সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিন্যাস ও বিতরনের ব্যবস্থা করতে হবে।

* জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস যথাযথভাবে উদযাপন, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণির আয়োজন করা।

* বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

উপরোক্ত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন অদম্য ইচ্ছাশক্তির। বিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করতে অর্থের প্রয়োজন। ধরেই নিতে হবে প্রতিষ্ঠান প্রধান উক্ত ব্যয় বহন করবেন না। আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এরুপ ভালো কাজের জন্য/মহৎ উদ্যোগের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা/স্পন্সরশীপ এর অভাব হবে না। সুশীল সমাজের বিত্তবানরা চান এলাকার উন্নয়ন ও সম্মান। আমরা যদি গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায়/ আয়োজনে তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই, অতিথি করি তাহলে তাঁরা খুশি হবেন, আমাদেরও আর্থিক সংকট থেকে উত্তরণের উপায় বের হবে। শিক্ষা, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক। গ্রন্থাগারকে একটি সার্বক্ষণিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাই আমাদের অর্পিত মহৎ দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারমু-খি করতে উপরোক্ত বিশেষ কৌশলগুলো গ্রহণ করে উদ্বুদ্ধকরণ করা যেতে পারে। আশার কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব) এর বর্তমান মাননীয় সভাপতি জনাব ড. মোঃ মিজানুর রহমানের উদ্যোগে বর্তমান কাউন্সিল (২০২১-২০২৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) গ্রন্থাগারে কর্মরত পেশাজীবীদের সময়পযোগী চাকুরীর বিবরনি(ঔড়ন উবংপৎরঢ়ঃরড়হ) ও সেই অনুযায়ী লাইব্রেরি আওয়ার এর ক্লাস রুটিন মোতাবেক সিলেবাস তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, এটি অর্জন হলে প্রতিটি গ্রন্থাগার হবে বিভিন্ন মেলার ন্যায় উপচে পড়া ভীড়।

কাউন্সিলর (বিভাগীয় সভাপতি)
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (ল্যাব), রংপুর বিভাগ।
ও
গ্রন্থাগার প্রভাষক,
রংপুর মডেল কলেজ, রংপুর।
syedsohe.bd@gmail.com

ডিজিটাল লাইব্রেরীতে আধুনিক টেকনোলজির ব্যবহার এবং RFID-র সুবিধাঃ

মোহাম্মদ জামাল হোসেন

সারসংক্ষেপ: *গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, জ্ঞান ভান্ডার এবং একটি জাতির বিবেক হিসাবে কাজ করে থাকে। গ্রন্থাগার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, মেধার সঙ্গে স্মৃতির, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, সমাজের সঙ্গে সমাজের সফল যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আগামী শতাব্দী হবে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল শতাব্দী। দিন দিন মানুষ প্রায় সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল সার্ভিসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তথ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির সাথে দক্ষ জনবল এবং ইন্টারনেট এর সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল সার্ভিস অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। লাইব্রেরি পাঠকদের বিশ্বমানের সার্ভিস দিতে হলে লাইব্রেরিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল লাইব্রেরির RFID কমপোনেন্টগুলোর বাস্তবায়ন করতে পারলে পাঠক সঠিক তথ্যটি সঠিক সময়ে যে কোন স্থানে বসে ডিজিটাল সাভিসের সাহায্যে পাবে আর বিশিষ্ট তথ্য বিজ্ঞানী ড. এস এম রঙ্গনাথের* save the time of the reader *চতুর্থ সূত্রেরও সুফল পাওয়া যাবে। এই পেপারে CVASU কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে কি কি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, ডিজিটাল লাইব্রেরির সুবিধা, অসুবিধা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে জানা যাবে।*

কী ওয়ার্ডস: ডিজিটাল লাইব্রেরি, ডিজিটাল সার্ভিস, প্রযুক্তির ব্যবহার, ই-বুক, RFID, CVASU, KOHA, Access

১। ভূমিকা: তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে digital শব্দটি অতি জনপ্রিয়। কথায় কথায় আমরা ডিজিটাল শব্দটি বেশী ব্যবহার করে থাকি। দেশের মধ্যে internet সুবিধা সহজ লভ্য হওয়ায় digital access দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঠক computer-এ বসে এক ক্লিকেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছে। গ্রন্থাগার পেশাজীবীদের মধ্যেও ডিজিটাল ফরমেটে তথ্য সংরক্ষণ ও বিতরণে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাগজ দিয়ে মুদ্রণের কারণে বই অনন্তকাল টিকে থাকে না। পুরনো বই খুঁজে পাওয়া দুস্কর। ডিজিটাল লাইব্রেরি জগতে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। হাজার হাজার বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে এমন কয়েকটি ওয়েব সাইট হল: সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় লাইব্রেরি, দুস্প্রাপ্য বই নিয়ে অনলাইন বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থ ডট কম ইত্যাদি। উল্লেখিত ডিজিটাল লাইব্রেরিগুলোতে বই স্কেন করে আপলোডও করা হয়েছে। পাঠক ইচ্ছা করলে ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষিত যে কোন বই বিনা মূল্যে পড়া ছাড়াও ডাউনলোড এবং প্রয়োজন মত প্রিন্ট করতে পারে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে একজন পাঠক সহজেই তার প্রয়োজনীয় বই, জার্নাল, দৈনিক পত্রিকা, প্রবন্ধ, ছবি বা ইমেজ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়। কিছু প্রকাশক এবং প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকাশনাসমূহ ইলেকট্রিক ফরমেটে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠকদের পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যেমন-গুগল। একজন গুগল একাউন্টধারী ই-মেইলের ফ্রন্ট পেইজ এর মাধ্যমে গুগল লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে হাজার থেকে লক্ষ লক্ষ বইয়ের রাজ্যে হারিয়ে যেতে পারে। একাউন্টধারী যে কেউ লাইব্রেরির সদস্য হতে পারে। এতে বই পড়ার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনেও নিজেকে up to date রাখা যায়। লাইব্রেরি ডিজিটাল ডিভাইস, নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অথবা ইলেকট্রিক ফরমেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। ই- লাইব্রেরিতে তথ্য সেবা প্রদানের জন্য টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স, ই- ফ্যাক্স, স্ক্যানার সিডিরম ব্যবহার করা হয়।

২। ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

ক)। ডিজিটাল সার্ভিস সম্পর্কে জানতে সহায়ক হবে,

খ)। প্রযুক্তির ব্যবহার বা কাজ সম্পার্কে জানা যাবে;

গ)। পাঠক নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হবে;

ঘ)। এক এক প্রযুক্তির এক এক ধরণের কার্যক্ষমতা সম্পর্কে জানা যাবে;

ঙ)। ডিজিটাল লাইব্রেরি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জানা যাবে;

চ)। স্বল্প সময়ে অধিক সার্ভিস দেয়া যাবে;

ছ)। স্মার্ট সার্ভিসের মান উন্নয়ন হবে;

জ)। লাইব্রেরির বিভিন্ন কাজ পুনরাবৃত্তি রোধ করা, কায়িক শ্রম জটিলতা হ্রাস, নথি প্রক্রিয়াকরণ এবং রিসোর্স আহরণের গতি উন্নত করাই ডিজিটাল লাইব্রেরির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩। ডিজিটাল কি: Digital লাইব্রেরি তৈরী অথবা ব্যবহার করার পূর্বে digital কি তা সবার আগে জানা দরকার। আমরা যে সেবা ইন্টিগ্রেটেড লাইব্রেরি সিষ্টেমের মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে তথ্য পেয়ে থাকি তাকেই digital লাইব্রেরি বলে।

Wikipedia **এর মতে,** "A digital library, digital repository, or digital collection is an online database of digital objects that can include text, still images, audio, video, or other digital media formats".

পাঠক যে সেবা ইন্টারনেট ও সিডি-রম ডিস্কের সাহায্যে সহজে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পেয়ে থাকে তাকেই আমরা digital লাইব্রেরি বা ডিজিটাল সেবা বলে থাকি। digital লাইব্রেরির মূল উপাদান হলো ইন্টারনেট ও তথ্য। **অন্যভাবেও বলা যায়, যে লাইব্রেরিতে তথ্য সম্পদের একটি বড় অংশ যন্ত্রের সাহায্য পাঠের ব্যবস্থা করা হয় তাকেই আমরা ডিজিটাল লাইব্রেরি বলি।**

৪। পাঠক যে সব সুবিধা ডিজিটাল লাইব্রেরির মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তা নিম্নে পেশ করা হল:

ক)। লাইব্রেরীর smart card তৈরী করা,

খ)। লাইব্রেরির রিসোর্স শেয়ার করা;

গ)। বই ও জার্নাল online-এর মাধ্যমে ক্রয় করা;

ঘ)। E-mail-এর মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ;

ঙ)। দ্রুত Book check in/out (বই জমা ইস্যু);

চ)। পাঠকের নিকট থেকে বিলম্ব ফি গণনা এবং আদায় করার সুবিধা;

ছ)। Online ক্যাটালগ সার্চিং সুবিধা;

জ)। যে কোন রিপোর্ট তৈরী;

জ)। Online ক্যাটালগ সার্চিং সুবিধা;

ঝ)। ডিজিটাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত বই জার্নাল online এর মাধ্যমে access সুবিধা;

ঝ)। Website এবং ডাটাবেইস হ্যান্ডলিং;

ঞ)। Online reminder ই-মেইল/মোবাইল মেসেজিং সুবিধা;

ট)। তুলনামূলক কম জনবলের সাহায্যে লাইব্রেরির সেবা প্রদানের সুবিধা;

ঠ । যে কোন তথ্য বিতরণের সুবিধা;

ড)। অগ্রিম রিকুইজিশন দেয়ার সুবিধা;

ঢ)। বাজেট তৈরী করার সুবিধা।

৫। ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা:

লাইব্রেরীকে পাঠক বান্ধব এবং পাঠককে লাইব্রেরী মুখী করার জন্য লাইব্রেরির সেবার মান বৃদ্ধিকরতে হবে। লাইব্রেরিকে মনোরম পরিবেশে আর্কষণীয় ডিজাইনে তৈরী এবং সর্বপুরি লাইব্রেরিকে আধুনিক টেকনোলজি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। Internet প্রযুক্তির কল্যাণে তথ্য এখন কোন ভৌগলিক বাধা নয়। প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বিশ্বের সাথে সমাজের মানুষকে শিক্ষিত এবং সচেতন করে গড়ে তুলতে হলে ডিজিটাল গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প

নেই। Digital লাইব্রেরীতে জায়গার কোন অপচয় হয়না এবং লাইব্রেরির সেবা প্রদানে বেশী লোকের প্রয়োজন হয় না। Digital লাইব্রেরির প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে এক জন পাঠক ও গবেষক তার নিজস্ব সংগ্রহ বা গবেষণার কাজ সহজে শেষ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার যেমন সুযোগ রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে একই তথ্য পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বসে একই সময়ে একসাথে অনেক পাঠক পেতে পারেন। অর্থ্যাৎ, তাৎক্ষণিকভাবে পাঠকদের প্রয়োজন মত সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রয়োজন।

এত বিপুল সংখ্যক তথ্য থেকে পাঠকের চাহিদাকৃত সঠিক তথ্যটি তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করার জন্য দক্ষ জনবলের সাথে প্রযুক্তির সাহায্যের প্রয়োজন। লাইব্রেরিকে আধুনিক সেবা প্রদানে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হলে উন্নত technology ব্যবহার করে পাঠকদের সেবা প্রদান করেতে হবে। লাইব্রেরিতে RFID প্রযুক্তির ব্যবহার করলে দ্রুত সার্ভিস দেয়া এবং লাইব্রেরি রিসোর্সের নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হয়। RFID components গুলো লাইব্রেরি সার্ভিসের জন্য অত্যান্ত উপকারী। নিম্নবর্ণিত RFID based components গুলোর ব্যবহার এবং কার্যকারিতা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হলো:

৬। **CCTV:** লাইব্রেরীর সার্কুলেশন কাউন্টারের কার্যক্রম, পাঠকদের গতিবিধি, আচার-আচরণ সার্বক্ষণিকভাবে CCTV মাধ্যমে মনিটর করা হয়ে থাকে। মনিটরিং এর ফলে, পাঠকদের অনাকাঙ্খিত আচরণসহ লাইব্রেরি সম্পদ missing হওয়া থেকে অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। লাইব্রেরিতে কোন indecent ঘটলে অথবা কোন কিছু missing হলে DVR-এর মোমোরিতে সংরক্ষিত ভিডিও দেখার মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সহজ হয়। CCTV-তে সংরক্ষিত মেমোরি আকার ভেদে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৭। AC স্থাপন: ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের অধিকাংশ সময় লাইব্রেরিতে ব্যায় করতে হয়। লেখাপড়া করা সবচাইতে কঠিন কাজ । তাই, লাইব্রেরির পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যেন লাইব্রেরি পাঠকদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিভাসু (CVASU) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি পাঠকদের মনোরম পরিবেশ বিশেষকরে গ্রীষ্মকালে পাঠকের পাঠে সহায়ক এবং আরামদায়ক অবস্থানের জন্য AC স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, CVASU কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে অনেক পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮। **Access Control Gate:** লাইব্রেরীর প্রবেশ গেইট লাইব্রেরির জন্য অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবার আগে লাইব্রেরি সম্পদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করতে হবে। লাইব্রেরীতে অবাধ যাতায়াত বন্ধে এবং একাধিক পাঠক যাতে এক সাথে লাইব্রেরি থেকে বের হতে না পারে সেই জন্য এই Gate স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যবহারকরীকে লাইব্রেরি থেকে smart card দেয়া হয়। Gate-এ smart card press করে এক জনের পর এক জন লাইব্রেরীতে প্রবেশ করত হয়। library smart card ছাড়া কেউ লাইব্রে তিতে প্রবেশ করতে পারবে না । এক কথায় বলতে গেলে লাইব্রেরিতে পাঠকদের অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য এই গেইট স্থাপন করা হয়েছে।

৯। **RFID Theft Detection Gate:** RFID হল Radio Frequency Identification (RFID). লাইব্রেরি জন্য লাইব্রেরি gate অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। লাইব্রেরী Personnel-দের অবহেলা এবং পাঠকের চুরির কারণে লাইব্রেরী সম্পদ missing হয়। Chattogram Veterinary And Animal Sciences University (CVASU) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী RFID Theft Detection Gate স্থাপন করা হয়েছে। এই gate স্থাপনের ফলে ইস্যু ছাড়া চুরি করে বই নিয়ে যাওয়া প্রায় সম্পূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। পাঠক বই ইস্যু না করে gate দিয়ে প্রবেশ করলেই gate-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে Alarm বাজতে (সংকেত দিতে থাকে) থাকে। অর্থাৎ ইস্যু করে বই নিয়ে গেলে Alarm বাজবে না আর Alarm বাজলে বুঝা যাবে পাঠক বই ইস্যু না করে নিয়ে যাচ্ছে। লাইব্রেরি সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই RFID Theft detection gate গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১০। **<u>Self-Check in Check out (Machine) Device:</u>** এই Device এর মাধ্যমে লাইব্রেরি personnel-দের সাহায্য ছাড়াই পাঠক নিজে library smart card ব্যবহার করে বই ইস্যু (check out) এবং বই জমা (check in) করতে পারবে। এই ডিভাইসটি বিশষ পক্রিয়ায় তৈরী একটি কম্পিউটার মাত্র।

১১। **<u>RFID Tag for Books এবং RFID-র ব্যবহার</u>:** RFID হল Radio Frequency Identification (RFID). তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর লাইব্রেরি থেকে প্রায়ই বই missing হয়। লাইব্রেরি সম্পদের নিরাপত্তার জন্য অনেক ডিভাইসের মধ্যে RFID tag অন্যতম। RFID tag-টি এক বিশেষ পক্রিয়ায় তৈরী আঠালো স্বচ্ছ আবরণ দ্বারা ঢাকা একটি ইলেকট্রিক সেন্সর যুক্ত একটি ডিভাইস বা চিপ। Tag-টি কে Koha software সাথে ম্যাচ করানোর ফলে বই চেক ইন, চেক আউট, দ্রুত স্টক ভেরিফিকেশন, নির্বাচিত বই খুঁজে পেতে এবং নিরাপত্তা গেইট বা Theft detection gate -এ access করার সময় চিপটি কাজ করে থাকে। এ ছাড়াও ডিভাইসটি কাষ্টমাইজেশন সার্ভিস, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ইনভেন্টরি, ওয়েরহাউজ ম্যানেজমেন্ট, ট্রেকিং, ভেহিক্যোল ট্রেকিং-এ ব্যবহার করা হয়। RFID tag-টি বইয়ের এক বিশেষ স্থানে লাগানো থাকে যা পাঠক সহজে বুঝতে না পারে। একই tag আকারে ছোট সিডি, ডিভিডি বিভিন্ন সপিং মলের দোকানে, জুয়েলারী সামগ্রীসহ RFID tag বানিজ্যিকভাবে ব্যবহারের প্রসারতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২। **<u>Book Drop Box:</u>** CVASU কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পাঠকদের বিশ্বমানের সেবা দেয়ার জন্য লাইব্রেরি গেইট এর পার্শ্বে Book Drop Box (BDB) স্থাপন করা হয়েছে। BDB ব্যবহারের ফলে পাঠক তার ইস্যুকৃত বই ২৪/৭ ঘন্টার মধ্যে যে কোন সময় জমা দিতে পারবে। অর্থাৎ round the clock বই জমা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ATM বুথ থেকে যেভাবে দিনে-রাতে সব সময় টাকা উত্তোলন করা যায় ঠিক তেমনিভাবে BDB device এর কাজও অনুরুপ।

পাঠকের সুবিধার কথা বিবেচনা করে চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে প্রথম CVASU কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে BDB device স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, পাঠকগণ বই ইস্যু করার পর নির্ধারিত সময়ে জমা দিতে না পারলে, লাইব্রেরি রুলস মোতাবেক জরিমানা দিতে হয়। বই জমা না দেয়া পর্যন্ত জরিমানা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত: একাডেমিক এবং দুই ঈদসহ অন্যান্য বন্ধের সময় জরিমানা বৃদ্ধি পেয়ে অনেক টাকা হয়ে যায়। জরিমানার টাকা আদায় করা এবং পাঠক জরিমানা দিতে প্রায়ই অনীহা প্রকাশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। BDB device ব্যবহারের ফলে উক্ত সমস্যা সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

১৩। **<u>Book Drop Box ব্যবহারের বৈশিষ্ট:</u>** পাঠক বই জমা দেয়ার পর একটি auto sleep পাবেন। যার মধ্যে book name, author, due date, accession no. time & user ID উল্লেখ থাকে। বই পাঠকের নামে auto জমা হবে। এ ছাড়াও book drop box-এ একটি hidden camera আছে। যদি কোন সময় লাইব্রেরি পাঠকের নিকট বই claim করে তাহলে auto জমা sleep এবং মেমোরিতে সংরক্ষিত গোপন ছবিই বই জমা দেয়ার বড় প্রমান। প্রতিদিন সকাল বেলা BDB খুলে পাঠকের জমাকৃত বইগুলো shelf-এ সাজিয়ে রাখা হয়। উল্লেখ্য, একজন পাঠকের জরিমানা থাকা সত্বেও বই জমা দিতে পারবে কিন্তু জরিমানা না দেয়া পর্যন্ত পরবর্তীতে কোন বই ইস্যু করতে পারবে না। Patron auto block হয়ে যাবে।

১৪। **<u>RFID Handheld Reader:</u>** গ্রন্থাগার শুরু হয় বই এবং জার্নালের সমাহারের মাধ্যমে। বই ও জার্নালসহ অন্যান্য রির্সোসের সংখ্যা যুগ যুগ ধরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এত বিশাল সংগ্রহের স্টক গ্রন্থাগারের রুলস মোতাবেক কমপক্ষে ৪/৫ বছর পর পর ভেরিফিকেশন করতে হয়। এনালগ পদ্ধিতেতে ভেরিফাই করতে সময় এবং শ্রম অনেক বেশী প্রয়োজন হয়। এত বিশাল সংগ্রহ সহজে গণনা করার জন্য র‌্যাকেটের মত দেখতে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যার নাম RFID Handheld Reader. RFID Handheld Reader টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে স্টক ভেরিফাই করা যায়। RFID Handheld Reader ডিভাইসের সাথে

Bluetooth এর সাহায্যে একটি স্মার্ট মোবাইলের সাথে সংযুক্ত থাকে। RFID tag লাগানো বইয়ের মধ্যে লেখা accession no. গুলো একের পর এক মোবাইলের ডিসপ্লেতে উঠতে থাকে।

কোন বই নিদৃষ্ট Shelf-এ না থাকলে RFID Handheld Reader এর সাহায্যে খুব সহজে পাওয়া যায়। একটি মোবাইলের সাথে ইলেকট্রিক ডিভাইসের মাধ্যমে র‍্যাকেরটের (ব্যাট) মত Handheld Reader যন্ত্রটির সংযোগ থাকে। বইয়ের উপরে লাগানো বারকোড নম্বরটি সিলেক্ট করে RFID Handheld Reader যন্ত্রটি Shelf-এ রক্ষিত RFID tag লাগানো বইয়ের উপর move করালেই নিদ্রিষ্ট বইটি পাওয়া মাত্র সংকেত দিবে। বইয়ের মধ্যে RFID tag লাগানো না থাকলে এই প্রযুক্তির সুফল পাওয়া যাবে না।

১৫। **Work Station:** **গ্রন্থাগারের** circulation counter-এ **অথবা সুবিধাজনক জায়গায়** Work Station **স্থাপন করা হয়।** Work Station **থেকে** patron এর যাবতীয় তথ্য এন্ট্রিসহ আপলোড দেয়া, **বই চেক ইন, চেক আউট,** patron **লাইব্রেরি** স্মার্ট **কার্ড** তৈরী, instant **পাঠকের ছবি তোলা এবং আপলোড করা, এক্সেশন** নম্বরের সাথে RFID tag **রিড করা, যে কোন রিপোর্ট** তৈরী **করা, গেইট এক্সেস বা পারমিশন দেয়া এবং** Book Drop Box **-এ কে কখন বই জমা দিয়েছে** Work Station **এর কম্পিউটার** **মনিটরে জমাকারীর ছবি দেখাসহ আরো অনেক কাজ** Work Station **এর সাহায্যে করা যায়।**

১৬। **Digital Library Security: যে কোন প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সবার আগে বিবেচনায় রাখতে হয়। আর সে প্রতিষ্ঠান যদি প্রযুক্তি নির্ভর সফটওয়ার এর সাহায্যে ডিজিটাল লাইব্রেরি হয় তাহলে আরও বেশী সতর্কতার সহিত নিরাপত্তা অবশ্যই প্রয়োজন। নিরাপত্তার জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে তা হল:**

i. Authorization
ii. Authentication
iii. Cyber security
iv. Traffic monitoring
v. Automatic server back up
vi. Server room cooling
vii. Keep on-line UPS
viii. Electricity supply without interrupt
ix. Keep voltage stabilize
x. Password not transferable
xi. Controlling users
xii. Software installing update version
xiii. Turn off all unnecessary services
xiv. Create SQL server for instant database copies etc.

১৮। **উপসংহার:** বর্তমান তরুণ প্রজন্ম আমাদের পছন্দমত চলবে না এটাই স্বাভাবিক। এ যুগের তরুণ প্রজন্ম কেন কাগজে ছাপানো বই নিয়ে মাথা ঘামাবে? তারা পড়বে ভার্চুয়াল বই ডিজিটাল ফরমেটে। আগামী দিনের তরুণেরা একটা স্মার্ট ফোন কিংবা অনাগত কোন নতুন উদ্ভাবনী ইলেকট্রিক ডিভাইস ব্যবহার করবে দক্ষতার সাথে। লাইব্রেরিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে, সর্বজ্ঞে লাইব্রেরি সম্পদের নিরাপত্তা, সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ এবং তাৎক্ষণিকভাবে পাঠককে সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠে বা গবেষণায় উৎসাহিত করা। বই-ই হচ্ছে আমাদের সভ্যতা, ইতিহাস, জ্ঞান ও তথ্যের ভান্ডার এবং বিনোদনের সূত্র। বর্তমান সময়ে সকল পাঠকের নিকট

ই-বুকের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি শক্তিশালী কম্পিউটার অথবা একটি ল্যাপটপ হতে পারে বইয়ে ঠাসা একটি গ্রন্থাগারের সমান। প্রযুক্তিসহ ইন্টারনেটের কল্যাণে ডিজিটাল গ্রন্থাগারের সেবা সহজে পাওয়া যায়। ডিজিটাল গ্রন্থাগারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে পাঠককে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি পেতে সাহায্য করা । আর এই সেবা পেতে হলে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে দক্ষ জনবলের সমন্বয় প্রয়োজন। সুতরাং, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল লাইব্রেরির বিকল্প নেই।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্ণিত RFID components গুলো চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বিদ্যমান। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে HEQEP (Higher Education Quality Enhancement Project) প্রজেক্টের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিগুলো ক্রয় করে CVASU কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি তার পাঠকদের বিশ্বমানের সার্ভিস দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১। অনলাইন লাইব্রেরি জগতে বাংলাদেশ, আসিকুর রহমান সাগর, দৈনিক ইত্তেফাক।

২। আমিরুল আলম খান, (২০১৪) বইয়ের আনন্দভুবনে ফেরার বাসনায়, প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ২৭।

৩। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

৪। এ.ডি. এম আলী আহাম্মদ- গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা।

৫। ডিজিটাল গ্রন্থ, ফজলে রাব্বি, নয়া দিগন্ত।

৬। ডিজিটাল লাইব্রেরি গ্রন্থ.কম, জ্ঞান মুক্তির এক অবানিজ্যিক প্রয়াস।

গ্রন্থগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন, বার্ষিক সাধারণ সভা ও আন্তর্জাতিক সেমিনার-২০২২

গ্রন্থগার পেশাজীবীদের মহাসম্মেলন, বার্ষিক সাধারণ সভা ও
আন্তর্জাতিক সেমিনার-২০২২-এর স্টিয়ারিং কমিটি/পরিচালনা কমিটি (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) :

ক্র. নং	নাম	পদ মর্যাদা
১.	অধ্যাপক ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী	আহ্বায়ক
২.	কাজী আব্দুল মাজেদ	যুগ্ম আহ্বায়ক
৩.	জনাব শামীম আরা	সদস্য
৪.	অধ্যাপক ড. মো. নাসির উদ্দিন মিতুল	সদস্য
৫.	ড. আনোয়ারুল ইসলাম	সদস্য
৬.	ড. দিলারা বেগম	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ মিছবাহ উদ্দিন	সদস্য
৮.	ড. মোঃ জিল্লুর রহমান	সদস্য
৯.	মোঃ মফিজুর রহমান	সদস্য
১০.	মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ হারুনর রশীদ	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)	সদস্য
১৩.	জনাব মোঃ নোমান হোসেন	সদস্য
১৪.	জনাব ছায়া রাণী বিশ্বাস	সদস্য
১৫.	জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার হোছাইন	সদস্য
১৬.	জনাব আঞ্জুমান আরা শিমুল	সদস্য
১৭.	কাজী এমদাদ হোসেন	সদস্য
১৮.	জনাব আবদুস সাত্তার	সদস্য
১৯.	জনাব লৎফুন নাহার	সদস্য
২০.	জনাব আহমদ হুমায়ুন কবির	সদস্য
২১.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল বসির	সদস্য
২২.	জনাব মোঃ মাহবুব আলম	সদস্য
২৩.	জনাব অনাদী কুমার সাহা	সদস্য
২৪.	জনাব মোঃ কাওছার আহমদ	সদস্য
২৫.	সৈয়দ মাহাবুবার রহমান সোহেল	সদস্য
২৬.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক	সদস্য
২৭.	জনাব এ. কে. এম. নুরুল আলম অপু	সদস্য
২৮.	জনাব মাহমুদ শাহরিয়ার হাসান (বিপ্লব)	সদস্য
২৯.	জনাব মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার	সদস্যসচিব

বিভিন্ন উপ-কমিটি

উপদেষ্টা কমিটিঃ

ড. এস. এম. মান্নান	আহ্বায়ক
জনাব শ্যামা প্রসাদ বেপারী	সদস্য
জনাব জাবের হোসাইন (যুগ্ম সচিব)॥	সদস্য
ড. নাসির উদ্দিন মিতুল (ডীন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)	সদস্য
ড. সাইফুল ইসলাম (চেয়ারম্যান, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাবি)	সদস্য
ড. ইয়ামিন আলী (চেয়ারম্যান, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাবি)	সদস্য
জনাব আব্দুল গফুর দেওয়ান	সদস্য
জনাব সাদাত আলী	সদস্য
জনাব হোচ্ছাম হায়দায় চৌধুরী	সদস্য
জনাব সৈয়দ জহুরুল আমিন কাইয়ুম	সদস্য
ড. মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য
জনাব বিজয় বসাক (অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার)	সদস্য
জনাব খোরশেদ আলম (সহকারী পুলিশ কমিশনার)	সদস্য
জনাব আব্দুল মতিন	সদস্য
জনাব আলী আকবর (সাবেক সভাপতি, ল্যাব)	সদস্য
ড. আনোয়ারুল ইসলাম (সাবেক মহাসচিব, ল্যাব)	সদস্য
জনাব জনাব ফজলুল কাদের	সদস্য
জনাব কহিনুর মিয়া	সদস্য
জনাব উম্মে হাবিবা (নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)	সদস্য
জনাব খালেকুজ্জামান	সদস্য

প্রচার ও প্রকাশনা কমিটি

প্রফেসর ড. মো. নাসির উদ্দীন (মিতুল)	আহ্বায়ক
ড. এম. মিজানুর রহমান	সদস্য
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান তুষার	সদস্য
মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া	সদস্য
মো. নোমান হোসেন	সদস্য
মো. এমদাদুল হক	সদস্য
মো. আনিসুর রহমান	সদস্য
কাজী এমদাদ হোসেন	সদস্য সচিব

আপ্যায়ন কমিটি

ড. এম. নাসিরউদ্দিন মুন্সী	আহ্বায়ক
ড. মো. মিজানুর রহমান	সদস্য
জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (অনিম)	সদস্য
জনাব মোঃ নোমান হোসেন	সদস্য
জনাব ছায়া রাণী বিশ্বাস	সদস্য
মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার	সদস্য সচিব

গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটি

কাজী আব্দুল মাজেদ, সহ-সভাপতি, ল্যাব	আহ্বায়ক
মুহাম্মদ মহিউদ্দিন হাওলাদার, সহ-সভাপতি, ল্যাব	সদস্য
মোঃ এমদাদুল হক, কাউন্সিলর (ময়মনসিংহ), ল্যাব	সদস্য
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, মহাসচিব, ল্যাব	সদস্য
ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সাবেক মহাসচিব, ল্যাব	সদস্য
মেজবাহ উদ্দিন	সদস্য
কাজী এমদাদ হোসেন, কাউন্সিলর (কেন্দ্রীয়) ল্যাব	সদস্য সচিব

আলী এয়ার ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস
হজ্জ লাইসেন্স নং: ০৬৪৯, উমরাহ লাইসেন্স নং: ৩৭৪, IATA NO : 423
চলছে হজ্জ ও উমরাহ বুকিং
আমাদের সেবা সমূহ :-
* হজ্জ প্যাকেজ
* উমরাহ প্যাকেজ
* অভ্যন্তরীন এয়ার টিকেট
* সকল এয়ার টিকেট
* ভিসা প্রসেসিং
প্রোপ্রাইটর
হোসাইন আহম্মদ মজুমদার
যোগাযোগ : -
+৮৮ ০১৭৫৫৭০৮০০০
অফিস :-
২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দি সেন্টার
(৫ম তলা) রুম নং#৫/এফ, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০
সল্প খরচে নয় বরং সঠিক নিয়মে
করাতে আমরা অঙ্গিকারব

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম
১ বছর
মেয়াদী ডিপ্লোমা
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান
চারু ও কারুকলা
আই সি টি
ভর্তি চলছে
ভর্তির যোগ্যতা-
স্নাতক/ফাজিল/সমমান
কলেজ কোড-৬৫১৭০
কলেজ কোড-৩৭৮২
কুমিল্লা প্রফেশনাল কলেজ
ও
ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল এডুকেশন
আহম্মদ নগর,
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
01558769448
01850959875

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

বর্তমান নির্বাচিত ল্যাব কাউন্সিল পরিষদ (২০২১-২৩) কর্তৃক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪তম সাধারণ সভার আয়োজনে ইলিস (ILIS) পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা এ আয়োজনের সর্বোপরি সাফল্য কামনা করছি।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কলেজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি কোড-২৫৭৮

ইনস্টিটিউট ফর লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন স্টাডিজ (ইলিস)

তালাইমারী, রাজশাহী। ফোন নং-০২৫৮-৮৮৬৬৭৮৭

মোবাইল নং-০১৭১৩-৯০৫১৯৭, ০১৭৯৩-৯০২০২০

www.ilisraj.ac.bd facebook/ilisraj Email: ilisrajshahi2578@gmail.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১ বছর
মেয়াদী ডিপ্লোমা

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান
চারু ও কারুকলা
আই সি টি

ভর্তি চলছে

ভর্তির যোগ্যতা-
স্নাতক/ফাজিল/সমমান

কলেজ কোড-৬৫১৭০
কলেজ কোড-৩৭৮২

কুমিল্লা প্রফেশনাল কলেজ
ও
ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল এডুকেশন

আহম্মদ নগর,
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

01558769448
01850959875

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

বর্তমান নির্বাচিত ল্যাব কাউন্সিল পরিষদ (২০২১-২৩) কর্তৃক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ১৪তম সাধারণ সভার আয়োজনে ইলিস (ILIS) পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা এ আয়োজনের সর্বোপরি সাফল্য কামনা করছি।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কলেজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি কোড-২৫৭৮

ইনস্টিটিউট ফর লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন স্টাডিজ (ইলিস)

তালাইমারী, রাজশাহী। ফোন নং-০২৫৮-৮৮৬৬৭৮৭

মোবাইল নং-০১৭১৩-৯০৫১৯৭, ০১৭৯৩-৯০২০২০

www.ilisraj.ac.bd facebook/ilisraj Email: ilisrajshahi2578@gmail.com

হাজীগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অব এডুকেশন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত, চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ার গঠনে মানসম্পন্ন এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Govt. Reg.

mohammad salauddin bhuiyan foundation

ESTD. 2009

এমএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত
প্রতিষ্ঠান সমূহ

চলতি শিক্ষাবর্ষে

প্রফেশনাল BBA ৪ বছর

বিএড ১ বছর

লাইব্রেরী সায়েন্স ১ বছর

বিপিএড ১ বছর

ভর্তি চলছে

আসন সংখ্যা সীমিত

HICE

COLLEGE CODE : 3924

ক্যাম্পাস: হাজীগঞ্জ (পৌর বাস টার্মিনাল), চাঁদপুর

PHONE 01814385191 | 01712742339
01789703065 | 01713033743

MSB Institute of Fashion Design & Technology

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বি.এস.সি (অনার্স) ইন

চলতি শিক্ষাবর্ষে

এ্যাপারেল ম্যানুফেকচার এন্ড টেকনোলজী AMT ৪ বছর

ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজী FDT ৪ বছর

নিটওয়ার ম্যানুফেকচার এন্ড টেকনোলজী KMT ৪ বছর

ডিপ্লোমা কোর্স ফ্যাশন এ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং

MIFT

ক্যাম্পাস : হাকিম প্লাজা, পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড, কুমিল্লা
Phone: 01847074749, 01715919992

nbsel

nodi bangla

structural engineering ltd.

Head Office: House #2 (2nd floor), Road #11, Sector #6
Uttara Model Town, Dhaka, Phone: +88-02-48950069

Phone: 01713039743, E-mail: salauddin nbg@gmail.com

Rotary

CP Principal Md. Salauddin Bhuyan, PHF, MC
Charter President, RC of Laxmipur
Deputy District Secretary 2022-2023
RID 3282, Bangladesh

বাংলাদেশ সাউথ ওয়েস্ট মডেল ইনস্টিটিউট

ইসহাক সড়ক, শংকরপুর, চাঁচড়া, সদর, যশোর।
মোবা: **০১৮৮৬-৬১৬৯৬১, ০১৭১৪-৮৩৬৩৫৯**
e-mail: bdswmi2002@gmail.com

স্থাপিত: ২০০২
কলেজ কোড: ০৫৫১

কলেজের বৈশিষ্ট্য

- জেলা প্রশাসন, শিক্ষাবিদ ও পেশাগত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্ণিংবডি দ্বারা পরিচালিত
- অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ মোট ১৪ জন পূর্ণকালিন ও ৪ জন খন্ডকালীন শিক্ষক
- যশোর শহরের কেন্দ্রস্থল ইসাহক সড়ক, শংকপুর, যশোরে নিজস্ব ভবনে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠদান শুরু
- ১৫০ সেট ডিডিসি স্কীম সহ লাইব্রেরীতে ৪৫০০- এর অধিক পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে
- বিগত বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রথম শ্রেণীসহ শতভাগ উত্তীর্ণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠদান
- সর্বনিম্ন কোর্স ফি
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্স পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান।

হাজীগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অব এডুকেশন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত, চ্যালেঞ্জিং ক্যারিয়ার গঠনে মানসম্পন্ন এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Govt. Reg.
mohammad salauddin bhuiyan foundation
ESTD. 2009

এমএসবি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ

চলতি শিক্ষাবর্ষে

- প্রফেশনাল BBA ৪ বছর
- বিএড ১ বছর
- লাইব্রেরী সায়েন্স ১ বছর
- বিপিএড ১ বছর

HICE

COLLEGE CODE : 3924

ভর্তি চলছে
আসন সংখ্যা সীমিত

ক্যাম্পাস: হাজীগঞ্জ (পৌর বাস টার্মিনাল), চাঁদপুর
PHONE 01814385191 | 01712742339
01789703065 | 01713033743

MSB Institute of Fashion Design & Technology

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বি.এস.সি (অনার্স) ইন — চলতি শিক্ষাবর্ষে

- এ্যাপারেল ম্যানুফেকচার এন্ড টেকনোলজী AMT ৪ বছর
- ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজী FDT ৪ বছর
- নিটওয়ার ম্যানুফেকচার এন্ড টেকনোলজী KMT ৪ বছর
- ডিপ্লোমা কোর্স ফ্যাশন এ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং

MIFT

ক্যাম্পাস : হাকিম প্লাজা, পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড, কুমিল্লা
Phone: 01847074749, 01715919992

nbsel
nodi bangla
structural engineering ltd.

Head Office: House #2 (2nd floor), Road #11, Sector #6
Uttara Model Town, Dhaka, Phone: +88-02-48950069
Phone: 01713039743, E-mail: salauddin nbg@gmail.com

Rotary

CP Principal Md. Salauddin Bhuyan, PHF, MC
Charter President, RC of Laxmipur
Deputy District Secretary 2022-2023
RID 3282, Bangladesh

বাংলাদেশ সাউথ ওয়েস্ট মডেল ইনস্টিটিউট

ইসহাক সড়ক, শংকরপুর, চাঁচড়া, সদর, যশোর।
মোবা: ০১৮৮৬-৬১৬৯৬১, ০১৭১৪-৮৩৬৩৫৯
e-mail: bdswmi2002@gmail.com

স্থাপিত: ২০০২
কলেজ কোড: ০৫৫১

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

কলেজের বৈশিষ্ট্য

- জেলা প্রশাসন, শিক্ষাবিদ ও পেশাগত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্ণিংবডি দ্বারা পরিচালিত
- অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ মোট ১৪ জন পূর্ণকালিন ও ৪ জন খন্ডকালীন শিক্ষক
- যশোর শহরের কেন্দ্রস্থল ইসাহক সড়ক, শংকপুর, যশোরে নিজস্ব ভবনে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠদান শুরু
- ১৫০ সেট ডিডিসি স্কীম সহ লাইব্রেরীতে ৪৫০০- এর অধিক পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে
- বিগত বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রথম শ্রেণীসহ শতভাগ উত্তীর্ণ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠদান
- সর্বনিম্ন কোর্স ফি
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্স পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত)

কলেজ কোড-১১৪২

E-mail: mhbb.alam@gmail.com, madhusbmc@yahoo.com

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ-

১। মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টরের মাধ্যমে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার পূর্বক যুগোপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি।

২। নিজস্ব জমিতে সর্বাধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এবং সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চারতলা বিশিষ্ট ভবন।

৩। ইন্টারনেট সংযোগযুক্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার সম্বলিত আধুনিক মানের কম্পিউটার ল্যাব।

৪। ডিজিটাল পদ্ধতিতে শ্রেণি বিষয়ক পাঠদান ব্যবস্থা।

৫। প্রসস্ত ও পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, পরীক্ষা কক্ষ এবং শব্দনিয়ন্ত্রন প্রযুক্তিনির্ভর সু-বিশাল মিলনায়তন।

৬। দক্ষিন বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ স্যারের সমন্বয় একটি শক্তিশালী গভর্নিংবডি।

৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান/তথ্যবিজ্ঞান ও গন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ একঝাঁক তরুন ও মেধাবী শিক্ষক।

৮। বিস্তৃত পরিসরে পাঠপযোগী পরিবেশ সম্বলিত গ্রন্থাগার; যেখানে রয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিডিসি, খ্যাতনামা লেখকদের পেশাগত পুস্তক, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও সমসাময়িক গ্রন্থের ব্যাপক সমাহার।

৯। নিয়মিত ইনকোর্স ও টিউটোরিয়াল পরীক্ষার সু-ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক ক্লাসে মানসম্মত লেকচারশীট প্রদান।

১০। বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ক্লাসের সু-ব্যবস্থা।

১১। দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা যথাসময়ে ব্যবহারিক ক্লাসের সু-ব্যবস্থা।

১২। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ ছাড়।

১৩। রাজনীতিমুক্ত শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ।

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (আইএলআইএস)

ঢাকা (ইনস্টিটিউট কোড-৬৫৬০)

আধুনিক লাইব্রেরি

কম্পিউটার ল্যাব

পরিচালিত কোর্স	:	**গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা**
কোর্সের মেয়াদ	:	১ (এক) বছর
সেশন	:	জুলাই-জুন
ভর্তির যোগ্যতা	:	৬ পয়েন্টসহ যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (পাস)

আমাদের বৈশিষ্টসমূহ:

- নিয়মিত শিক্ষকমন্ডলী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের পিএইচডি এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত;
- নিয়মিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস, শ্রেণি পরীক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা;
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রীত মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে শিক্ষাদান;
- অনলাইনে ক্লাসের সুবিধা;
- আধুনিক লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ল্যাব সুবিধা;
- ছাত্রীদের জন্য আলাদা কমনরুম ও সুপরিসর নামাজের স্থানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ সুবিধা;
- ২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরার আওতাধীন ক্যাম্পাস ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা;
- শিক্ষা শেষে কাজের ক্ষেত্রে ও নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

যোগাযোগের ঠিকানা

ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (আইএলআইএস)

৬১৩, রোকেয়া স্মরণী (কাজীপাড়া ৭নং মেট্রোরেল স্টেশনের পাশে), কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৭১২-৭৭৪৪৫২, ০১৭১৬-৭৯৬৬৩৪

ইমেইল : **ilis.bd1976@gmail.com**

web: www.lab.org.bd

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্সের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান